পরাবিদ্যা-গ্রন্থাবলী—২

—:০:—

"প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

—০—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল,

বেদান্তরত্ন-রচিত ভূমিকা সহিত।

—:০:—

 মূল্য ২৲ টাকা।

প্রকাশক—
থিয়সফিকেল্ পাব্লিসিং হাউস্, বেঙ্গল,
৪।৩এ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে।
মেটকাফ্ প্রেস,
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৩	the Rhine	of the Rhine
৮	১১	স্নুপ্ন-দৃষ্টির	স্বপ্ন-দৃষ্টির
৩১	২০	quored	quoted
৬৫	৯	কথোপন	কথোপ-
,,	১৯	যেম-	যেমন
৬৭	৯	ত মনুষ্যজিঘাংসা	প্রতিযোগমনুষ্যজিঘাংসা
৭৪	১৩	আছেন—	আছেন
৭৬	১৫	দণ্ডায়মান	দণ্ডায়মানা
৮৪	১৭	অন্তহীন	অনাদি
৯৯	৫	consiousness	consciousness
১০২	১৬	অবস্থায়	অবস্থার
১০৫	২১	উচ্চস্তরের	উচ্চ স্তরের
১০৯	১৬	subfle	subtle
১২৯	১৮	আনীত	নীত
১৪৬		ষষ্ঠ অধ্যায়	সপ্তম অধ্যায়
১৫০	২০	যে	তাহার পর
১৫৫	৪	যাহার	যাহা
১৫৬	১	কাল ভূত,—	কাল—ভূত,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬২	১৩	করিতেছেন	করিতেছে
১৬৯	১৩	বদ্ধিত	বর্দ্ধিত
১৭৪	১২	প্রাগ্ দর্শনার্থ	দর্শন
১৭৬	৬	বেশ	প্রবেশ
১৭৭	১২	অই	এই
১৮২	১	তথাটি	তথ্যটি
১৮৩	১২	প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব	প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব।
১৯৬	১৬	Iarge	large
২০২	সপ্তম অধ্যায়		অষ্টম অধ্যায়
২০৩	১১	বিভাগের	বিভাগে
২০৬	৪	-ইরূপ	এইরূপ
২১৩	১৪	প্রারম্ভ	প্রারব্ধ
২১৬	৭	চতুদিক	চতুর্দ্দিক
২২৩	৬	শ ন	শয়ন
২২৪	২০	ক্রিয়া	করিয়া
২৪৮	১৬	লোহবত্ম	লৌহবর্ত্ম
২৫৩	১১	মুহূত্তের	মুহূর্ত্তের
২৫৮	৬	লির-জননীর স্বপ্ন	লি-জননীর স্বপ্ন
২৬০	১১	করিবে	করিব
২৮৪	১০	বং	এবং

ভূমিকা।

—:•:—

আমার স্নেহভাজন সুহৃৎ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় 'স্বপ্নতত্ত্ব' সম্বন্ধে এই বৃহৎ ও ব্যাপক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে তাহার এক ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্ধুবরের অনুরোধ পালন না করিয়া উপায় নাই; কিন্তু আমার মতে এ গ্রন্থের ভূমিকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমার বিশ্বাস, যিনিই এ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন তিনিই আমার এ মতের অনুমোদন করিবেন।

গ্রন্থকার বঙ্গের সাহিত্য সংসারে অপরিচিত নহেন। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ 'পন্থা'য় ও 'ব্রহ্মবিদ্যা'র নানা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন; বিশেষতঃ তাঁহার সম্পাদিত 'প্রজ্ঞাপরিমিতা-সূত্রে' তাঁহাকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত করিয়াছে। ঐ গ্রন্থে কিশোরীবাবু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট পারদর্শিতা এবং বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিশোরী বাবু বঙ্গবাণীর একজন একনিষ্ঠ সেবক—একজন ধর্ম্মপ্রাণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু।

স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গভাষায়, বোধ হয়, এই প্রথম ধারাবাহিক গ্রন্থ। ইতঃপূর্ব্বে বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধভাবে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলায় যে এ বিষয়ে কোন পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, এরূপ আমার জানা নাই। ইংরাজিতেও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক গ্রন্থ নাই। দার্শনিক Myer সাহেবের Human Personality, তত্ত্ববিদ্যা সমিতির বিশিষ্ট সদস্য লেডবিটার সাহেবের Dreams প্রভৃতি যে দুই চারিখানা গ্রন্থ আছে, কিশোরীবাবু স্বীয় গ্রন্থে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের গ্রন্থকার নূতন পথ কাটিয়া নবীন রথ্যা রচনা করিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। তিনি এ বিভাগে সকলের অগ্রণী।

আজ অনেকদিন হইল একজন কবি লিখিয়াছিলেন,—

আজব ব্যাপার স্বপনের কাণ্ড
নাহি তার আগা গোড়া।

প্রথম দৃষ্টিতে স্বপ্নকে ঐরূপই মনে হয় বটে—মনে হয় স্বপ্নগুলা একটা অসংবদ্ধ, এলোমেলো, অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার—তাহাদের কোন ধারা নাই, কোন যোগ নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই—কোথা হ'তে তাহাদের উৎপত্তি হয়, কোথায়ই বা বিলয় হয়। কিন্তু এ গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন তাঁহার সে

ভ্রম থাকিবে না। তিনি দেখিতে পাইবেন যে, স্বপ্নরাজ্যও নিয়মের অধীন, স্বপ্নের মধ্যেও একটা ধারাবাহিকতা, একটা সামঞ্জস্য, একটা শৃঙ্খলা আছে—আরও দেখিবেন যে, স্বপ্নকেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া, তৎসম্বন্ধে সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া, তৎসম্পর্কে বিতর্ক বিচার করিয়া কতকগুলি সত্য ও সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়—এক কথায় একটা স্বপ্নবিজ্ঞান গঠন করা যায়। কিশোরীবাবু 'স্বপ্নতত্ত্বে' তাহাই করিয়াছেন।

তিনি প্রথমতঃ উপক্রমণিকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের মত উদ্ধার করিয়া এবং কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর বাণী সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বপ্ন বাস্তবিক অলীক চিন্তা-মাত্র নহে। ইহার মধ্যে জানিবার, ভাবিবার, শিখিবার অনেক বিষয় আছে এবং ক্রমশঃ গ্রন্থমধ্যে তাহারই সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থকার জড়বাদীদিগের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চিন্তা মস্তিষ্কের স্পন্দন মাত্র নহে—জীব চিৎকণ, ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ। জীব জড় নহে, চেতন বস্তু। এই জীবের মধ্যে আমরা সর্ব্বদা তিনটি শক্তির সাক্ষাৎ পাই-তেছি—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানের ভাষায় এই তিন শক্তির নাম—Thinking, Feeling এবং Willing। এই ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ—

Thought (ভাবনা), Desire (বাসনা) ও Action (কৃতি বা চেষ্টা)। উপাধি ভিন্ন শক্তির 'ব্যাপার' নিষ্পন্ন হয় না, হইতে পারে না। ক্রিয়াশক্তির উপাধি—এই স্থূলদেহ; ইহার সাহায্যে কৃতি (action) নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ ইচ্ছাশক্তির 'ব্যাপার' (বাসনা) নিষ্পন্ন হইবার জন্য জীবের সূক্ষ্মদেহ আছে এবং জ্ঞানশক্তির 'ব্যাপার' (ভাবনা) নিষ্পন্ন হইবার জন্য জীবের কারণ-দেহ আছে। অতএব জীবের তিনটি উপাধি—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণ-দেহ। স্থূলদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ভাণ্ডদেহ (যাহা অস্থি-মজ্জা-মাংস ইত্যাদির দ্বারা গঠিত) ছাড়া ইহার যে একটা ইথিরীয় প্রতিকৃতি আছে—যাহাকে পিণ্ডদেহ বা Etheric Double বলে—সে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। এ সম্বন্ধে ও সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক ডাক্তার কিল্নারের গ্রন্থ 'The Human Aura' এবং Edmund Gates ও ডাক্তার ওডনেল কৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির প্রতি প্রণিধান করিবেন। সূক্ষ্মদেহের আর এক প্রমাণ প্রেতমূর্ত্তি দর্শন। অনেকেই ভূত দেখিয়াছেন; যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রবর Sir William Crooks, Sir

Oliver Lodge, Professor Lombroso প্রভৃতির গ্রন্থ —বিশেষতঃ বিলাতের Psychical Research Societyর Transactions পাঠ করিতে পারেন। ঐ সকল পাঠ করিলে প্রেতমূর্ত্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। স্থানে স্থানে প্রেতের ফটোগ্রাফও গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে Spirit photography বলে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সন্দেহ উঠান যায়—ঐরূপ প্রেতমূর্ত্তিদর্শনকে মস্তিষ্কের বিকার, Hallucination, মানসিক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি সত্য সত্যই প্রেতের আলোকচিত্র গৃহীত হইয়া থাকে (এবং এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রমাণের অভাব হইবে না) তবে যে স্থূলদেহ ছাড়া মানবের একটা সূক্ষ্মদেহ আছে—এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ করা চলে? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমিও কিছু কিছু বলিলাম—কারণ, মানুষের সূক্ষ্ম উপাধির (যাহাকে psychical apparatus বলে) কথা না বুঝিলে স্বপ্নতত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

বেদান্তে যাহাকে কোষ বলে, তাহা ঐ ত্রিবিধ দেহেরই অন্তর্গত। অন্নময়কোষ স্থূলদেহ, প্রাণময় ও মনোময় কোষ লইয়া সূক্ষ্মদেহ এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ লইয়া কারণ-দেহ। ফলতঃ জীবের যখন ত্রিবিধ শক্তি—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, তখন তাহার ত্রিবিধ উপাধি অবশ্যম্ভাবী।

জীবের যেমন তিন উপাধি বা দেহ, তেমনি তাহার তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার ঐ স্বপ্নাবস্থার বিষয় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব স্থূলদেহের সাহায্যে স্থূললোকে (যাহাকে ভূর্লোক বা physical plane বলে) বিচরণ করে; স্বপ্নাবস্থায় জীব সূক্ষ্মদেহের সাহায্যে সূক্ষ্মলোকে (যাহাকে ভুবর্লোক বা astral plane বলে) বিহরণ করে; এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জীব কারণদেহের সাহায্যে কারণ-লোকে (যাহাকে স্বর্লোক বা mental plane বলে) বিহরণ করে; বিহার ক্ষেত্র বা লোকের তারতম্য অনুসারে উপাধিরও তারতম্য। স্থলপথে আমরা শকট বা মোটর ব্যবহার করি, জলপথে বিচরণ করিতে হইলে নৌকা বা জাহাজের প্রয়োজন এবং আকাশপথে বিহরণ করিতে হইলে ব্যোমযান বা অ্যারোপ্লেন চাই। জীবেরও ঠিক ঐরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিন অবস্থার ত্রিবিধ উপাধির সাহায্যে ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোকে বিচরণ। পাশ্চাত্যেরা কিছু দিন হইল এ বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই জন্য দার্শনিক Myer বলিতেছেন—'Man lives in three environments, the physical, the Etherial and the Metetherial, that which is called the Heaven world.'

অনেক দিন অবধি পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বিশ্বাস করিতেন যে, জীবের যে জাগ্রৎ-সম্বিৎ (Brain-consciousness) ইহাই চরম—ইহার উপরে আর কিছু নাই। কিছু কাল হইতে তাঁহারা স্বপ্ন-সম্বিতের (যাহাকে Dream consciousness বলে, যাহা প্রধানতঃ এই গ্রন্থের আলোচ্য) সন্ধান পাইয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে অনেকরূপ সমীক্ষা (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ স্বপ্নসম্বিৎ তাঁহাদের Experimental Psychologyর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতেছে। এমন কি তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আমাদের জাগ্রৎ-সম্বিৎ (Brain-consciousness) সমগ্র সম্বিতের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। যেমন জলের পাত্রে জলের উপর বরফ রাখিলে তাহার সপ্তমাংশ মাত্র জলের উপর ভাসে, আর অধিকাংশ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেইরূপ সম্বিতের কিয়দংশ মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় মস্তিষ্কের সাহায্যে প্রকাশিত হয়—সম্বিতের অধিকাংশই সচরাচর Subliminal—অপ্রকাশিত থাকে ; স্বপ্নে সময় সময় ঐ অপ্রকাশিত সম্বিতের অল্পাংশ প্রকটিত হয়। ইহাই Dream-consciousness। আমাদের আশা হয় যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার উপর যে সুষুপ্তি অবস্থা—তাহার এবং তদুপরি যোগিধ্যানগম্য যে তুরীয় ও

নির্ব্বাণ অবস্থা, সেই সকল অবস্থারও সন্ধান পাইবেন। তখন তাহা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সম্পত্তি হইবে।

সে যাহা হউক, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থা হইলেও, যিনি সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত, সেই জীব এক ও অদ্বিতীয়।

"এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।

এই জীবই স্বপ্ন দর্শন করেন। সেই জন্য গ্রন্থকার পঞ্চম অধ্যায়ে 'আমি কি' এই প্রসঙ্গের সবিস্তার ও অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নানা সাজে সজ্জিত হইলেও, নানা উপাধিতে উপহিত হইলেও, নানা অবস্থায় অবস্থিত হইলেও জীবের 'আমি'- ভাব তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন—জীব নিত্য, শাশ্বত, চিরন্তন, পুরাতন।

জীব কিরূপে স্বপ্ন দর্শন করে, স্বপ্নাবস্থায় জীব কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে, কিরূপে নিদ্রার সময় সূক্ষ্ম-উপাধি অবলম্বন করিয়া জীব স্থূল-দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং সময়ে সময়ে দূর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, আবার স্থূলদেহে প্রত্যাগত হয় ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থকার ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। পাঠককে ঐ দুই অধ্যায় সযত্নে অধ্যয়ন করিতে বলি, কারণ, উহাতে তিনি অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায় গ্রন্থকার স্বপ্নবিভাগের আলোচনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। রূপক স্বপ্ন (symbolical dreams) কি ও কিরূপ এবং কেন হয়, কেন আমাদের অধিকাংশ স্বপ্ন বিকৃত, অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ—তাহার যথাযথ বিবরণ ও ব্যাখ্যান পাঠক ঐ অষ্টম অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এইরূপ স্বপ্ন ছাড়া অনেকে অনেক সময় সকল স্বপ্ন দর্শন করেন যে সকল স্বপ্ন সত্যের সহিত সমঞ্জস, বাস্তবের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ মধ্যে তাহার অনেকগুলি প্রামাণিক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক Dr Carpentar's Mental Phyisology গ্রন্থে আরও অনেকগুলি উদাহরণ পাঠ করিতে পারেন। কেন স্বপ্ন সত্য ও সফল হয়, কেন সময়ে সময়ে স্বপ্নে ভবিষ্য দর্শন (যাহাকে Pre-vision বা প্রাক্-দৃষ্টি বলে) ঘটিয়া থাকে, মনস্তত্ত্বের এ এক নিগূঢ় রহস্য। আমরা যাহাকে ভবিষ্যৎ বলি, বাস্তবিক কি তাহা বর্ত্তমানের অন্তর্গত? সেই কালাতীত, Eternal Now, নিত্য সত্য পুরুষের দৃষ্টিতে কি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একীকৃত? সেই জন্য কি তাঁহার অংশ জীবচৈতন্যের নিকট সময়ে সময়ে ভবিতব্যের যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়া ভবিষ্যৎ প্রাক্‌দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়? ইহা অতি কঠিন সমস্যা—দর্শন বিজ্ঞানের এক চরম প্রহেলিকা। গ্রন্থকার এ প্রশ্নেরও সমাধানের চেষ্টায়

বিরত হয়েন নাই। সে চেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, পাঠক নিজে তাহার বিচার করিবেন। কিমধিকমিতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিবেদন।

"স্বপ্ন-তত্ত্ব" প্রথমে আমার অগ্রজতুল্য পূজনীয় বন্ধুবর, বাঙ্গালার সর্ব্বজনবিদিত, প্রতিভামণ্ডিত কবি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সুসম্পাদিত "অলৌকিক রহস্যে" ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত করি। তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম প্রকাশকালে আমার পূর্ব্বকথিত বন্ধু আমাকে বিশেষভাবে এই পুস্তক রচনায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারই নির্ব্বন্ধে এই রচনা। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। পুনশ্চ বিদ্বৎ-শ্রেষ্ঠ আমার শ্রদ্ধাভাজন পরম সুহৃৎ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও অভিন্নহৃদয় সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

৬২।৫।১ সি বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৭ই জুলাই, ১৯২০ সাল।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

—:*:—

(১)

শিশুবেলা করি অসহায়, গেছ চলি স্নেহময়ি,
দেবলোকে তুমি !
জড়পিণ্ড, জ্ঞানহীন ছিলাম তখন, দেখি নাই
তোমারে মা আমি।
ধাতৃস্তন্যে হইয়া পালিত, কি অভাব যেন দেবি
জাগিত হৃদয়ে !
যেই কালে ফুটিল নয়ন খুঁজিতাম তোমারে মা
চারিদিতে চেয়ে।
নিদ্রাবশে হ'লে অচেতন, বুঝিতাম লইয়াছ কোলে,
স্তন-সুধা করিতেছি পান, দিতেছ মা স্নেহসিন্ধু ঢেলে।

১৲

(২)

কিশোর-যৌবন-সন্ধিকালে, কাশীধামে কোন টানে
গেলাম ছুটিয়া ;
অর্দ্ধনিদ্রা-জাগরণে হেরিনু তোমায়, এলে কাছে
স্নেহে বিগলিয়া !
শ্রীচরণ ধরিতে জড়ায়ে, ছুটিলাম তব সন্নিধান ;—
বৃথা আশা ! পাছু হাঁটি দেবি ধীরি ধীরি করিলে প্রয়াণ।
ব্রহ্মময়ী বিশ্বেশ্বরী দেহে, কি দে'খনু ?
মাতা মোর
হয়েছে বিলীনা !
মনে হ'ল তুমি বিশ্বব্যাপী, সব মাতা—কুমারী মা,
যুবতী, প্রবীণা।
স্বপ্নরাজ্যে লভি' স্বর্গসুখ, জাগিল এ স্বপ্ন-অনুভূতি—
বিশ্বময় জননী আমার ! জ্যোতির্ম্ময়ি
করি গো প্রণতি।
ভাগ্যবান্ অভাগা সন্তান ভক্তিভরে পদ তব
পূজিবারে চায়,
স্বপ্ন-জ্ঞানে পেয়েছে তোমায়—তাই "স্বপ্ন-তন্ত্র" খানি
অর্ঘ্য লহ পায়।

সূচীপত্র।

—:•:—

অষ্টম অধ্যায়—স্বপ্ন বিভাগ

উপক্রমণিকা।

—:*:—

১। স্বপ্ন ও মানব-বিশ্বাস।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানে গর্ব্বদৃপ্ত বিদ্বন্মণ্ডলী পূর্ব্বে স্বপ্ন অলীক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু, এখন এ ধারণা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন,—নির্জীব পরমাণুর সমষ্টিতে কোষাণু, এবং অনন্ত কোষাণুর সম্মিলনে জীবদেহ ও প্রাণধর্ম্ম-সমন্বিত জীবের উৎপত্তি হয়; তাঁহাদিগের মতে,—প্রাণহীন জড়ভূতের সমন্বয়ের পরিণামই চৈতন্যাধিষ্ঠিত মানব-জীব। তাঁহারা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদিগের মতে সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত নিষ্প্রয়োজন; উহা অবৈজ্ঞানিক কল্পনা মাত্র।

প্রেত-তত্ত্ববাদিগণের মত কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা মানব-আত্মার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—মানব যুগপৎ দুই লোকে কার্য্য করেন,—এই স্থূল ভূলোক

এবং আত্মার লীলাস্থল সূক্ষ্মলোক। * তাঁহাদিগের মতে জাগ্রৎকালে স্থূলচৈতন্য-ক্রিয়ার আধিক্য হেতু, আত্ম-চৈতন্য-লীলা বুঝা যায় না; তাহা স্থূলচৈতন্যের দুর্দ্দমনীয় বিলাসো-

* I have assumed that man is an organism informed or possessed by a soul. This view obviously involves the hypothesis that we are living a life in two worlds at once,—a Planetary life in this world to which the organism is intended to react, and also a Cosmic life in that spiritual or metetherial world, which is the native element of the soul. From that unseen world the energy of the organism needs to be perpetually replenished. That replenishment we cannot understand; we may figure it to ourselves as a protoplasmic process,—as some relation between protaplasm, ether and whatever is beyond ether, on which it is at present useless to speculate. * * * * * * The soul has withdrawn from the specialized material surface of things (to use such poor metaphor as we can) into a realm where the nature of the connection between matter and spirit—whether through the intermediacy of the ether or otherwise—is more profoundly discerned. That same withdrawl from the surface which, while diminishes power over complex muscular processes, increases power over profound organic processes, may at the same time increase the soul's power of operating in *that spiritual world to which sleep has drawn it nearer.*—Meyer's Human Personality.]

দ্দামে নিমজ্জিত ও লয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, নিদ্রাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন স্থূলচৈতন্যের ক্রিয়া মন্দীভূত হইতে থাকে, আত্মচৈতন্যও তাহার অভিভূত অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে জাগরিত হইতে থাকে। এই ভাবটি একটি উপমার সাহায্যে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। দিবাকালে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যেরূপ তারকার ক্ষীণালোক অভিভূত থাকে, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না, আবার সূর্য্যাস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি একটি করিয়া তারকা ফুটিতে থাকে, আত্মচৈতন্যেরও তাহাই হয়।

এই ত হইল প্রেততত্ত্ববাদীদিগের "আত্মা" ও "স্বপ্ন-চৈতন্য" বিষয়ক অনুমান। এখন দেখা যাউক, এই নব-বিজ্ঞান প্রতীচ্য জড়বাদীর জ্ঞানকে কতদূর রঞ্জিত করিতেছে। প্রেততত্ত্ববাদিগণের অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভূমির বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎ এবং কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ও আচার্য্য। তাই তাঁহাদিগের অভিমত ও অনুমান অবহেলনীয় হইতে পারে না। তাই ইংলণ্ডে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাণ্ডার "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা" (Encyclopœdia Britannica) গ্রন্থে স্বপ্ন-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায়, লেখক লিখিয়াছেন যে,—"একদিকে বিশ্বাস-প্রবণ প্রেততত্ত্ববাদী, অপর দিকে সন্দিগ্ধ জড়বাদী, এতদুভয়ের

মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দণ্ডায়মান। তাঁহারা বলেন যে, দৈহিক কার্য্যকলাপ ও মানসিক ক্রিয়া এই দুইটি বিভিন্ন জাতীয়; অথচ এতদুভয় এরূপ সম্বন্ধযুক্ত যে, দৈহিক ক্রিয়া-কলাপ মানসিক ক্রিয়ারই বিকারবিশেষ বলিয়া মনে হয়।"*

সাধক জর্ম্মন দার্শনিক সুইডানবর্গের (Swedenborg) স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় অভিমত প্রায় প্রাচ্য দার্শনিক ও সূক্ষ্মদর্শী-দিগের মত ছিল। তিনি একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন,—"স্বপ্ন চারিপ্রকার,—তাহা ভবিষ্যভাষণাত্মক, উপদেশাত্মক, গূঢ়ার্থ-প্রকাশক ও অলীক বা দেহাদির বিকৃত অবস্থা হইতে উদ্ভূত।" †

তিনি আর একস্থানে বলিয়াছেন,—"দিবা-স্বপ্ন, নিশা-স্বপ্ন এবং স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্ন বা স্বপ্নে স্বপ্নদর্শন—আমি সকল প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। জ্ঞানহীন লোক ভাবে, মানব

---

* Midway between the spiritualist and materialist hypothesis is the scientific view in its narrower sense, namely, the doctrine that the mental and the bodily are perfect dissimilar regions of phenomena, which are yet connected in such a way that bodily events appear as conditions of mental events.—Encyclopœdia Britannica.

† Dreams are either prophetic, or instructive, or significative, or fantastic—Swedenborg.

দিবসে যে সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহার ফলেই তাহার স্বপ্ন-দর্শন হয়। আমি এইরূপ স্বপ্নের গুরুত্ব দর্শন করি না। স্বপ্ন দুই প্রকারের,—সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন। কোন কোন স্বপ্ন, ভাবী বিপদ হইতে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান করিয়া দেয়, বা কোন একটা ভবিষ্য ঘটনা পূর্ব্বে জ্ঞাপন করে; কোন কোন স্বপ্ন আমাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ, আমাদিগকে শান্তি বা শাস্তি দেয়।......"*

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"স্বপ্নে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি হয়; এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি হইতে ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী হইতে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ব্বে সূচিত হয়, সেই সমস্ত ঘটনার আবির্ভাব হয়।" †

---

* Day-dreams, night-dreams, and double-dreams. I have dreamt all kinds of dreams. The ignorant have thus seen, that dreams have their root in thought and toils of day and in big suppers. Of this I make no account. Dreams are ill and good. Some warn or foretell, others reward or punish. Some cast us into wanhope and abyssal darkness, others left us into hope and heavenly light. Hearken, O reader, to all kinds of dreams, Hearken to sighs from the deep !

† A dream denotes foresight, and from foresight prediction and from prediction the event itself predicted.—Swedenborg.

বুলওয়ার লিটন্ (Bulwer Lytton) তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস—দি পিল্‌গ্রিমস্ অব্ দি রাইন (The Pilgrims the Rhine) পুস্তকে এক জারমান্ (German) ছাত্রের অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। যখন বালক গভীর নিদ্রার অঙ্কে সাধারণের চক্ষে অভিভূত থাকিত, তখন সে প্রকৃত কার্য্য করিত। সাধারণে যেমন জাগ্রৎকালে কার্য্যশীল থাকে, বালক নিদ্রিত অবস্থায় সেইরূপ ছিল। অপরের জাগরণ তাহার নিদ্রা—তাহার নিদ্রা অপরের জাগরণ।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও স্বপ্ন সম্বন্ধে মানবের বিশ্বাস ছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা কেবল দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আএম্‌ব্লিকস্ (Iamblichus) এগ্রাথোক্লিস্‌কে (Agrathocles) বলিতেছেন,—

'তুমি যে শুদ্ধচিত্তে স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনিয়াছ, তাহাতে কিছুই অবিশ্বাসের কারণ নাই। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানা যায়। আমি তাহার কারণ বলিতেছি;—'আত্মার দুই প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বৃহত্তর ভাব, অপরটি ক্ষুদ্রতর, নিম্নতর। সুষুপ্তিকালে আত্মা দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চতর চিন্ময় চৈতন্যে যুক্ত হয়। সেই

চৈতন্যের নিকটে ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত ঘটনা, বিষয়, চিন্তা সদাকাল বর্ত্তমান থাকে। অতএব মানব সেই স্মৃতি তাহার নিম্ন চৈতন্যে আনিতে পারিলেই তাহার ভবিষ্যৎ অনুভূতি হয়। ইহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে? মানবের চৈতন্যের উচ্চতর ভাব, মুক্ত জীবের চৈতন্য ও দেবচৈতন্য, সকলে একরূপ সংযুক্ত। তাহারা যেন একই জ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিত। তবে মানবের ভবিষ্যৎ দর্শন কেন হইবে না? দেবতারা যদ্যপি ভবিষ্যৎ জানেন, মানবও অবশ্য জানিতে পারিবেন। যাহা দেহের নিশাকাল, আত্মার তাহাই দিবা—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।' *

---

* There is nothing unworthy of belief in what you have been told concerning the sacred sleep and seeing by means of dreams. I explain it thus;—The soul has a twofold life, a lower and a higher. In sleep the soul is liberated from the constraint of the body and enters, as an emancipated being, on its divine life of intelligence. Then as the noble faculty which beholds objects that truly are the objects in the world of intelligence—stirs within, awakens to its power, who can be astonished that the mind which contains in itself the principles of all events, should, in this its state of liberation, discern the future? The nobler part of the mind is thus united by abstraction to higher natures, and becomes a participant in the wisdom and fore-knowledge of the gods ......The night-time of the body is the day-time of the soul.

স্বপ্ন যে ভবিষ্যভাষণাত্মক, এ কথা পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ কবিরাও বিশ্বাস করিতেন। *

এইবার আমরা স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় প্রাচ্য মত আলোচনা করিব। অতি প্রাচীন ঋষিরা স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সামবেদের কাণ্ব শাখায়, কোন্ স্বপ্নে কি পুণ্য, কোন্ স্বপ্নে কি শুভফল হয়, এই বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, নন্দ শ্রীভগবান্‌কে সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের প্রকার ও ভেদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ভগবান্ তাঁহার প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। † ভক্তাগ্রগণ্য অক্রূরের স্বপ্ন-দৃষ্টির কথা পুরাণ-পাঠকেরা সকলেই

---

* Jessica, my girl
Look to my house. I am right loath to go;
There is some ill abrewing towards my rest,
For I did dream of money-bags to-night.—
Shakespeare

Such night till this I never passed, I this Night,
* * * * have dreamed,
If dream't, not, as I oft am wont, of the,
Works of day passed, or morrow's next design,
But of offence and trouble, which my mind
Knew never till this irksome night.—
Milton.

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৭ অঃ, ৮২ অঃ।

বিদিত আছেন। কি উপায়ে দুঃস্বপ্নের শান্তি করিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রে * কথিত আছে। যেমন অক্রূর-দৃষ্ট স্বপ্ন সুখদায়ক, সেইরূপ আবার কংসের স্বপ্ন ভীষণ। সেইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-দৃষ্ট ও পরশুরাম-দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের কথা পুরাণে কথিত আছে। † অপর পুরাণেও স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে,—ঘোরাসুরদৃষ্ট দুঃস্বপ্ন, দেবীপুরাণের ২২ অধ্যায়ে; কালিকাপুরাণে পুষ্যাভিষেকে,৮৭অধ্যায়ে; মৎস্যপুরাণে যাত্রানিমিত্ত স্বপ্নাধ্যায়-কথন, ৮৭ অঃ। স্বপ্নের কথা হিন্দুর রামায়ণে আছে, হিন্দুর মহাভারতে আছে। প্রকারভেদে স্বপ্ন যে সুখ ও দুঃখদায়ক, এ কথা হিন্দু চিরকালই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদিগের মত স্বপ্ন বিশ্বাস করেন। ইহা প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থ (Sacred Book of the East) পুস্তকের মিলিন্দার প্রশ্নাবলী অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। নিম্নোদ্ধৃত মিলিন্দা-নাগসেন-সংবাদ হইতে বৌদ্ধদিগের এ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস ছিল, পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৮২ অঃ।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গণেশ খণ্ড ৩০ ও ৩৪ অধ্যায়।

২। মিলিন্দা-নাগসেন-সংবাদ।

"ভক্তিভাজন নাগসেন, এ জগতে নরনারী নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তাহা কখনও সুখকর, কখনও অসুখকর; কখনও শান্তিজনক, কখনও বা অশান্তিকর; কখনও দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর বা কৃতপূর্ব্ব কর্ম্মের বিষয়সম্বন্ধী, কখনও নিকটবর্ত্তী, কখনও দূরবর্ত্তী পদার্থসূচক, এবং সর্ব্বদা নানা আকৃতি ও বর্ণ-বিশিষ্ট। মনুষ্য যাহাকে স্বপ্ন বলে, তাহা কি এবং যিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনিই বা কে?"

"মহারাজ, স্বপ্ন মনোমধ্যে আবির্ভূত সঙ্কেতবিশেষমাত্র। ছয়প্রকার কারণে মনুষ্যের স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। বায়ু-প্রধান, পিত্ত-প্রধান বা শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন; যাহা সৎ-শক্তির প্রভাবে কিংবা ব্যক্তিগত পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাবে দৃষ্ট হয়; যাহা ভাবী ঘটনাসূচক। ইহাদের মধ্যে, শেষোক্ত প্রকারের স্বপ্নই প্রকৃত, অপরগুলি মিথ্যা।"

"বরেণ্য নাগসেন, মনুষ্য কি প্রকারে ভাবী ঘটনা-সূচক স্বপ্ন দেখে? ভাবী লক্ষণগুলি কি মানব পূর্ব্বে নিজে নিজে চিন্তা করে, অথবা আপনারাই তাহার মনে উদিত হয়, অথবা অন্য কেহ আসিয়া ইহাদের বিষয় তাহাকে বলিয়া যায়?"

"তাহার নিজের অন্তঃকরণ পূর্ব্বলক্ষণগুলি অন্বেষণ করে না, এবং বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে ইহাদের বিষয় বলে না। উহারা আপনারাই তাহার মনে উদিত হয়। দর্পণ প্রতিবিম্ব ধারণ করিবার জন্য পদার্থের অন্বেষণ করে না, অথবা পশ্চাদ্বর্ত্তী পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না। তাহাতে প্রতিবিম্বিত বস্তু তাহার প্রতিফলিত করিবার শক্তির অন্তর্গত স্থানে অর্থাৎ সম্মুখেই অবস্থান করে। স্বপ্ন সম্বন্ধে মানব-মনের কার্য্যও তদ্রূপ জানিবেন।"

"বরেণ্য নাগসেন, যে ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করে, সে কি আপন মনে বুঝিতে পারে—এই শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটিবে"?

"না, মহারাজ! সে ব্যক্তি ইহার বিষয় অন্য লোকের গোচর করে, এবং তাহারাই ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।"

"নাগসেন, তাহা কি প্রকার?"

"মহারাজ, তিল, আঁচিল বা ব্রণাদি স্ফোটক শরীরে নির্গত হইলে মানুষ কি বুঝিতে পারে যে, তাহারা তাহার শুভ বা অশুভ, খ্যাতি বা অখ্যাতি, প্রশংসা বা নিন্দা, সম্পদ্ বা বিপদের সূচনা করিতেছে?"

"না মহাত্মন্! তাহাদের নির্গম-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন,—'ইহার ফলে এই ঘটিবে'।"

"সেইরূপ যিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি সকল সময়ে বুঝিতে পারেন না যে,—ইহার ফলে ভাল বা মন্দ ঘটিবে। তিনি স্বপ্নের কথা অপরকে বলিলে, তাহারাই ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করে।"

"মহাত্মন্ নাগসেন, মানুষ কখন্ স্বপ্ন দেখে? নিদ্রিত বা জাগ্রৎ অবস্থায়?"

"না নিদ্রিত, না জাগ্রৎ অবস্থায়। মহারাজ, যখন নিদ্রা লঘু হইয়া আসিয়াছে এবং মানব সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, তখনই স্বপ্ন-দর্শন হয়। সুষুপ্ত অবস্থায় মানব-মন আত্মচৈতন্যে পুনঃ প্রবেশ করে; এইরূপে লয়প্রাপ্ত হইলে, ইহা কোনও কার্য্য করে না এবং তখন তাহার ভাল বা মন্দ কিছুই থাকে না—এবং তখন স্বপ্ন দেখা যায় না। মন যখন কার্য্যক্ষম, তখনই স্বপ্ন-দর্শন হয়। মহারাজ, যেমন আলোকবিহীন স্থানে সুসংস্কৃত স্বচ্ছ দর্পণেও কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে মন আত্ম-চৈতন্যে ফিরিয়া আসিলে, তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইলে, তাহার বাহিরে কার্য্য করিবার ক্ষমতা হারায়; সুতরাং তাহার আর শুভাশুভ থাকে না এবং সে অবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন হয় না। কারণ, মন যখন কার্য্য করে, তখনই লোকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। মহারাজ, শরীরকে দর্পণের, সুষুপ্তিকে অন্ধকারের

এবং মনকে আলোকের তুল্য ভাবিবেন। অথবা যেমন কুজ্ঝটিকার আবরণে সূর্য্যের প্রভা বিকাশ পায় না, সূর্য্যকিরণ বর্ত্তমান থাকিতেও তাহা ভেদ করিতে পারে না, এবং সৌরকর কার্য্য না করিলে, আলোকের উৎপত্তি হয় না; সেইরূপ সুষুপ্তিকালে মন আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিলে, আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা হারায়; সুতরাং শুভ বা অশুভ জানিতে পারে না; অতএব সে অবস্থায় স্বপ্নদর্শন হয় না। মহারাজ, শরীরকে সূর্য্যের তুল্য, সুষুপ্তিকে কুজ্ঝটিকার আবরণের তুল্য ও মনকে সূর্য্যকিরণের তুল্য ভাবিবেন।

"মহারাজ, শরীরান্তর্গত হইলেও মন দুই অবস্থায় কার্য্য করে না—সুষুপ্তিকালে এবং মোহাবিষ্ট অবস্থায়। জাগ্রৎকালে মানব-মন উত্তেজিত, উন্মুক্ত, পরিষ্কৃত ও অনাবদ্ধ থাকে এবং এ অবস্থায় ভাবী ঘটনাসূচক নিমিত্ত দেখা যায় না। যেমন আত্মগোপনেচ্ছু ব্যক্তি সরল, কার্য্যশূন্য বা অসংযতবাক্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঐশিক ইচ্ছা জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট বিকাশ পায় না; সুতরাং জাগ্রৎ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না। যাহাদের জীবনোপায় বা চরিত্র নিন্দনীয়, যাহারা পাপীদিগের মিত্র, দুষ্ট, অশিষ্ট বা আগ্রহবিহীন, তাহারা যেমন জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযোগী গুণবিহীন

হয়, সেইরূপ জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট ঐশী ইচ্ছা বিকশিত হয় না; সুতরাং জাগ্রৎ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না।”

“শ্রদ্ধেয় নাগসেন, নিদ্রার কি আদি, অন্ত বা মধ্য আছে?”

“হাঁ, মহারাজ।”

“তাহার কোথায় আদি, কোথায় মধ্য ও কোথায় অন্ত?”

“মহারাজ, শরীরের ক্লান্তি ও অসামর্থ্য, দৌর্ব্বল্য, শৈথিল্য ও জড়তার ভাব নিদ্রার আদি; লঘু ‘কপি-নিদ্রা’—যে অবস্থা পর্য্যন্ত মানব তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে রক্ষা করে, তাহাই নিদ্রার মধ্য; এবং মন যখন আপনার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই নিদ্রার শেষ। মহারাজ, এই মধ্যাবস্থায়—কপি-নিদ্রাতেই—মানুষে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। যেমন সংযতচিত্ত, চিন্তাশীল, অটল-বিশ্বাসী, গভীর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি বিবাদের কোলাহল হইতে দূরে বনে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং স্থির ও শান্ত অন্তঃকরণে তাহাকে আয়ত্তীভূত করিয়া লয়; সেইরূপ সতর্ক মানব, নিদ্রার সম্পূর্ণ বশীভূত না হইয়া, কেবল কপিনিদ্রায় তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া স্বপ্ন দেখে। মহারাজ, জাগ্রদবস্থাকে বিবাদের, কোলাহলের সহিত এবং কপি-নিদ্রাকে নির্জ্জন কাননের সমান মনে করিবেন; এবং

সেই মনুষ্য যেমন ঝিবাদের কোলাহলকে দূরে রাখিয়া, বিনিদ্র থাকিয়া, মধ্যাবস্থায় থাকিয়া, গূঢ় বিষয়ের মর্ম্মার্থ অবগত হয়, সেইরূপ সতর্ক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিদ্রিত না হইয়া, কপি-নিদ্রায় তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া স্বপ্ন দেখে।"

"উত্তম, নাগসেন! ইহা এইরূপ এবং আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম।"

পূর্ব্বাভাস।

"স্বপ্ন" আমাদিগের নিকট নূতন বিষয় নয়। মনুষ্যমাত্রেই কখনও না কখন স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্নপ্রভাবে অনেকে জীবনের পূর্ব্বাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। স্বপ্নে মানুষকে কাঁদিতে, হাসিতে, ভয়ে জড়সড় হইতে, ক্রোধের উত্তেজনায় আস্ফালন করিতে দেখা যায়। এই স্বপ্ন কি? উহার কতটা সত্য? কিরূপ কার্য্য করিলে স্বপ্নও আমাদিগের ক্রমাভিব্যক্তির সহায় হইতে পারে? স্বপ্নে কিরূপে আত্মানুশীলন হয়? এই সমস্ত তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা ক্রমশঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিব,—

১। যে উপাধিগুলির সাহায্যে জীবাত্মা বিষয় ভোগ করেন,—ভাণ্ড, পিণ্ড ও সূক্ষ্মদেহ। আমরা প্রথমে সেই উপাধিগুলির বিচার করিব।

২। তাহার পর দেখিব, কিরূপে আমাদিগের চৈতন্য বা চিদণু এই সমস্ত উপাধির অধিপতি হইয়া, তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করে?

৩। নিদ্রাকালে চৈতন্যের ও দেহের কিরূপ অবস্থা হয়?

৪। মনুষ্য-দৃষ্ট স্বপ্ন কিরূপে নিদ্রাকালে উপাধি ও চৈতন্যের অবস্থা হইতে প্রসূত হয়?

স্বপ্নতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

উপাধি।

আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘড়ী, আমার হাত, আমার পা, আমার দেহ,—আমরা অহরহঃ এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকি। এইরূপ আমার সহিত অপর কোন বিষয়ের সম্বন্ধ-স্থাপন লইয়াই আমার অস্তিত্ব। ইহাই শাস্ত্রকারের "সংসার-প্রপঞ্চ"। এই দুইটি বিভিন্ন পদার্থের কিরূপে সমন্বয় হয়,—এটি অতি জটিল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিবার জন্যই সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই তত্ত্বের মীমাংসা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, "আমি" বা "আমার" এবং জগতের বিবিধ বস্তুর মধ্যে একটা সাধারণ "কিছু" বিদ্যমান আছে এবং তাহার জন্যই এই সকল পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন পদার্থের ভিতর স্বতঃই সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা

দেখিতে পাওয়া যায়। যে শক্তি এক মূর্ত্তিদ্বারা আমার সহিত জগতের আত্মীয়তা করাইতেছে, সেই যোজনা-শক্তি, অন্য এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, লোকে যাহাকে জড়জগৎ বলে, তাহার ভিতরে মাধ্যাকর্ষণরূপে লীলা করিতেছে। যে শক্তি প্রাণরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া, জীব-দেহের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করিতেছে, অপর মূর্ত্তিতে অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর সংযোজনা করিয়া, তাহাই দানা (crystal) নির্ম্মাণ করিতেছে। এই 'কিছু'টি কি? শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"।

(জগতের যাহা কিছু গমনশীল, তাহার মধ্যেই ভগবান্ বিদ্যমান।)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—"প্রকৃতির নিজের কোনও গতি নাই; ভগবান্ আছেন বলিয়াই তাহার গতি।" এই গতিই জড়জগতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং মানবের রাগ-দ্বেষ।

আমি পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, আমি ও আমার দেহ, আমি ও আমার বেশ-ভূষা। আমাদিগের বেশভূষা, জামা-কাপড়ের সহিত, যেমন আমাদিগের সম্বন্ধ, আমাদিগের দেহের সহিতও আমাদিগের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। জামা-কাপড় জীর্ণ হইলে, যেমন আমরা তাহা পরিত্যাগ করি, দেহ জীর্ণ বা আমার স্থিতির অনুপযোগী হইলেই আমরা তাহা পরিত্যাগ করি। একদিকে যেমন আমরা

আবার নূতন বস্ত্র পরিধান করি, সেইরূপ কালে আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই। দেহকে পরিচ্ছদের সহিত তুলনা করা হইল সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবি না। পরিচ্ছদের সহিত আমাদিগের যেরূপ সম্পর্ক, দেহের সহিত দেহীরও যে সেইরূপ সম্পর্ক, ইহা কি আমরা ভাবিতে পারি? পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেও আমার আমিত্বের যেমন কোন ব্যবচ্ছেদ ঘটে না, দেহের সম্বন্ধেও কি তাহাই হয়? দেহকে জামা-কাপড় হইতে ভিন্ন ভাবিবার একটা কারণ আছে। আমাদিগের যাহা কিছু জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহা সচরাচর দেহের সাহায্যেই হইয়া থাকে,—দেহ ছাড়িলে আমার কি অবস্থা থাকে, তাহা আমরা ভাবিয়াও বুঝিতে পারি না। অতএব দেহ ও আমি এ দুইটি অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। দেহ গেলে আমার কি থাকে, আমার কিছু থাকে কি না, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তাই জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন, প্রকৃতির বিকারেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অন্ন বিকার প্রাপ্ত হইলেই যেমন মদ্যে তাহার পরিণাম হয়,—বাহির হইতে মদ্য-শক্তি আসিয়া তাহাতে আশ্রয় করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না, জীব-চৈতন্যেরও তাহাই হইয়া থাকে।

কিন্তু, তাঁহারা সেইটি প্রমাণ করিতে যাইয়া মহা

গোলে পতিত হইয়াছেন। কি করিয়া বাহিরের নানারূপ স্পন্দন, আমাদিগের দেহে প্রতিহত হইয়া, জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা তাঁহারা বহু আয়াসেও প্রমাণ করিতে পারেন না। বাহিরের স্পন্দন দেহে স্পন্দন সৃষ্টি করে; কিন্তু কোন্ শক্তির বলে সেই দেহস্থ স্পন্দন-সমূহ আমাদিগের সুখ-দুঃখ, আমাদিগের ভাব-চিন্তা জন্মাইয়া দেয়, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত এই রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। মানবের স্বপ্নচৈতন্য, তাহার দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance), দিব্যশ্রুতি (Clair-audience), অন্যদীয় মানসে তাহার চিন্তা ও ভাবরাশির সঞ্চারণ (Thought transference), মৃত্যুর পরেও জীবাত্মার স্থিতি ও প্রেতযোনির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন না। অথচ তাঁহারা এই সমস্তকে ভিত্তিহীন বলিয়া একেবারে উপেক্ষা করিতেও পারেন না। মায়ার্স (Meyers), ক্রুক্স (Crooks), লজ্ (Lodge) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। এই জটিল তত্ত্বের সমাধান প্রতীচীন-বিজ্ঞান-কল্পিত অভিব্যক্তিবাদের মূলভিত্তিস্বরূপ যোগ্যতমের উদ্বর্তনে (Survival of the fittest), অথবা পরিবৃত্তি প্রণালীতে পাওয়া যায় না। তাহার সমাধান ঋষিদৃষ্ট দর্শনে মিলে। আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাহার উপাধির উপর নির্ভর করে। ধূমময় অগ্নি,—অগ্নির এই ধূম-মল কোথা হইতে আসিল? আর্দ্রকাষ্ঠরূপ উপাধি হইতেই অগ্নি ধূম-বান্ হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, “জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদ নাই। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে।” * অগ্নির যাহা কিছু গুণ, তাহা ত বিস্ফুলিঙ্গে দৃষ্ট হয়; তবে ব্রহ্ম ও জীবে প্রভেদ কেন? শাস্ত্রকারেরা এই তত্ত্ব বেশ একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এক সিংহ-শিশু দৈবক্রমে এক মেষ-দলে প্রবিষ্ট হয়। সে মেষের সহিত লালিত-পালিত হওয়ায় ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকেও মেষ বলিয়া কল্পনা করিল। এখন মেষ-ধর্ম্ম অবলম্বন করায় সে বৃহৎকায় বন্য জন্তুদর্শনে ভয়ে পলায়ন করিত। একদা কোনও কারণে সে জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইলে, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল এবং বুঝিল যে, সে মেষ নহে, সে সিংহ। তখন সে স্বীয় স্বরূপ বুঝিয়া অমিত-তেজে হস্তী ও ব্যাঘ্রাদির সম্মুখীন হইতে লাগিল। জীবেরও ঠিক সেইরূপ হয়। জীব

---

* যোগবাসিষ্ঠে আছে ;—

“ঘনশীচিৎসলোদ্ভূতাজ্জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।

সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম। ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ॥”—উৎপত্তি, ১৪।২২

উপাধিসংযোগে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, সে যে স্বয়ং ব্রহ্মেরই ন্যায় শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, তাহা বিস্মৃত হয়, এবং ঈশ্বরভাব ভুলিয়া মোহের অধীন হয়। পূর্ব্বে যে আমরা "ধূমময় অগ্নি" বলিয়াছি, তাহাই জীব। ব্রহ্মের সহিত অগ্নি, এবং ধূমের সহিত উপাধি-আবরণ-রঞ্জিত জীব-চৈতন্য, ও আর্দ্র-কাষ্ঠের সহিত উপাধির তুলনা করিয়াছি।

"ভগবান্ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত"। *

যেমন জ্যোতির্ম্ময় দর্পণ-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব, অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্যোতিঃ প্রসারণ করে; সেই জ্যোতিঃ, সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়। সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাস্থিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিফলিত হয়। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব। †

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত

---

*—অহমাত্মা গুড়াকেশ। সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
—গীতা ১০।২০]

†—১। আভাস এব চ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র।
২। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ ঐ।]

হইয়া আত্মরূপে আভাসিত হয়। * সেই আত্মার প্রতি-বিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা আত্মা বলিয়া মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস

---

* Suppose for instance, we compare the Logos itself to the Sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *Karana sharira*, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body; the *bimbam* formed in the *Karana, sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.—"Lectures on Bhagabad Gita" by T. Subba Row.

(Brain-consciousness), তাহাই আমাদিগের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে আত্মা মনে করি। যদি আমরা একটি দীপ-শিখাকে শ্বেতবর্ণের, হরিদ্রা-বর্ণের, নীল-বর্ণের ও রক্তবর্ণের কাচের দীপাবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করি, তাহা হইলে যে আলোক-রশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হয়, তাহা যেমন কেবল শ্বেত, পীত, নীল বা রক্তবর্ণের নয়,—সকল বর্ণের সমন্বয়ে সে একটা নূতন বর্ণের বলিয়া মনে হয়, জীব-চৈতন্যেরও তাহাই হয়। আমরা এখানে দীপের সহিত পরমাত্মার ও আবরণের সহিত উপাধিগণের এবং দীপাবরণ হইতে নির্গত আলোকের সহিত স্থূল চৈতন্যের তুলনা করিলাম। এই সমস্ত 'উপাধিকে বেদান্ত "কোষ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈদান্তিকেরা কোষগুলিকে যথাক্রমে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ এই পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

এখানে এইটি বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোষ ও শরীর বা দেহ এক নয়। মানব-চৈতন্যের কোষ পাঁচটি, কিন্তু মানবের শরীর তিনটি,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কোষ অর্থে আবরণ, শরীর অর্থে বাহন। কোষ চৈতন্যকে রঞ্জিত করে, শরীর-সাহায্যে মানব নানা লোকে বিচরণ ও বিহার

করে। ব্রহ্মাণ্ড যে যে উপাদানে গঠিত, মানব-দেহও সেই সেই উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের যেমন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চ লোক আছে, মানব-দেহেও ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি পঞ্চপ্রকার ভূত আছে। ক্ষিতি-ভূত দিয়া তাহার স্থূল-দেহ গঠিত; সেইরূপ অপ্, মরুৎ, ইত্যাদি ভূত দিয়া তাহার অপর অপর দেহ গঠিত। আবার এই ভূর্লোক পাঁচ প্রকার পরমাণু দ্বারা গঠিত,—প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন পদার্থের দ্বারা, জল, সুরা প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা, ধূম, বাষ্প প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থের দ্বারা এবং ইথিরিক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি, স্থূল ইন্দ্রিয়ে বোধগম্য; ইথিরিক পদার্থ আমাদিগের চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদিগকেও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বলা হয়।

আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চ বিভাগ করিলাম, কেহ কেহ তাহার স্থানে সপ্ত বিভাগ করিয়া থাকেন,—যথা,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক ও আদি। সেইরূপ আবার ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি আদি ভূতকে সপ্ত সপ্ত বিভাগ করেন। তাঁহাদিগের মতে ভূর্লোক কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও স্থূল-সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে চারি প্রকার ইথরের দ্বারা গঠিত। মানবীয় স্থূলদেহেও এই সপ্ত

প্রকার অণু আছে। তাহার যে অংশ কঠিন, তরল, বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত, তাহার নাম আমরা ভাণ্ডদেহ বলিব; যে অংশ ইথরের দ্বারা গঠিত, তাহাকে পিণ্ডদেহ বলিব। পিণ্ড-দেহ ঈষৎ নীলাভ, স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত, জ্যোতির্ম্ময় এবং আকৃতিতে ভাণ্ডদেহের অনুরূপ। ইহা সাধারণতঃ ভাণ্ড-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ভাণ্ডদেহে যে প্রাণ-শক্তি প্রবাহমাণা, তাহা এই পিণ্ডদেহ-অবলম্বনে হইয়া থাকে। ইহাকে প্রাণের বাহন বা প্রাণযান বলা হয়। আমরা এই তত্ত্ব পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

উক্ত উভয় শরীরের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পিণ্ডদেহে কোথাও আঘাত লাগিলে, ভাণ্ডদেহেও অবিকল তদনুরূপ প্রতিঘাত দৃষ্ট হয়। পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ ত্যাগ করিয়া অল্প দূর মাত্র যাইতে পারে; যখন দেহ হইতে পৃথক্ হয়, তখন সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে একটি সূক্ষ্মসূত্রের দ্বারা ভাণ্ডদেহের সহিত সংযুক্ত দেখেন। পিণ্ডদেহ যতই পৃথক্ হইতে থাকে, ভাণ্ডদেহ ততই প্রাণশূন্য হইয়া যায়,—চক্ষুর্দ্বয় মুমূর্ষু ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় জ্যোতিঃ ও আভাশূন্য হয়, হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্-ফুসের ক্রিয়া অতি সামান্যরূপে চলিতে থাকে এবং ভাণ্ডদেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হয়। এতদুভয় সংযুক্ত থাকে বলিয়াই তারকরাজ যোগীরা এতদুভয়ের সম্মিলনদেহের নাম "স্থূল-শরীর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্য বিষয়ে উভয়ের কার্য্য-

কারিতা একই; তাই এই দুইটিকে বিভিন্ন দেহ বলিয়া বিবেচনা না করিলেও ক্ষতি হয় না। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই এই পিণ্ডদেহের কার্য্য। উক্ত প্রেততত্ত্ববাদিগণের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির (medium) ভাণ্ডদেহের বামপার্শ্ব হইতে উক্ত পিণ্ডদেহ বাহির হইয়া এবং দর্শকমণ্ডলীর চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা উহা নানাবিধ আকারবিশিষ্ট হইয়া, তাহাদিগের নয়নগোচর হয়; তাহাকেই প্রেততত্ত্ব-বাদীরা মৃতব্যক্তির আত্মা বলিয়া মনে করেন।

আমরা এইবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটি দেহ ও তত্ত্বের আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—•:*:•—

স্থূলদেহ।

১। ভাণ্ডদেহ।

আমি পূর্ব্ব-অধ্যায়ে মানবের স্থূলদেহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তাহা সাত প্রকার পরমাণুদ্বারা গঠিত,—কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও চারি প্রকার ইথিরীয় পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বে ইথরকে কঠিন তরলাদির মত পদার্থের যে একটি অবস্থান্তর, তাহা মানিতেন না। * এখন তাঁহাদিগের সেই ভ্রম কিয়ৎ-পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। † তাঁহারা যাহাকে পূর্ব্বে অভ্যুপগমিক ইথর (Hypothetical Ether) নাম দিয়াছিলেন, এখন সেই ইথরকে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থের সমষ্টিতে সৃষ্ট,' এই কল্পনা করেন। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎ লিখিয়াছেন,—

---

* "I make a sharp distinction between Ether and Matter and feel somewhat confused to hear any one speak of the Ether as Matter. - Dolbear.

† "I am convinced that there does exist matter which is not subject to Newton's Law of Gravitation."
—Lord Kelvin.

"Matter is either ponderable or imponderable. The latter is generally termed ether."—Dr. Landor.

"যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ইথর বলেন, তাহা একটি মৌলিক পদার্থ নহে—তাহা কতকগুলি সূক্ষ্মতর পদার্থের সমষ্টি-মাত্র। ইথেরন্ সাগরের ঘূর্ণায়মান স্রোতে ডিম্বাকার ইথর-অণুর সৃষ্টি হয়।"* অতএব আমরা দেখিলাম, বিজ্ঞান কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় ব্যতিরেকে পদার্থের আরও দুই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার কথা অনুমোদন করিতেছে। বিজ্ঞান এই দুই অবস্থাকে ইথর ও ইথেরন্ নামে অভিহিত করিয়াছে। ইথরের আর যে দুই প্রকার সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও তাহার অনুসন্ধান পান নাই।

আমরা যাহাকে কঠিন বলিলাম, ঋষিরা তাহাকে "ক্ষিতি" বলিতেন। সেইরূপ পার্থিব পদার্থের অপর ছয় প্রকার অবস্থাকেও তাঁহারা অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক ও আদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।† এই সাত প্রকার উপাদানের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ দিয়া যে দেহ গঠিত, তাহাকে তাণ্ড-দেহ বলিব। এক খণ্ড মাংসের কঠিন অংশের নাম

* "The so called Ether is a composite body . . . Ether is a structure of vortices in a fluid called Etheron."—Dr. R. A. Fessenden.

† "তত্র যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্ দ্রবং তা আপঃ যদুষ্ণং (preponderating heat-vibration) তৎ তেজঃ যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ যচ্ছুষিরং তদাকাশম্"—গর্ভোপনিষদ্।

ক্ষিতি, তরল অংশের নাম অপ্ ও বাষ্পীয় অংশের নাম তেজ। অতএব এই ক্ষিত্যপ্তেজোময় মাংস, অস্থি, রক্ত, মজ্জা-সমন্বিত আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে মানব-দেহ, তাহারই নাম ভাণ্ড-দেহ।

স্থূলদেহের সূক্ষ্মতর অংশ, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বোক্ত চারি-প্রকার ইথরীয় অণুদ্বারা গঠিত, তাহাকে আমরা পিণ্ড-দেহ বলিব। ইহাতে পার্থিব মরুৎ, পার্থিব ব্যোম, পার্থিব অনুপাদক ও পার্থিব আদি-ভূত আছে। আমরা এ বিষয় পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আরও বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহার আকার ভাণ্ড-দেহেরই অনুরূপ। পিণ্ডদেহই আমাদিগের প্রাণের বাহন। প্রাণশক্তি ইহারই সাহায্যে ভাণ্ড-দেহকে জীবিত রাখিয়াছে। ইথর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্থূল পদার্থের প্রত্যেক কণা ইথর-সাগরে ভাসমান। প্রত্যেক অণু ইথরের আবরণে আবরিত, প্রত্যেক অণুদ্বয়ের মধ্যে ইথরের ব্যবধান বিদ্যমান। এইরূপ ভাবে আছে বলিয়াই প্রাণ-শক্তি ভাণ্ড-দেহে কার্য্য করিতেছে। ইথর-গঠিত দেহকে,—পিণ্ড-দেহকে ভাণ্ড-দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে আর প্রাণশক্তি, ভাণ্ডদেহের উপর কোনও কার্য্য করিতে পারে না। তখন ভাণ্ড-দেহের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি।

বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি এই পিণ্ড-দেহকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছেন। আচার্য্য এলমার্ গেট্‌স্ (Prof. Elmer Gates) একপ্রকার আলোক-রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পিণ্ড-দেহ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। যে সমস্ত প্রাণীর চক্ষু অন্ধকারে দীপ্তি পায় (fluoresent), তাহাদিগের চক্ষুর সারভূত অংশ হইতে রোডপ্‌সিন্ (Rhodopsin) নামক পদার্থ সংগৃহীত করিয়া, উহা একটি পটে (screen) লেপন করা হয়; রোডপ্‌সিন লাগাইবার অভিপ্রায় এই যে, সামান্য আলোক-রশ্মি পতিত হইলেই তাহা দীপ্তি পাইতে থাকে। এই পটের নিকট উভয়দিকে বদ্ধ কাচের নলের মধ্যে একটি জীবিত মূষিককে নবাবিষ্কৃত রশ্মির পথে রাখা হয়।* যতক্ষণ ইহা জীবিত থাকে, ততক্ষণ রোড-পসিন্ (Rhodopsin) পটে তাহার ছায়া পড়ে। কিন্তু মূষিকটি মরিলে আর তাহার ছায়া পড়ে না, তখন মূষিকটি স্বচ্ছ বলিয়া মনে হয়। আরও মৃত্যুর পরক্ষণেই মূষিকের মত একটি পদার্থ বদ্ধ কাচ-নলের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধমুখে উঠিতেছে; পটের উপর তাহার ছায়া সুস্পষ্ট দেখা যায় * ইহাতে কি প্রমাণিত হইল? মূষিকের স্থূল আকৃতির মত তাহার একটি সূক্ষ্মদেহ আছে এবং ইহাতেই তাহার

* T. P's Weekly for 2nd December 1904—quore in the Theosophical Review, for march 1905 page 72

প্রাণশক্তি আবদ্ধ। মৃত্যু আর কিছুই নহে—এই সূক্ষ্ম দেহ হইতে তাহার ভাণ্ডদেহের বিচ্ছেদ। ইহাই আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত পিণ্ড-দেহ বা ছায়া-শরীর। ইহাই প্রাণের বাহন।

এইবার আমরা ভাণ্ড-দেহটি একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। তবে, পাঠকপাঠিকাদিগের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আমার উদ্দেশ্য না ভুলিয়া যান। আমি স্বপ্ন-তত্ত্ব লিখিতে বসিয়াছি, শরীর-তত্ত্ব লিখিবার আমার উদ্দেশ্য নাই। তাই শরীরের যে অংশ ও ক্রিয়া জানিলে স্বপ্ন-তত্ত্ব অনায়াসবোধ্য হইবে, আমি কেবল তাহারই একটু বিশদ আলোচনা করিব। তাহাতে শরীরসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় না বলায় যে অসম্পূর্ণতা-দোষ ঘটিবে, তাহার জন্য আমি সবিনয়ে আপনাদিগের নিকট আমার ত্রুটী-মার্জ্জনা চাহিতেছি।

আমাদিগের ভাণ্ড-দেহ অসংখ্য জীবাণুর আবাস-ভূমি। এই জীবাণু-দেহগুলির নাম cell বা জীবাণুকোষ। আমি যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের কথা বলিয়াছি, তাহাদিগের দ্বারাই, অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের দ্বারাই এই অসংখ্য জীবাণু-কোষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের সমষ্টিই আমাদিগের ভাণ্ড-দেহ। তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সজীব, অথচ কি এক আশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা তাহারা

সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের সাহায্যে সমষ্টিভাবে মানবরূপ এক মহত্তর জীবের দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক কোষ আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি; প্রত্যেক অণু আবার ক্ষুদ্রতর অণুর সংযোগে সৃষ্ট। ক্ষুদ্রতর অণুগুলির জীবনসমষ্টিই বৃহত্তর অণুর জীবন; বৃহত্তর অণুগুলির জীবন-সমষ্টিই কোষাণুর জীবন।

আমাদিগের দেহস্থিত কোষাণুগুলি আমাদিগের দেহ-যন্ত্রকে চালাইতেছে; অতএব তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হইতেছে। তাই, আমাদিগের আহারের প্রয়োজন। ইহাতে নষ্ট অণুর অভাব মোচন হয়। যাহা যায়, তাহার পরিবর্ত্তে আবার নূতন কোষাণুর সৃষ্টি হয়। এইরূপে অহরহঃ আমাদিগের দেহের সহিত বহির্জগতের আদান প্রদান চলিতেছে।

"কার্য্যের সহিত ক্ষয়ের নিত্যসম্বন্ধ"—ইহা যেমন একটি প্রকৃতির নিয়ম, সেইরূপ প্রকৃতির আর একটি নিয়ম,—'ভূতের স্মৃতি-সংরক্ষণ'। মনে করুন, একখণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত, নদীগর্ভে নিমজ্জিত ও লৌহদণ্ডদ্বারা তাড়িত করা হইল। এই যে তাহার উপর এতগুলি ক্রিয়া হইল, তাহাদিগের একটিরও নাশ হয় না; সমস্তগুলিই প্রস্তর অণুতে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা ভূতের স্মৃতি-সংরক্ষণ নামে অভিহিত করিতেছি। যেমন শ্রুত-শব্দ-

লেখক-যন্ত্র-(Phonograph) সাহায্যে অঙ্কিত অতীত শব্দ পুনরুদ্গারিত হয়, সেইরূপ একখণ্ড প্রস্তর যে যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহা, তাহার গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া বলিতে পারা যায়। যিনি এই গুপ্ত চিত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোন্ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমনের সময় গিরিমুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া নদীস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পর কোন্ তটদেশে তাহা রক্ষিত হয়, আবার কোন্ দস্যু তাহা কুড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা কোন্ কামিনীর প্রাণ বধ করে ও তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করে,—এই সমস্ত চিত্রই ইহাতে অঙ্কিত দেখিতে পান। এই যে গুপ্তচিত্র পাঠ করিবার শক্তি, ইহাকেই যথার্থ Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-শক্তি) বলে। ইহা যোগ-দর্শনের সবিতর্ক-সমাধির অন্তর্গত। এই শক্তির সাহায্যে জগতের অতীত ইতিহাসের উদ্ধার হয়। এই সব কথা এখন থাক্। আমরা এই মাত্র বুঝিলাম যে, ভূতের অর্জ্জিত স্মৃতি নষ্ট হয় না।

তাহা হইলে, বহিস্থ যে সমস্ত অণু আসিয়া আমাদিগের শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহারা তাহাদিগের সমস্ত অতীত স্মৃতি লইয়াই আসে। আবার সেইরূপ আমাদিগের দেহে থাকিয়া, অণুগুলির যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, তাহা গুহ্যভাবে সেই অণুগুলিতে নিহিত থাকে। আবার

যখন তাহারা আমাদিগের দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করে, তাহারা এই সমস্ত অঙ্কিত স্মৃতি লইয়া যায়। আমাদিগের পূর্ব্বকথিত শ্রুত-শব্দ-লেখক-যন্ত্র (Phonograph) যেইরূপ অঙ্কিত শব্দ পুনরুদ্গারিত করে, এই সমস্ত অণুগুলিও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইলে, তাহাদিগের কোনটি না কোনটি অভিজ্ঞানের পুনরভিনয় করে।

এক সর্ব্বপ্রসারী, বিশ্বব্যাপী নিয়মের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। যে নিয়মের উপর কোটি কোটি জীবের উৎপত্তি, তাহারই উপর আবার তাহাদিগের ধ্বংস নির্ভর করিতেছে। সেই নিয়মের একটি নাম অভিব্যক্তি, অথবা ঈশ্বরমুখী মহাযাত্রা। সৃষ্টির একাংশ দেখিলে যেমন মনে হয় ইহা মায়াবরোধ, তেমনি অপর দিক দিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, ইহাই মায়া বন্ধন-মোচন লীলা। এই যে কোটি কোটি প্রাণী প্রতি নিশীথে আলোক-শিখায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহা কি নিরর্থক? তাহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? আছে,—তাহাদিগের এই জীবন-যজ্ঞের পরিণামে আমাদিগের দাহ-জনিত বোধশক্তি জন্মিয়াছে। যে অণুসমষ্টিতে তাহাদিগের দেহ গঠিত ছিল, তাহাই আবার কালে আমাদিগের দেহ গঠন করিয়াছে; ইহাতেই আমাদিগের দেহ আমাদিগের

দাহ বোধ জন্মাইয়া দিতে পারিতেছে। এইরূপে আমাদিগের অপরাপর ইন্দ্রিয়বোধ আসিয়াছে।

এইবার আমরা মানবের স্নায়বীয়-বিধান (Nervous system) আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা জানেন যে, স্নায়বীয় বিধান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—মাস্তিষ্ক্য-কশেরুকা-মাজ্জেয় স্নায়ু-বিধান (Cerebro-spinal nervous system) এবং সমবেদক স্নায়ুবিধান (Sympathetic nervous system)। প্রথমোক্ত স্নায়ুবিধানের উপর আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে; দ্বিতীয় স্নায়ুবিধান দেহ-যন্ত্রটির রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক, কশেরুকা-মজ্জা (Spinal chord) এবং উহাদিগের স্নায়ুসকল দ্বারা মাস্তিষ্ক্য-কশেরুকা-মাজ্জেয় স্নায়ুবিধান নির্ম্মিত। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা-মজ্জাকে স্নায়ুমূল বলে; কারণ স্নায়ুসকল এই দুইটি হইতে উৎপন্ন। করোটীর অস্থিময় প্রাচীর দ্বারা মস্তিষ্ক পরিবেষ্টিত, এবং কশেরুকা-মজ্জা পৃষ্ঠবংশের প্রণালী মধ্যে অবস্থিত থাকে। এই উভয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুবিধান ফোর‍্যামেন ম্যাগ্নাম্ নামক বৃহৎ রন্ধ্রমধ্যদিয়া পরস্পর সংযুক্ত থাকে।

এই স্নায়বিক অক্ষরেখা (Central axis of nervous matter) হইতে অনেক স্নায়ুসূত্র জালের মত দেহের

সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত আছে। এই সূত্রগুলি মস্তিষ্কে বহিস্থ যাবতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞান আনয়ন করে। তাহা হইতেই আমাদিগের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয়। মনে করুন, আমরা কোনও উষ্ণ পদার্থে হস্ত দিলাম, তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এই পদার্থের উষ্ণতা অনুভূত হইল। কে এই অনুভূতি করাইয়া দিল? ইহা কি হস্ত? না, উহা হস্ত নহে। এই পদার্থের উষ্ণতাকারক স্পন্দন আমাদিগের হস্তের স্নায়বিক সূত্রসমষ্টির উপর আঘাত করায়, এই সূত্র গুলিও স্পন্দিত হইতে থাকে; পরে সেই তরঙ্গ-সমূহ এই সূত্র-সাহায্যে মস্তিষ্কে আসে; তাহা হইতেই আমাদিগের উষ্ণতা-নুভূতি হয়। বৈদ্যুতিক তারের এক স্থানে বৈদ্যুতিক উপায়ে তরঙ্গ তুলিলে, যেইরূপে সেই বার্ত্তা দূরস্থ স্থানে নীত হয়, স্নায়বিক সূত্রগুলিও তাহাই করিয়া থাকে।

এই সকল স্নায়বিক সূত্র-পুঞ্জের কোনও আকারগত বা উপকরণগত পার্থক্য নাই,—তাহারা সকলেই সমান! তবে এক একটি সমষ্টি এক এক ভাবে বহির্বিষয়ের উপলব্ধি জন্মাইয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি মাস্তিষ্ক্য স্নায়ুর কার্য্য দেখি, তাহা হইলে, আমাদিগের এই উক্তির যাথার্থ উপলব্ধ হইবে। মাস্তিষ্ক স্নায়ু সকল সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ কয়েকটি গহ্বরমধ্যে মাস্তিষ্ক্য বা স্নায়ুবিধানের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন। বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় স্নায়ু সকল

মাস্তিষ্ক্য স্নায়ুর অন্তর্গত। তাহাদিগের নাম,—ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় (Olfactory), চাক্ষুষ (Optic) এবং শ্রবণ-সম্বন্ধীয় (Auditory) স্নায়ু। যে স্নায়বিক সূত্র-সমষ্টির সাহায্যে রেটিনা পর্দ্দায় প্রতিঘাত আলোক-তরঙ্গ, মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে আমরা চাক্ষুষ স্নায়ু বলিলাম। এই সূত্র-সমষ্টি কেবল আলোক-তরঙ্গের কার্য্য করিতেই অভ্যস্ত। ইহাদিগের দ্বারা অপর কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সংসাধিত হয় না। সেইরূপ শ্রবণসম্বন্ধীয় স্নায়ু (Auditory nerve), ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় স্নায়ু (Olfactory nerve), ইহারা সকলেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়। তাহাদিগের এই গুণবৈষম্য চিরাগত অভ্যাস হইতে জন্মে। ইংরাজিতে ইহাকে টেম্পার (Temper) বলে। একই ধাতু-নির্ম্মিত বিবিধ সূত্র, গুণে ও আকৃতিতে এক প্রকার হইলেও বিবিধ শক্তি প্রকাশের সহায়তা করিতে অভ্যস্ত হইলে, তাহারা প্রত্যেকে, দীর্ঘাভ্যস্ত সেই সেই নির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রকাশ করিতে যেরূপ সহজে সমর্থ হয়, অপরটি সেইরূপ হয় না। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য কথা। সকলেই জানেন, একখণ্ড লৌহের সহিত চুম্বক ঘর্ষণ করিলে লৌহও চুম্বকের মত কার্য্য করে; আবার সময়ে লোহের সেই চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়। যে লৌহ-খণ্ডে এইরূপে বার বার চৌম্বক শক্তি আরোপিত হয়,

বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, সেই লৌহখণ্ড অতি সহজে চৌম্বক শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অপর একটি নূতন লৌহখণ্ড সেইরূপ পারে না। যে তাম্রসূত্রের সাহায্যে প্রায় বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহণে অপর সূত্রের অপেক্ষা অল্প বাধা দেয়,—একথাও বৈজ্ঞানিকেরা অবগত আছেন। খ্যাতনামা বাদ্য-কর তাহার জীর্ণবীণা হস্তান্তরিত করিয়া যে নূতন বীণা গ্রহণ করেন না, ইহার মূলেও এই সত্য নিহিত আছে। তাঁহার নিজের বীণাটি তাঁহার হস্তে যেমন স্বর দেয়, তাহার দ্বারা তিনি যে মূর্চ্ছনা বাহির করেন, অপর একটি নূতন বীণা সেইরূপ পারে না, তাঁহার এই ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। এই বীণাটি তাঁহার হস্তে যেন সঞ্জীবিত হইয়াছে। ইহার মূলেও সেই অভ্যাস।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সাধন করাইতে কিরূপে ভূত অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারা ধাতুর দেহ, উদ্ভিদের দেহ, পশুর দেহ ইত্যাদি এক একটি দেহের উপাদানভূত হওয়ায়, তাহাদিগের ভিতরে যে চৈতন্য-ক্রিয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারাই সেই সেই চৈতন্য-ক্রিয়ার কার্য্যে তাহারা সাড়া-দিতে শিখিয়াছে। অনাদিকাল হইতে যে অসংখ্য জীব, ভূতের এক একটি শক্তি বিকাশ করিয়া, স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিণামেই মানব-দেহ।

মানব-শরীর এই অনন্ত জীব-যজ্ঞের ফল। আমরা যে পূর্ব্বে অগ্নিতে নিশাযোগে অসংখ্য কীটের মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছি, ইহা তাহার একটি উদাহরণ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমরা যে দেহ লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য অসংখ্য প্রাণীর নিকট আমরা কিরূপে ঋণী। তাহাকে আর্য্যশাস্ত্র ভূত-ঋণ বা জীব-ঋণ বলিয়াছেন এবং সেই সমস্ত জীবের জন্য নিত্য তর্পণ করিয়া আমাদিগের ঋণ-মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সমস্ত ভূত দিয়াই আমাদিগের কোষাণুর সৃষ্টি এবং কোষাণু-সমষ্টিতেই আমাদিগের স্নায়বিক সূত্রগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। কোষাণু-প্রাণ কোষাণু-দেহের ভূতের শক্তিগুলিকে একত্র করে এবং মানব-প্রাণ-সূত্র,—অক্ষ যেইরূপ সংযোজিত হয়, সেইরূপ—কোষাণুগুলির শক্তিকে একত্র করে। তাই মানব স্নায়বিক সূত্রের দ্বারা দেখিতে পায়, শুনিতে পারে, স্পর্শ অনুভব করিতে পারে।

এইখানে বিজ্ঞানবিদের সহিত শাস্ত্রকারের মত-বিভিন্নতা। বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবের দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার সমস্তই মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-সূত্রের কার্য্য। শাস্ত্রকার বলেন, সেই সমস্ত আত্মার চৈতন্য-শক্তি। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, "যিনি এই দেহে দ্রষ্টা, তিনিই আত্মা, চক্ষু দর্শনের সাধন; যিনি এই দেহে ঘ্রাতা, তিনিই আত্মা, ঘ্রাণ গন্ধগ্রহণের সাধন, যিনি এই দেহের শ্রোতা, তিনিই আত্মা, শ্রবণ

শ্রবণের সাধন।" * চক্ষু বা চাক্ষুব স্নায়ু ইত্যাদি, ইহা সাধন বা উপাদান কারণ মাত্র।

এইবার আমরা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্য্যের কিরূপে বিকৃতি হয়, তাহার আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই মস্তিষ্ক, স্নায়ুর কেন্দ্রস্থল। ইহা সামান্য কারণে বিচলিত হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে প্রবাহিত রুধিরের তারতম্য অনুসারে ইহার কার্য্যের পরিবর্ত্তন হয়। মস্তকের রুধির-ভাণ্ডে রুধির-প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, মস্তিষ্ক, অতএব স্নায়ু-মণ্ডলিও স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করে। প্রবাহের গতির পরিবর্ত্তন, রুধিরের হ্রাসবৃদ্ধি বা তাহার অবস্থার তারতম্য হইলে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির ক্রিয়াও অস্বাভাবিক হয়।

যদি মস্তকে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, রুধিরভাণ্ড বিস্ফারিত হয়, এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের কার্য্যও বিকৃত হয়; সেইরূপ অল্প পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইলে মস্তিষ্কে প্রথমতঃ অবসাদ লক্ষিত হয়, পরে আবার তাহা উত্তেজিত হয়। আবার প্রবাহিত রুধিরের প্রকৃতির উপর মস্তিষ্কের কার্য্য নির্ভর করে। রুধির-প্রবাহের দুইটি বিশেষ কার্য্য আছে,—ইহা অম্লজন দান করে এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি সাধন করে। এই

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮ম অধ্যায়, ১২শ খণ্ড, ৪ শ্লোক।

দুইটি কার্য্যের কোনও একটির সাধনে যদি ইহার অণুমাত্র ত্রুটি হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটি গোলযোগ বাধিয়া যায়। যদি রুধিরে অম্লজনের (Oxygen) অংশ অল্প থাকে, তাহা হইলে, ইহাতে অতিশয়িত ভাবে অম্লাঙ্গার (Carbon dioxide) মিশ্রিত হওয়ায় মস্তিষ্কের কার্য্যও বিকৃত হয় এবং শীঘ্রই জড়তা আসিয়া পড়ে। আবদ্ধ গৃহে বহুলোক অবস্থান করিলে যে নিদ্রাবেশ ও জড়তা আসিয়া থাকে, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

আবার রুধির-প্রবাহের গতির হ্রাসবৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্কের কার্য্যের অনেক সম্বন্ধ আছে। প্রবাহ-গতির বৃদ্ধি হইলে, দৈহিক উত্তাপ-বৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়। সেইরূপ প্রবাহ-গতির হ্রাস হইলে, অবসাদ আসিয়া পড়ে। অতএব আমরা দেখিলাম,—যে মস্তিষ্কের সাহায্যে মানবের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহা কত অল্প কারণে বিচলিত হয়। জাগ্রৎকালেই যখন অনেক সময় আমরা এই সামান্য কারণ উপলব্ধি করিতে পারি না, নিদ্রার সময় আমরা সে বিষয়ে যে কতটা অন্ধ থাকি, তাহা ভাবিলেই বুঝা যায়।

আমরা আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া এই ভাণ্ড-দেহ-সম্বন্ধীয় বিচার শেষ করিব। তাহা এই,—দেহ যদি কোনও কারণে একরূপে পরিস্পন্দিত হইতে অভ্যস্ত হয়,—তাহা হইলে, সেই উত্তেজক কারণ অন্তর্হিত হইলেও,

তাহার সেইরূপে স্পন্দন করিবার প্রবণতা থাকে। এই মহানীতির জন্যই এমন অনেক অভ্যাস মস্তিষ্কের যেন প্রকৃতিগত হইয়া যায়, এবং তাহা আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও অনেক সময়ে ব্যাহত করিতে পারি না। আমরা পরে দেখাইব, নিদ্রাকালে ইহার শক্তি কিরূপ প্রবল; কারণ তখন মানবের ইচ্ছাশক্তি তাহার স্থূলদেহের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করে না।

২। পিণ্ড-দেহ।

আমরা পূর্ব্বেই এই দেহের উল্লেখ করিয়াছি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহা প্রাণের বাহন,—এই দেহেরই সাহায্যে প্রাণশক্তি ভাণ্ডদেহকে জীবিত রাখিয়াছে। এই বিষয়টি আমরা এইবারে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব। সাধনবলে মানব সূক্ষ্মদর্শন লাভ করিয়া, প্রাণশক্তির কার্য্য যেরূপভাবে দেখিয়াছেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

আমাদিগের প্রত্যেক দেহেই গুটিকতক শক্তিকেন্দ্র আছে। দেখিতে ঘূর্ণায়মান চক্রের মত বলিয়া, তাহাদিগকে চক্র বলা হয়। এই চক্রগুলির সাহায্যেই কোন শক্তি-প্রবাহ মানবের এক দেহ হইতে তাহার দেহান্তরে গমনা-

গমন করিয়া থাকে। পিণ্ডদেহে সেইগুলি অতি সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। নদীর জলাবর্ত্তের যেরূপ আকার, ইহারাও দেখিতে কতকটা সেইরূপ,—মধ্যদেশ গহ্বরাকৃতি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে চারিধার স্ফীত হইতে হইতে, একখানি শরাবের (শরার) আকার ধারণ করে। জলাবর্ত্তেরই মত ইহারা ঘূর্ণায়মান শক্তি-চক্রসমষ্টি। ভাণ্ড-দেহে আমাদিগের যে সমস্ত যন্ত্র আছে ইহাদিগের সাধারণতঃ তদনুযায়ী স্থাননির্দ্দেশ হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ সেই স্থান-নির্দ্দেশ ঠিক নয়। পিণ্ড-দেহের এই চক্রগুলি দেহের অভ্যন্তরে নিবিষ্ট নহে; তাহারা পিণ্ডদেহের বহির্ভাগে সন্নিবেশিত। আবার পিণ্ডদেহ আকৃতিতে ভাণ্ডদেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইলেও, এই দুটি দেহের আয়তন সমান নয়,—পিণ্ড-দেহ ভাণ্ডদেহ অপেক্ষা একচতুর্থাংশ ইঞ্চি বৃহৎ। মূলাধার হইতে যে ক্রমান্বয়ে সপ্ত চক্র আছে, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ আমাদিগের এখানে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, তাহার উল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। তবে যেখানে আমাদিগের প্লীহা-যন্ত্রটি আছে, তাহার সন্নিকটে এইরূপ একটি শক্তিকেন্দ্র আছে, যেটিকে প্রাণগতি-নিয়ামক যন্ত্র বলা যাইতে পারে। তাহা দেখিতে তড়িদ্বৎ সমুজ্জ্বল ষড়্দলযুক্ত পদ্মের মত।

চক্র।

প্রাণশক্তি হিন্দুদিগের সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পুরুষ হইতে

আসিয়াছে। ইহা বিষ্ণুশক্তি। একপ্রকারের অতি সূক্ষ্ম অণু আছে, উহারা বিষ্ণুর ইচ্ছাতেই সৃষ্ট। ইহারাই এই প্রাণশক্তির বাহক। আমরা এই অণুগুলিকে প্রাণ-অণু বলিব। এই গুলি সাধারণ অণু হইতে বিভিন্ন। সাধারণ অণু তৃতীয় পুরুষের বা ব্রহ্মার ইচ্ছায় সৃষ্ট। দেখিতেও

প্রাণ-শক্তি ও প্রাণ-অণু।

তাহারা প্রাণ-অণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাণ-অণু অতিশয় উজ্জ্বল ও কার্য্যশীল। তাহাদিগকে জড়ত্ব গুণযুক্ত প্রকৃতি বলিয়া মনে হয় না; তাহাদিগকে দেখিলে, তাহারা শক্তিকেন্দ্র বলিয়া অনুমিত হয়। সূর্য্যালোকের সহিত এই প্রাণ-অণুগুলির উজ্জ্বলতা ও জীবনীশক্তির কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেই জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে সূর্য্যালোকের উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। দীপ্ত সমুজ্জ্বল রবিকরে যখন ধরণী স্নাত হইতে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রাণ-অণুগুলিও তাহাতে অবগাহিত হইয়া একপ্রকার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে; তখন মনে হয় যেন বর্দ্ধিত জীবনী-শক্তিতে তাহারা উৎফুল্ল হইয়াছে। আবার মেঘাবৃত দিবসে তাহাদিগের জীবনীশক্তির বেশ হ্রস্বতা লক্ষিত হয়। নিশাকালে মনে হয় যেন তাহাদিগের সেই শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। দিবসে যে

প্রাণ-সঞ্চার হয় তাহাই রজনীতে কার্য্য করিতে থাকে। এই প্রাণ-অণুগুলির একটি বিশেষত্ব আছে,—একবার তাহাতে প্রাণ সঞ্চিত ও সম্ভূত হইলে, তাহা যতক্ষণ না কোনও জীবিত প্রাণীর দ্বারা শোষিত ও আত্মসাৎ-কৃত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিগত প্রাণ-শক্তির নাশ বা অপচয় হয় না ; সেই শক্তি তাহাদিগের অন্তর্নিহিত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডদেহস্থ প্লীহা-সন্নিহিত প্রাণ-গতি-নিয়ামক যন্ত্রের সাহায্যে মানব শূন্য হইতে প্রাণ-অণু আহরণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রাণগতি-নিয়ামক যন্ত্রটি দেখিতে একটি ষড়্‌দলযুক্ত পদ্মের মত। এই পদ্মাকৃতি কেন্দ্রস্থল হইতে ষড়্‌ধারায় চারিদিকে তরঙ্গগতিতে শক্তি নির্গত হয়। মনে করুন, একটি চক্রের নাভি হইতে লোম পর্য্যন্ত ছয়টি দণ্ড আছে। এই ছয়টি অরকে পর্য্যায়ক্রমে বেষ্টন করিয়া আর এক-

ষড়্‌দল পদ্ম ও প্রাণশক্তির ক্রিয়া।

প্রকার শক্তিপ্রবাহ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। যেমন "চেঙ্গারি" বয়ন হয়, ঠিক সেইরূপ। এই ঘূর্ণায়মান শক্তি পর্য্যায়ক্রমে কোনটির উর্দ্ধদেশ এবং কোনটির অধোদেশ দিয়া যায়। ইহাতেই ইহা ষড়্‌দল পদ্মের আকার ধারণ করে। যখন পূর্ব্বকথিত প্রাণ-অণু বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহারা অতি জ্যোতির্ম্ময় হইলেও, তাহাদিগের কোনও

নির্দ্দিষ্ট বর্ণ থাকে না; তখন তাহারা সূর্য্যালোকের মত সমস্ত বর্ণের সমাহার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহার পর যখন এই বর্ণহীন অণুগুলি এই প্লীহা-সন্নিহিত শক্তি-আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে আকৃষ্ট হয়, তখন এই শ্বেতবর্ণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত হয়। বিশ্লিষ্ট সূর্য্য-রশ্মির মত তাহা ধূমল নীল, হরিৎ, পীত, কমলানেবুর রং, গাঢ় রক্তবর্ণ ও গোলাপ পুষ্পের বর্ণে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকথিত চক্রের ছয়টি অর-সাহায্যে এক একটি বর্ণ প্রবাহিত হইয়া, দেহের নানাস্থানে যায় এবং গোলাপ বর্ণ সেই চক্রের কেন্দ্র দিয়া নির্গত হয়। এইরূপে প্রাণ সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেও, দেহে তাহা পঞ্চধারায় প্রবাহিত হয়;—ধূমল ও নীল এবং গাঢ় রক্তবর্ণ ও কমলানেবুর বর্ণ বহির্গমনের কালে একত্র সংমিশ্রিত হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত।

"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথাহহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি।"—প্রশ্নোপনিষৎ—২-৩

(তখন মুখ্যপ্রাণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ, তোমরা "আমরা ধারক ও প্রকাশক" বলিয়া যে অভিমান করিতেছ, তাহা তোমাদিগের অভিমানমাত্র; অতএব উহা পরিত্যাগ কর; কারণ, আমিই এই শরীরে আপনাকে

প্রাণাদিরূপে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে আশ্রয় করিয়া ধারক ও প্রকাশক হইয়া আছি)।

সংযুক্ত বেগুনি ও নীল-প্রবাহ উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইয়া কণ্ঠপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়,—ঈষৎ নীল এবং সংযুক্ত গাঢ় নীল ও বেগুনি। প্রথমাংশ তত্রস্থ শক্তিচক্রকে সঞ্জীবিত করে এবং শেষাংশ মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত হয়,—গাঢ় নীলাংশ মস্তিষ্কের নিম্ন ও মধ্য প্রদেশে প্রবাহিত হয় এবং বেগুনি অংশটুকু মস্তিষ্কের উপরিভাগে প্রধাবিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে যে শক্তিচক্র আছে, তাহাকে, বিশেষতঃ তাহার বহিস্থ ৯৬০ দল মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

প্রাণ প্রবাহ।

পীতপ্রবাহ প্রথমে হৃদয়কেন্দ্রে উপস্থিত হয়, তাহার পর তাহাও মস্তিষ্ক-প্রদেশে প্রধাবিত হয়। হরিৎপ্রবাহ কুক্ষিদেশে প্রধাবিত হয় এবং তত্রস্থ শক্তিকেন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়া, মানবের যকৃৎ, মূত্রাশয়, অন্ত্র ও পাকস্থলীর কার্য্য করায়। সংযুক্ত কমলানেবু ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট প্রবাহ প্রথমে মেরুদণ্ডের পাদদেশে প্রধাবিত হয় এবং তাহার পর তাহা জননেন্দ্রিয়ের নিকটস্থ শক্তিকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে আসিয়া তাহা ত্রিধারায় বিভক্ত হয়,—কমলানেবুর বর্ণ, বেগুনি বর্ণ (purple) এবং গাঢ় রক্তবর্ণ। সাধারণ মানবে এই প্রাণপ্রবাহ কাম বৃদ্ধি করে ও

দেহের উত্তাপ রক্ষা করে। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় সাধক, কিছুকাল সাধনা করিয়া এই প্রবাহের ঊর্দ্ধগতি করাইয়া, ইহাকে মস্তিষ্কে আনয়ন করিতে পারেন। তখন ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। কমলানেবুর বর্ণ পবিত্র সুন্দর পীতবর্ণে পরিণত হয়; তাহার ফলে সাধকের ধীশক্তি বর্দ্ধিত হয়। গাঢ় রক্তবর্ণ (dark red) সুন্দর অলক্তকবর্ণে (crimson) পরিণত হয়; তাহাতে নিঃস্বার্থ প্রেম বর্দ্ধিত হয় এবং গাঢ় বেগুনি সুন্দর অগভীর নীল-লোহিত বর্ণে পরিণত হয়; তদ্দ্বারা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সাধক যদি কুণ্ডলিনীকে জাগায়, তাহা হইলে, তাহাতে তাঁহার কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

এইবার আমরা পঞ্চম প্রবাহের কথা বলিব। প্রাণপ্রবাহ-নিয়ামক যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল দিয়া এই গোলাপবর্ণ নাড়ী-সাহায্যে দেহের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাকেই প্রাণ বলা হয়। ইহাই একজন মানব অপর রুগ্ণদেহে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রবাহের হ্রাস হইলেই মানব অধীর হয়।

প্রাণের এই নানা প্রবাহ দেহের যে যে অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার সম্যক্ কার্য্যকারিতা তৎসম্বন্ধীয় প্রবাহের উপর নির্ভর করে। যাঁহার পিণ্ড-দেহ দেখিবার শক্তি আছে, তিনি কোনও লোককে দেখিয়াই বলিতে পারেন,

তাহার অসুস্থতার কারণ কি ? কাহারও পাকযন্ত্রের ক্রিয়ায় দোষ থাকিলে, সেই মানবের হরিৎ-প্রাণ-প্রবাহ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় ; সেই প্রবাহ মন্থরগতিযুক্ত বা অল্প হয়। যখন পীতপ্রবাহ প্রখর থাকে, তখন তাহার দ্বারা অনুমিত হইবে যে, তাহার হৃদয়যন্ত্রের কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে।

এই সমস্ত প্রবাহ স্ব স্ব স্থানে কার্য্য করিবার পর সেই সমস্ত প্রাণাধিষ্ঠিত অণুগুলির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। গোলাপবর্ণ প্রাণাধিষ্ঠিত অণুগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে নীল ও শ্বেতে পরিণত হয়। তখন তাহারা দেহের নানাস্থান দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। এই রূপে মানবদেহকে নীলাভ শ্বেত ওজঃ বেষ্টন করিয়া থাকে। উহাকেই স্বাস্থ্য-ওজঃ (Health aura) বলা হয়। দেহ হইতে যখন তাহা বহির্গমন করে, তখন তাহার প্রায় গোলাপী আভা থাকে না।

পিণ্ড-দেহে প্রাণ-বায়ুর যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া, আমাদিগের ভাণ্ডদেহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। স্নায়ু-পথ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া, স্নায়ুগুলির অপর নাম বায়ু-প্রবাহিণী নাড়ী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিণ্ড-দেহের প্রতিকৃতিতে ভাণ্ডদেহ গঠিত। পিণ্ড-দেহের প্রতি অবয়ব স্থূলতর-

ভাবে ভাণ্ডদেহে বর্ত্তমান আছে। অতএব মানব-দেহে যে রুধিরপ্রবাহ প্রবহমাণ, তাহা পিণ্ড-দেহের গোলাপাভ প্রবাহের সাহায্যে, এবং তাহারই স্থূলতর অনুকরণ মাত্র। রুধির-ধারাকে প্রাণ-ধারার একপ্রকার "স্থূল-ছায়া" বলিলেও চলে। আবার ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ড-দেহ উভয়ে বড় চমৎকার সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। তাহারা যেন প্রকৃত যমজ ভ্রাতৃদ্বয়। একের স্বাস্থ্যের উপর অন্যের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মরণের পর ভাণ্ড-দেহের নিকট পিণ্ডদেহ অবস্থান করে এবং উভয়ে একইভাবে বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর শবদেহের দাহ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডদেহও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার তৎপরি-বর্ত্তে যদ্যপি ভাণ্ড-দেহকে কবরে প্রোথিত করা হয়, তাহা হইলে, স্থূলদেহ যেমন অল্পে অল্পে গলিতে ও পচিতে থাকে, পিণ্ডদেহও তেমনি ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। জীবদ্দশায়ও ঠিক তাহাই হয়। ভাণ্ড-দেহের যেইরূপ অবস্থা, পিণ্ড-দেহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। ভাণ্ডদেহের একটি হস্ত বিনষ্ট হইলে, পিণ্ড-দেহের হস্তও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। তবে জীবদ্দশায় এইমাত্র পার্থক্য যে, পিণ্ডদেহের অঙ্গ ভাণ্ডদেহের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয় না; তাহা নষ্ট হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। ইহা জানা নাই বলিয়া, প্রতীচ্য শারীর-বিজ্ঞান

পিণ্ড ও ভাণ্ড দেহের পরস্পর সম্বন্ধ।

একটি রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই; আমরা এইখানে তাহারই আলোচনা করিব।

শারীর-বিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, মানবের প্লীহাযন্ত্রটি কোন একটা বিশেষ কার্য্য করে না এবং তাহাকে বাহির করিয়া লইলে, মানব-জীবনের কোন বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। উহার যাহা কার্য্য, শ্লৈষ্মিক গুটিকার (Lymphatic glands) কার্য্যও তাহাই। তাহা রুধিরে বর্ণহীন অণুকোষ (Colourless corpuscles) সৃষ্টি করা। ইহাকে বাহির করিয়া লইলে, সঙ্গে সঙ্গেই শ্লৈষ্মিক গুটিকার বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাতেই ইহার অভাব-মোচন হয়। * ইহার আরও দুই একটি সামান্য সামান্য কার্য্য আছে;—যথা, রুধিরের যে রক্তবর্ণ অণু-কোষ গুলি কার্য্য শেষ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি। সে সমস্ত কার্য্যও অপর যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার কোনও বিশেষ কার্য্য নাই। অতএব বৈজ্ঞানিকের নেত্রে ইহা থাকা অনাবশ্যক।

প্লীহা-যন্ত্র ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান।

যাহা অনাবশ্যক, তাহার সৃষ্টি ও পোষণে প্রকৃতির

* The spleen, like the Lymphatic glands is engaged in the formation of colourless blood corpuscles ....Removal of the spleen is not fatal; but after its removal there is an overgrowth of the lymphatic glands to make up for its absence......Langley.

শক্তির বৃথা অপচয় হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী,—যাঁহারা প্রাণের ক্রিয়া দেখিতে পান, তাঁহারা জানেন, এই প্লীহাযন্ত্রটি কি করিয়া উদ্ভূত হয় এবং তাহার কার্য্যকারিতাই বা কি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিণ্ডদেহের অনুরূপেই ভাণ্ডদেহ গঠিত। অতএব, যেমন পিণ্ডদেহে প্লীহা আছে, ভাণ্ড-দেহেও তাহা আছে। পিণ্ডদেহস্থিত প্লীহাগত চক্রটির উপর আমাদিগের স্থূলদেহের প্রাণক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। অতএব পিণ্ড-দেহের প্লীহাযন্ত্রটি আমাদিগের অতি প্রয়োজনীয় এবং কিছুতেই তাহার স্বাভাবিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ভাণ্ডদেহের কোন একটি স্থানের স্বাস্থ্যের উপর পিণ্ড-দেহের সেই স্থানের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব আমাদিগের প্লীহাযন্ত্রটি যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মস্তিষ্কের সাহায্যে মানবের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয় এবং মস্তিষ্কের সামান্য বিকারেই যে এই অনুভূতি বিকৃত হইতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। যখন ভাণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কের এই ব্যাপার, তখন পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কের ত কোন কথাই নাই। অতএব পিণ্ডদেহে বায়ু-প্রবাহিনী নাড়ী-পথে প্রবাহিত প্রাণশক্তির

গতি এবং সঞ্চারিত প্রাণ-অণুর আধিক্য বা অল্পতার উপর মানবের অনুভূতি নির্ভর করে। যাহাদিগের সূক্ষ্মদর্শনশক্তি নাই, তাহাদিগকে এই তথ্যসম্বন্ধে নিঃসংশয় করা অতীব দুরূহ। তবে যুক্তির দ্বারা

শৈত্য বা ঔষধসাহায্যে ও কৃত্রিম নিদ্রাবেশ দ্বারা সংজ্ঞা-স্তম্ভন (Mesmerism)।

কতকটা বুঝা যাইতে পারে। অঙ্গুলিকে বরফে সংবেষ্টিত করিয়া উহাকে এরূপ সংজ্ঞাহীন করা যাইতে পারে যে, উহাতে আর বোধশক্তি থাকে না। হস্তাদি সঞ্চালনদ্বারা দেহে স্বপ্নাবস্থা সঞ্চারিত (Mesmerised) হইলেও তাহাই হয়। তখন সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে বা অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিলেও তাহার আর কোনও অনুভূতি থাকে না। এই যে সংজ্ঞানাশ হয়, তাহার কারণ কি? বরফের দ্বারা যে স্তম্ভন হয়, তাহার কারণ বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, শৈত্যের দ্বারা সংজ্ঞাকারিণী স্নায়ুর সংজ্ঞা-লোপ হয়, অথবা তীব্র শৈত্যে রুধির সরিয়া যায়, তাই আর কিছু বোধ থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়ে, অর্থাৎ সম্মোহনদ্বারা কিরূপে সংজ্ঞালোপ হয়, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা শারীরতত্ত্ববিদেরা আজ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। তাঁহারা 'সম্মোহিতের' রুধিরপ্রবাহ পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু দেখিয়াছেন, সেই প্রবাহের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই; তাপমান যন্ত্রের দ্বারা তাঁহারা দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, দেহের স্বাভাবিক

উত্তাপের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার প্রকৃত তথ্যের নিরূপণ কে করিতে পারে? যিনি জানেন, তাঁহার কথা কি তোমরা বিশ্বাস করিবে? তোমরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানান্ধ! যাহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাই এই জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারেন। সাধনাবলে তাঁহারা সাধারণ মানব-নয়নের অগোচর, প্রকৃতির যে রহস্য-লীলা হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, পিণ্ড-দেহোপকরণ-ভূতসকল যদিও স্থূল চক্ষুর গোচরীভূত হয় না, তথাপি তাহারা পার্থিব ভূত। সুতরাং তাহারা তাপ-শৈত্যাদি পার্থিব শক্তির ক্রিয়ার অধীন। শৈত্য-নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত বায়ু-প্রবাহিণী-নাড়ী-পথে চালিত প্রাণ-অণু, মস্তিষ্কে আর প্রবাহিত হইতে পারে না, সুতরাং বেদনা অনুভূত হয় না।

এইবার পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় উদাহরণটির বিষয় আলোচনা করা যাউক। যখন সম্মোহক হস্ত-সঞ্চালনের দ্বারা কাহাকেও আবিষ্ট করে, (Mesmerise) তখন স্বপ্নাবিষ্টের প্রাণ-অণু তাড়িত হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে আবেশকের প্রাণ-স্রোতে আবিষ্টের সর্ব্বশরীর ভরিয়া উঠে। অতএব তাহার জীবনী শক্তির বা দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতার কিছুই হ্রাস হয় না। কিন্তু এই সঞ্চালিত প্রাণ-প্রবাহের সহিত তাহার নিজের কোনও

সম্বন্ধ না থাকায়, আবিষ্টকে সূচী-বিদ্ধাদি করিলে, সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; পর-প্রাণ-প্রচারিত কোন সুখকরী বা দুঃখকরী উত্তেজনা তাহার নিজের সংবিত্তি বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বহির্দ্দেশ হইতে তাহার কোনও কিছুর অনুভব হয় না।

আমরা দেখিলাম, বায়ু-প্রবাহিণী-নাড়ীপথে সঞ্চারিত প্রাণ-অণু-প্রবাহের উপর মানবের সংবিত্তি নির্ভর করে। প্লীহাচক্রের দ্বারা আকৃষ্ট ও সঞ্চালিত প্রাণ-অণুর হ্রাস হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রাণ-প্রবাহের গতি দ্রুততর হইলে, মানব দুর্ব্বল ও সহিষ্ণুতাহীন হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় হইলে বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; তখন অনেক অপার্থিব দ্রব্য তাহার নয়নগোচর হয়। অতএব ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহের জীবনী শক্তির প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, বাহ্যবস্তুর অনুভূতি স্বাভাবিক হয়। আমরা আরও দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহের কত নিকট সম্বন্ধ,—একের ব্যতিক্রমে অপরেরও ব্যতিক্রম হয়। আমরা পরে দেখাইব, জাগ্রদবস্থায় দেহের ব্যতিক্রমে চৈতন্যের যে ব্যতিক্রম হয়, নিদ্রাকালে তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যতিক্রম হয়। স্বপ্নের সত্যতা নির্ণয় করিতে হইলে, এই তথ্যটি মনে রাখা অতীব প্রয়োজনীয়।

[উপসংহার।]

———

তৃতীয় অধ্যায়।

—০—

প্রাণ-শক্তি।

আমরা যাহাকে প্রাণশক্তি বলিয়া আসিয়াছি, তাহা কি? উহা কি একজাতীয় স্বতন্ত্র শক্তি? বস্তুতঃ শক্তি কি নানাজাতীয়? বাহ্যদৃষ্টিতে আমাদিগের মনে হয় যেন, শক্তি নানাজাতীয়; যথা,—গতি, (Motion), তাপ, (Heat), আলোক (Light), তাড়িত (Electricity), চৌম্বক (Magnetism), রসায়ন শক্তি (Chemical force), প্রাণ-শক্তি (Vital force), এবং জীবশক্তি (Psychic force)।

প্রাণ-শক্তি সেই একই শক্তির, অর্থাৎ দৈব-প্রকৃতির নামান্তর।

প্রথম দৃষ্টিতে এই অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে প্রতীচ্য বিজ্ঞানও তাহাই বলিত। ইহারা যে সকলেই এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিজ্ঞানের পরিজ্ঞাত ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার উইলিয়ম গ্রোভ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তির প্রথম ছয়প্রকারকে পরস্পর

রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে পরিণত করা যায়। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন,—"শক্তির সমাবর্ত্তন" (Correlation of physical forces)। ইংরাজ দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় মহামান্য হারবার্ট স্পেন্সার এই তত্ত্বকে সম্প্রসারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবলই যে ঐ পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার ভৌতিক শক্তি এই সমাবর্ত্তন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নহে,—প্রাণ-শক্তি ও জীবশক্তিও এই বিধিবদ্ধ। *

সকল প্রকারের শক্তিই অন্যপ্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বস্তুতঃ শক্তির উৎপত্তি নাই, তিরোধান নাই; উপচয় নাই, অপচয় নাই; ক্রম নাই, বৃদ্ধি নাই; আছে কেবল তাহার রূপান্তর,—তাহার ভাবান্তর। যেমন সমস্ত রাগরাগিণী কেবল সা রে গা মা প্রভৃতি সপ্ত-স্বরের রূপান্তর এবং সা রে গা মা প্রভৃতি সপ্তস্বর এক স্বরেরই বিভিন্ন ভাব, ঠিক সেইরূপ বিশ্বের যাহা কিছু আমরা শক্তির খেলা দেখি, ইহা এই অষ্টশক্তিময়াত্মিকা,—আবার এই অষ্ট শক্তি এক মহাশক্তিরই রূপান্তর। আর্য্য

* The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness. Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 829.

ঋষিরা এই মহাশক্তির নাম দিয়াছেন—"পুরুষ"। আর যাহাকে আমরা জড় প্রকৃতি বলি, তাহার নাম—"প্রধান"। ইহাদিগকেই গীতায় শ্রীভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ৭—৫

(আমারই অভিন্ন অংশস্বরূপ আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষা বিশুদ্ধ; যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎ-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে; হে মহাবাহো! সেই প্রকৃতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে)।

ইহার অপর নাম দৈবী প্রকৃতি। যাহা কিছু শক্তির কার্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা ভগবানের দৈবীশক্তি। তাই গীতা বলিয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্। ১৫—১২

(আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা আমারই তেজ।)

"তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ"—৭—৯

(অগ্নিতে উত্তাপ রূপে যে শক্তি প্রকাশ পায়, সে শক্তি আমারই।)

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।" —১৫—১৩

(পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ রূপে যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা আমারই।)

"জীবনং সর্ব্বভূতেষু।"—৭-৯

(আমি সমস্ত জীবের প্রাণ-শক্তি।)

উপনিষদে কোথাও কোথাও এই শক্তির সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে,—প্রাণ; সে স্থলে রয়ি অর্থে জড় ভূত বলা হইয়া থাকে।

'স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চ'। প্রশ্ন - ১—৪

কখন এই দুইটিকে অন্ন ও অন্নাদ, * কখন মাতরিশ্বা ও অপ্ † বলা হয়। এই উভয় শক্তিই ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই মহাপ্রাণ নানা রূপে, নানা ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা যাহা "প্রাণ"-শক্তি বলিয়া এই প্রবন্ধে বর্ণন করিয়া আসিয়াছি, ইহা সেই মহাপ্রাণেরই আংশিক দর্শন। ইহাকে কোন একটি স্বতন্ত্র শক্তি মনে করিয়া যেন ভ্রম না হয়। কেহ যেন না মনে করেন যে, ইহার উদ্ভব, অপচয় বা তিরোভাব আছে। তাহা হইলে, প্রকৃত প্রাণ বুঝা হইবে না। যাহাকে অপচয় মনে হইতেছে, তাহা কেবল ভাবান্তরে পরিণতি; যাহা তিরোভব মনে হয়, তাহাই রূপান্তরে উদ্ভব হয়।

---

* এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বম্। অন্নঞ্চৈব অন্নাদশ্চ। বৃহ—১।৪।৩

† তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি। ঈশ—৪

চতুর্থ অধ্যায়।

—— —o——

সূক্ষ্ম-দেহ।

আমরা মানবের স্থূলশরীরের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার ছায়াশরীর বা পিণ্ডদেহের কথাও বলিয়াছি। এই শরীর তাহার ভাণ্ডদেহের অনুরূপ। তাহার পর আমরা দেখিয়াছি, কিরূপে প্রাণ পিণ্ডদেহস্থিত চক্রাবলির সাহায্যে কার্য্য করে এবং পরে ছটারূপে কিরূপে প্রত্যেক দেহ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে। তাহাকে আমরা "স্বাস্থ্য-ওজঃ" নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। কেবলই যে স্বাস্থ্য-ওজঃ মানবের দেহ বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে এই ছটার উপর্য্যুপরি বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়। তাহার একটি স্তরের সহিত মানবের পশুবৃত্তির সংস্রব আছে। যেমন, স্বাস্থ্য-ওজঃ দেখিয়াই তাহার শরীরের স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝা যায়, সেইরূপ এই ছটার দর্পণের মত মানবের কামক্রোধাদি যাবতীয় চিত্তবিকার প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, অত্যন্ত

ক্রোধের উদয় হইলে, ইহারা ধূসরবর্ণ হয় এবং তাহার মধ্যে লোহিত বর্ণের অসংখ্য শলাকা চপলাভঙ্গীতে ক্রীড়া করিতে থাকে। অতিরিক্ত ভয়ে ইহা ভীষণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়।

যেমন পিণ্ড-দেহ হইতে স্বাস্থ্য-ওজঃ নির্গত হয়, সেইরূপ মানবের যে উপাদান হইতে এই কাম-ওজঃ নির্গত হয়, তাহাকে আমরা কাম-দেহ বলিব। কাম-দেহ বলায়, কেহ যেন না ভাবেন যে, রিপুগুলির মধ্যে কেবল কামটিই এই দেহসাহায্যে উদ্ভূত হয়; ইহা কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুরই ক্রিয়াক্ষেত্র। তাহা হইলেও ইহাকে "কাম-দেহ-বলিবার সার্থকতা আছে"; কারণ, কামই আমাদিগের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অনুভবশক্তির ভিত্তিভূমি। এই কথাটি আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটি গাছ হইতে আলোক-রশ্মিসমষ্টি দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইল, অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে প্রতিফলিত ঈথর-তরঙ্গ-প্রবাহ বাহ্য দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিঘাত করিল; সেই প্রতিঘাতে ভাণ্ডদেহের চাক্ষুষ স্নায়বিক কোষসমুদয় স্পন্দিত হইল এবং সেই প্রকম্পন, স্থূলদেহের কেন্দ্রস্থল হইতে পিণ্ড-দেহের কেন্দ্রস্থলকে আলোড়িত করিল। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত উক্ত আন্দোলনপ্রবাহ সুখ-দুঃখ-বোধশক্তির ক্ষেত্র কামে গিয়া উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৃক্ষের রূপ আমাদিগের

সুখদুঃখের উৎপাদক হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কামের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় আমাদিগের সুখদুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

এই যে কামদেহের কথা বলা হইল, ইহাকে কেহ কেহ এষ্ট্রেল (Astral) দেহ বলেন। এই ইংরাজি কথার অর্থ হইতেছে, জ্যোতির্ম্ময়। কাম-দেহ অতিশয় জ্যোতি-বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহারা ইহাকে এষ্ট্রেল (Astral) দেহ বলেন। সকলের কামদেহ সমান হয় না; কাহারও ইহা বেশ বিকসিত, কাহারও বা ইহা অর্দ্ধস্ফুট, আবার কাহারও বা ইহা একেবারে অস্ফুট। তাহার অভিব্যক্তি যেই রূপই হউক, এই কামদেহের উপর আমাদিগের সুখদুঃখ-বোধ নির্ভর করে। আমাদিগের যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা-দিগের সকলেরই কেন্দ্রস্থল এই দেহে নিহিত। শাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা দেখা যায়, যাহাদিগের সাহায্যে যোগীর সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য হয়, সেই চক্রগুলিও এই কামদেহে অবস্থিত। আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি সমস্ত ব্যাপারই এই কামপ্রসূত ও কামপ্রেরিত। এই কামই মানবের সংসারবন্ধনের মূল; আবার সেই কামদেহ বিশুদ্ধ হইলে, যখন তাহা বিশিষ্ট "আমি"কে না দেখাইয়া একত্ব বা ব্রহ্মকে দেখায়, তখন তাহাই আবার মুক্তির কারণ হয়।

যাহার কামদেহ অবিশুদ্ধ, তাহার যে ভাবরাশি উদ্ভূত

হয়, তাহা পাশবিক। অতি স্থূল কাম-অণু-গঠিত তাহার দেহে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অতি মন্থর। তাহার বর্ণ তত উজ্জ্বল—তত মনোহর নহে; ধূসর, কৃষ্ণাভ, রক্ত ও হরিৎ, ইহারাই সেইরূপ দেহের সাধারণ বর্ণ; তবে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্য হইতে ক্রোধের ভীতি-উৎপাদক রক্তিমবর্ণের চপলা-বিভা অভ্রফলকের মত প্রকাশ পায়। মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কামদেহ পবিত্র হইতে থাকে। মানব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইলে তাহার কামদেহ সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত হইতে থাকে এবং তাহার বর্ণও উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ও মনোহর হইতে থাকে।

জাগ্রৎ অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ গৌণভাবে আমরা এই শরীর ব্যবহার করিয়া থাকি। শিক্ষিত এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির এই দেহ বেশ বিকশিত। মানব যখন নিদ্রিত থাকে, তখন এই শরীর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সহিত বাহির হইয়া পড়ে। তখন মানব-চৈতন্য এই সূক্ষ্ম শরীরে কার্য্য করে। আমরা নিদ্রাকালে যখন এই দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকি, তখন সূক্ষ্মলোকের অনেক ব্যাপার আমাদিগের চৈতন্য-গোচর হয় এবং সেই সমস্ত বিষয় আমাদিগের স্থূল মস্তিষ্কে "পরিস্রাবিত"-(filtered) হয় এবং তাহা কখনও কখনও স্বপ্নরূপে আমাদিগের জাগ্রৎ অবস্থায়ও স্মরণে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় অধিক সময়ই

আমাদিগের নিজের চিন্তা ও ভাব লইয়াই আমাদিগের সূক্ষ্মশরীর ব্যস্ত থাকে, সূক্ষ্মলোকে কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে তাহার অবসর থাকে না; কিন্তু আত্মচিন্তা ও ভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া সূক্ষ্মলোকের ব্যাপার অবলোকন করিতেও সূক্ষ্মদেহকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। সেই সময়ে মৃত বন্ধু বা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে,—তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনও হয়। পরিণাম-দর্শন, ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস—পূর্ব্বাববোধ, অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহীদিগকে দর্শন ও তাহাদিগের সহিত কথোপন কথন—এ সমস্ত কার্য্য মানবচৈতন্য নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহের সাহায্যেই করিয়া থাকে, এবং তাহা কখন কখন জাগ্রৎ সময়েও মানবের স্মরণে থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় এই সমস্ত ব্যাপার যাহার যত অধিক স্মরণে থাকে, তাহার সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের যোজক যন্ত্রের বিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আমরা এখন যেমন অব্যাহত ভাবে স্থূলদেহে কার্য্য করি, এবং স্থূললোকের বিষয় অবগত আছি, কালে সর্ব্বসাধারণের সেইরূপ সূক্ষ্মদেহ ও লোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে।

আমাদিগের স্থূলদেহের উপাদানভূত ভূতগুলিকে যেম-সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ এই কামদেহের উপাদানগুলিকেও সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

ইহাদিগের কতকগুলি স্থূলতর, কতকগুলি সূক্ষ্মতর। সেইরূপ মনো-দেহের (mental body) উপাদানভূত ভূতগুলিকেও সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। কামদেহের সূক্ষ্মতর উপাদান-ভূতগুলির সহিত সূক্ষ্মতর মনো-দেহের স্থূলতর উপাদান-ভূতগুলির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনে হয়, তাহারা যেন একত্র জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা একত্র কার্য্য করে; একের আঘাতে অপরটিতে প্রতিঘাত উৎপাদন করে। তাহারা উভয়ে যেন প্রকৃতিজাত যমজ ভ্রাতৃদ্বয়। মনো-দেহের ধর্ম্ম—চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি। কামদেহের ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখ-বোধ, বাসনা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি। বাসনার মূলে স্মৃতি, অর্থাৎ চিন্তার কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বোধেও যে স্মৃতি ও চিন্তার কার্য্য জড়িত আছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। পতঞ্জলি ঋষি "রাগ" ও "দ্বেষের" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন;—

"সুখানুশয়ী রাগঃ।" ২য় পাদ, ৭ সূ।

(সুখ বা সুখের উপায়ে কামনাকে রাগ বলে।)

"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" ঐ, ৮ সূত্র।

(যে ব্যক্তি দুঃখের অনুভব করিয়াছে, তাহার দুঃখ অথবা দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে।)

ব্যাসদেব এই দুই সূত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন;—

"সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণালোভঃ স রাগ ইতি।"

(যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়াছে, তাহার সুখের স্মরণ হইয়া সুখ বা সুখের সাধনে (সুখজনক পদার্থে) যে লোভ জন্মে, তাহাকে রাগ বলে। গর্দ্ধ, তৃষ্ণা, লোভ ও রাগ এই কয়েকটি পর্য্যায় শব্দ।

সেইরূপ "দুঃখ" সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—
"দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ মন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি।"

(দুঃখাভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও দুঃখের অনুভব করিয়াছে, তাহার দুঃখ স্মরণ হইয়া, দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ—প্রহার প্রভৃতিতে যে ক্রোধ হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে। প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা, ক্রোধ ও দ্বেষ ইহারা পর্য্যায়শব্দ।)

কামদেহ বা বাসনাদেহ মনো-দেহের সহিত এইরূপে সংমিশ্রিত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া, বেদান্তদর্শনে ইহাদিগের সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে "মনোময় কোষ।" কাম-দেহ মনোময় কোষের অপেক্ষাকৃত স্থূলাংশ লইয়া গঠিত ও মনো-দেহ তাহার সূক্ষ্মাংশে গঠিত। আমরাও এই দুইটি শরীরকে একত্র—সূক্ষ্মশরীর—এই সাধারণ নামে অভিহিত করিলাম।

আমাদিগের সূক্ষ্মদেহ আমাদিগের বাসনা ও চিন্তার ক্রিয়াক্ষেত্র। তাই অপরের কামনায় ও চিন্তায় এই দেহ আক্রান্ত ও উত্তেজিত হয়। বাহিরের বাসনা বা চিন্তা-স্রোতে এই দেহ অনুস্পন্দিত হইতে থাকে এবং আমরা অপরের বাসনা বা চিন্তাকে স্বীয় বাসনা বা চিন্তা বলিয়া ভাবি। আমাদিগের সারাদিনের চিন্তা বা ভাব-রাশিকে বিভাগ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগের অধিকাংশই অপরের বা আমাদিগেরই অতীত কালের। পরের ভাব ও চিন্তা লইয়া, অথবা আমাদিগেরই অতীত ও পরিত্যক্ত ভাব ও চিন্তায় নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আমরা বৃথা উত্তেজিত হইয়া থাকি। ধ্যানকালে বা কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ কালে এই তথ্যটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে; যেই আমরা মনকে একাগ্র করিতে যাই, অমনি কোথা হইতে অভাবনীয় চিন্তারাশি আমাদিগের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে থাকে। একটি উদাহরণে এই বিষয়টি বেশ উপলব্ধি করা যায়।

একজন ঘোর মদ্যপায়ী ছিলেন। তাহার পর অনেক প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, নানা সৎ ও হিতৈষী লোকের উপদেশে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও তিনি মদ্যপান করিবেন না। তিনি অনেক আয়াসে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে মদিরার প্রতি তাঁহার যে আসক্তি ছিল—তাহাও তিনি একেবারে মন হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আর মদ্যপানে কামনা হইত না এবং মদ্যের কথা মনে আসিলে তাঁহার মনে ঘৃণার ভাবেরই উদয় হইত। জাগ্রদবস্থায় এইরূপ ঘটিলেও নিদ্রাবশে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মদ্যপানের সুখ উপভোগ করিতেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন—যেন তিনি পূর্ব্বসহচর-সহ মিলিয়া পূর্ব্বেরই মত আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন।

এইরূপ কেন হইত, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জাগ্রদবস্থায় মদ্যপান-ত্যাগের তীব্র ইচ্ছা, মদ্যপানের বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে শাসন করিয়া রাখিত। এই ইচ্ছাশক্তি বলবান্ প্রহরীর মত তাঁহার চিত্ত-দ্বারে বসিয়া থাকিত এবং পানের বাসনা বা অপর মদ্যপায়ীর মদ্যপান-বিষয়ক চিন্তা-মূর্ত্তি আসিলেই তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দূর করিয়া দিত। কিন্তু, নিদ্রার সময় তাঁহার সূক্ষ্ম দেহগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিতে তিনি এখনও শিখেন নাই। তাই নিদ্রাবস্থায় যখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বাহির হইয়া পড়িত, তখন তাহা অনেকটা অরক্ষিতভাবে বিচরণ করিত। জাগ্রদবস্থায় তাঁহার আসক্তি না রহিলেও, মদ্যপানরূপ বাসনার অভ্যাস হইতে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর যেইরূপ বিকৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। তাই তাঁহার অবিশুদ্ধ

সূক্ষ্মদেহ অরক্ষিতভাবে থাকিলেই, অপরের তজ্জাতীয় বাসনা,—অর্থাৎ মদ্যপানের সুখবিষয়ক অপরের চিন্তাস্রোত তাঁহার সূক্ষ্মদেহকে আক্রান্ত ও স্পন্দিত করিত।

ইহাতেই বুঝা গেল, অপরের চিন্তা বা ভাবস্রোত কিরূপে আমাদিগের সূক্ষ্মদেহকে অতর্কিতভাবে সম্মোহিত করিয়া থাকে। আমরা আর একটি উদাহরণে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একজনকে কৃত্রিম উপায়ে স্বপ্নাবিষ্ট (hypnotised) করা হইয়াছিল। আবেশকারী তাহার পর তাহার সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজ রক্ষা করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে একটি "টেকঘড়ীর" (watch) চিত্র ভাবিতে লাগিলেন। আবেশকারী পূর্ব্বসাধনবশতঃ এরূপ প্রগাঢ় ভাবে ঘড়ীটির বিষয় ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মানসচক্ষে ঐ ঘড়ী ব্যতীত কোন পদার্থের অস্তিত্বজ্ঞান রহিল না। তিনি কল্পনাবলে ঐ ঘড়ী জড়পদার্থরূপে দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ঘড়ীর ঐ মানসিক চিত্রটি আবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখস্থিত একখানি কাগজখণ্ডের উপর পাতিত করিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেন না, বা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কোন কথাও বলিলেন না। ঐ ব্যক্তি জাগরিত হইবার পর, অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কাগজখণ্ড উহাকে দেখাইবামাত্র, সেই আবিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমি এই কাগজের উপর একটি

ঘড়ী দেখিতে পাইতেছি।" তাহার পর তাহাকে ঘড়ীটির বর্ণনা করিতে বলায়, ঐ ব্যক্তি আবেশকারীর মানস-কল্পিত ঘড়ীটির অবিকল বর্ণনা করিল।

এই উদাহরণটিতে দেখা গেল, কিরূপে একজনের চিন্তা অপরের মানসে চালিত হয়। কেবল তাহাই নহে। আমরা আরও দেখিলাম যে, সূক্ষ্মদেহের ভাবনা স্থূল-জগতেও কেমন ব্যক্ত হইয়া পড়ে। আমরা যখন কোন জড়বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করি, তখন আমাদের চিত্তদর্পণে ঐ বস্তুর একটি অবিকল প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে। প্রতিকৃতি সূক্ষ্মভূতে গঠিত। প্রগাঢ় চিন্তা পুনঃ পুনঃ ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র হইলে ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ-সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রতিকৃতিটি স্থূলজগতে প্রকাশ পায়। আমরা এই তথ্যটি আর একটি উদাহরণে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কোনও ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে আবিষ্ট (hypnotised) করা হইল এবং তাহাকে বলা হইল, "এখন হইতে দুই ঘণ্টার পর তোমার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভব করিবে; এই বেদনা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উত্তপ্ত লোহশলাকাদহনে যেরূপ বেদনা হয়, তুমি সেইরূপ বেদনা অনুভব করিবে; কিছুক্ষণ পরে তোমার বাহুর ঐ স্থান রক্তবর্ণ হইবে, এবং উহাতে ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত উৎপন্ন হইবে।" ইহার পর ঐ ব্যক্তিকে জাগরিত করা

হইল। উহার নিদ্রিত অবস্থায় কি হইয়াছে এবং উহাকেই বা কি বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহাকে ইঙ্গিতেও কিছুই বলা হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক দুই ঘণ্টা পরে, তাহার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভূত হইল এবং কিছু পরে উত্তপ্ত লৌহশলাকা-স্পর্শে যেরূপ বেদনা, ফোস্কা ও ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরে সল্ পেট্রিে নামক স্থানে উপরি-উক্তরূপে উৎপন্ন ক্ষতের অনেক আলোকচিত্র (photo) রক্ষিত আছে।

ফরাসী-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে (The French Academy of Science) চিন্তা-মূর্ত্তির আলোকচিত্র-বিষয়ক আলোচনা চলিতেছে। মেজর ডারজেট্ (Major Darget) অনেকগুলি এইরূপ চিন্তামূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি একটি বোতলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাহার বিষয়ে একাগ্র চিন্তা করিতে করিতে আলোকচিত্রোপকরণ-ফলকে (Photographic plate) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কয়েক মিনিট পরে এই ফলকের (plate) উপর বোতলের চিত্র অঙ্কিত হইল। ঐ ফলকখানি আলোকচিত্রোপকরণোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য-মিশ্রিত জলের অভ্যন্তরে রক্ষিত ছিল এবং সেই প্রক্রিয়ার সময় তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা তিনি সেই বারি স্পর্শ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যষ্টি ও অপরাপর দ্রব্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম শরীরের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

স্থূলদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কাহারও কোন সন্দেহ নাই, সূক্ষ্ম-দেহ সম্বন্ধে ঠিক তাহা নহে। অনেকে তাহার অস্তিত্ব মানিতে চান না। তাঁহারা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান না বলিয়া, তাহা মানিতে চান না। কিন্তু, কোন একটি বস্তু চক্ষুতে দেখা যায় না বলিয়াই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? রাত্রিকালে নির্ম্মল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক নক্ষত্র আমাদিগের নয়নগোচর হয়। যদি আমরা দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে যে সমস্ত নক্ষত্র আমাদিগের স্থূল চক্ষুর গোচর ছিল না, তন্মধ্যে লক্ষ লক্ষটি আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু, আবার এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যাহারা এত দূরে অবস্থিত এবং যাহাদের আলোকরশ্মি এতই ক্ষীণ যে, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ দূরবীক্ষণ-সাহায্যেও তাহাদিগের অস্তিত্ববোধ করা যায় না। কিন্তু, অন্য প্রণালী-দ্বারা তাহাদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। দূরবীক্ষণের মুখে একটা প্লেট দিয়া, যদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণকে সেই নক্ষত্রের অভিমুখে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখা যায়, তবে তাহার ছবি সেই আলোকচিত্রফলকে (Photographic plate) অঙ্কিত হইয়া যায়। পরে সেই ফলক হইতে

ফটো উঠাইলে তাহার ছবি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে এই সপ্রমাণ হইল যে, এমন অনেক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহারা আমাদিগের স্থূল চক্ষুর অগোচর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারা যায়।

সকলেই অবগত আছেন—সূর্য্যের শুভ্র রশ্মিকে যদি কাচের কলমের (Prism) মধ্য দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহা সপ্তবর্ণে বিভক্ত। ইহাকে বর্ণ-সপ্তকে বিভাগ (Spectrum analysis) বলে। এই বিভক্ত "বর্ণ-সপ্তকে" (Spectrum), আমরা পর পর—লাল (red), কমলা (orange), হলুদে (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), সুনীল (indigo) ও বেগুনি (violet) এই সাতটি বর্ণ দেখিতে পাই। স্থূল চক্ষুদ্বারা কেবল এই সাতটি বর্ণ দেখা যায়। কিন্তু, বৈজ্ঞানিকেরা অবগত আছেন—যে এই সপ্তবর্ণ গুচ্ছের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে আরও অন্য বর্ণের রশ্মি বিদ্যমান আছে। লাল বর্ণের পূর্ব্বে যে অদৃশ্য রশ্মি আছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে "infra red" বা "লালের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ" বলে; সেইরূপ বেগুনির পরের অদৃশ্য বর্ণকে "ultra violet" বা "বেগুনির পরবর্ত্তী বর্ণ" বলে। এই সকল রশ্মি বিদ্যমান আছে, অথচ আমরা চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি?

সূক্ষ্মদেহ।

শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—মানবের চক্ষু এরূপ ভাবে গঠিত যে, আলোকের স্পন্দন নির্দ্দিষ্ট সীমার কম বা বেশী হইলে, চক্ষু আর তাহা ধরিতে পারে না। লালবর্ণের স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮৪,০০০,০০০,০০০ বার এবং বেগুনির স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৭০৯,০০০,০০০,০০০বার। এই দুই সীমার অন্তর্গত ইথরের সমস্ত স্পন্দন সাধারণতঃ আমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। এই দুই সীমার বাহিরে ইথরের যে স্পন্দন, তাহা মানব-দৃষ্টির অগোচর। মানব-দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও, তাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ—বৈজ্ঞানিক উপায় তাহাদিগকে মানব চক্ষুর বিষয়ে আনিতে পারিয়াছে।

সূক্ষ্ম-দেহ হইতে যে রশ্মি বহির্গত হয়, তাহা যদি মানবের স্থূল চক্ষুর গ্রহণাতীত হয়, তবে স্থূল চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীর কিরূপে দেখা যাইবে? তবে যদি কোনও উপায়ে তাহার স্পন্দন মন্দীভূত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার (সূক্ষ্ম-শরীরের) অস্তিত্বও উপলব্ধ হইতে পারে। সম্প্রতি ডাক্তার কিলনার (Dr. Kilner) নামক একজন বৈজ্ঞানিক তাহাই করিয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম— "The Human Atmosphere or the Aura made

visible by the chemical screen."। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের ডেলি এক্স্প্রেস্ (Daily Express) সংবাদ-পত্রের একজন প্রতিনিধি এই বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি এল, বেদান্তরত্ন তাহা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ডেলি একস্প্রেস্ (Daily Express) সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিকে ডাক্তার কিল্নারের বন্ধু ডাক্তার ফেল্‌কিন্ একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সেই ঘরের একটি মাত্র জানালা। তখন দিবা। সেই জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছিল। সেই জানালার অপর পার্শ্বের দেয়ালে একখানা কাল পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল। সেই পর্দ্দার সাম্‌নে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক দুই হস্ত কটিদেশে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই জানালায় একটি পর্দ্দা টানিয়া ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল। কেবল সেই পর্দ্দার মধ্য দিয়া অতি ক্ষীণ আলোক গৃহের মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই আলোকে সেই স্ত্রীলোকের শ্বেত মূর্ত্তি কাল পর্দ্দার সম্মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ডাক্তার ফেল্‌কিন্ Spectauranine কাচ-নির্ম্মিত একটি যন্ত্র দর্শকের হাতে দিলেন। সে যন্ত্র

আর কিছু নহে—চার ইঞ্চ দীর্ঘ এবং দেড় ইঞ্চ প্রস্থ—এই-রূপ দুইখানি কাচের মধ্যে ডাক্তার কিলনারের আবিষ্কৃত এক প্রকার আরক *।

"এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া "ডেলি একস্‌প্রেসে"র প্রতিনিধি সেই স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। † প্রায় ১৫

---

* Daily Express পত্রে এই যন্ত্রের যেরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

The apparatus, if apparatus it can be termed, consists of a number of what are technically termed 'Spectauranine' glass screens, each about four inches in length by an inch and a half in breadth. These screens are made each of two plates of very thin glass between which, hermetically sealed in, is a wonderful fluid that Dr. Kilner has discovered.

† For some moments, perhaps a quarter of a minute, the only object that could be made out in the darkness, was the subject's form and its outline. Then gradually, as the eyes grew accustomed to the darkness, a sort of double mist or halo, the one within the other and the inner one denser than the outer, became more and more distinctly visible.

The outlines of this mist exactly followed the curves and the contour of the subject's body. The color of the outer aura seemed to be blue-grey; that of the

সেকেণ্ড পর্য্যন্ত সেই অন্ধকার গৃহে সেই রমণীর মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না। ক্রমশঃ দেখিলাম যে, যেন একটা ছায়া বা ছটা সেই মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সেই ছটার দুইটি স্তর—একের মধ্যে অন্য স্তর। অন্তঃস্তর যেন বহিঃস্তরের অপেক্ষা ঘন। বহিঃস্তরের বর্ণ ফিকে নীল (blue-grey)। অন্তঃস্তরের বর্ণ আরও গাঢ়। অন্তঃস্তর আরও ঘন বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রীলোকের দুই হস্ত কটিদেশে অর্পিত ছিল। এই হস্তের সন্নিহিত প্রদেশে সেই ছায়া বা ছটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। পরে ডাক্তার ফেলকিনের উপদেশমত সেই রমণী প্রথমে এক হস্ত, পরে অপর হস্ত উত্তোলন করিল। পরে সে দুই হস্ত সংযুক্ত করিয়া আপন

---

inner aura was darker—also, apparently, the inner aura was denser. In the triangular space formed by the sides of the body and the angle of the arms, as the subject remained with her hands resting lightly on her hips, the halo could be seen most clearly.

Presently, acting upon Dr. Felkin's instructions, the subject raised and extended first, one arm, then the other. Then she joined her hands at the back of her neck, and always the mist of the aura followed, as though it were itself an outline of some sort of shadow of the limbs.

গ্রীবার উপর স্থাপন করিল। সেখানেও ঐ ছটা বা ছায়া বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। ছটা দেখিয়া বোধ হইল যে, উহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ছায়া বা প্রতিকৃতি।"

ডাক্তার কিল্নার্ এইরূপে সূক্ষ্ম-শরীর সাধারণের নয়নগোচর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Edmund Gates নামীয় আর একজন বৈজ্ঞানিক আর একভাবে সূক্ষ্ম-শরীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার আর একজন বৈজ্ঞানিক (Dr. O' Donnel) সূক্ষ্মশরীর লইয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও X' ray সম্বন্ধে একজন পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার ও' ডনেল সূক্ষ্ম-শরীরের উৎক্রমণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইল।*

ডাক্তার ও' ডনেল লিখিতেছেন,—"এক মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীরের প্রতি আমি আরকের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিতে

* "I looked at the man through the screen for almost half an hour. The aura was plainly distinguishable. The attending doctor said the patient was sinking rapidly. I did not take my eyes from the subject.

লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইভাবে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সূক্ষ্ম-শরীর বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। যে ডাক্তার রোগীর তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—'আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই'। আমি বরাবর রোগীর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। হঠাৎ চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন,—'রোগীর মৃত্যু হইল'। সেই মুহূর্ত্তে দেখিলাম যে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে উজ্জ্বল ছটা রোগীর দেহ বেষ্টন করিয়াছিল, সেই ছটা রোগীর দেহ ছাড়িয়া অপসৃত হইল। রোগীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ঐ ছটার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।"

ডাক্তার ও' ডনেল বলিতেছেন যে, ঐ ছটা বা সূক্ষ্ম-

"Suddenly the physician announced that death had occured. At the same instant the aura, which, as a bright light, had been radiated from the body at all points, began to spread from the body, and disappeared. Further observation of the corpse revealed no sign of the aura. I don't say that this aura is the Soul or Spirit—in fact no one seems to know just what it is. It is in my opinion, some sort of radio-activity made visible by the use of a chemical screen. It undoubtedly is the guiding power or current of life, however, as my experiment would seem to prove."

শরীর যে কি পদার্থ, তাহা তিনি জানেন না। না জানাই সম্ভব। পাশ্চাত্যেরা পরীক্ষা করিতে সুদক্ষ; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করা, তাহাতে অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে তাঁহারা তত পটু নহেন। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চিত বুঝিয়াছেন, তাহা কি? ইহা আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত পিণ্ড-দেহ। ইহাও প্রকৃতপক্ষে স্থূল-দেহ; তবে ইহা এত সূক্ষ্ম যে, আমাদিগের চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে। উপনিষদের ভাষায় ইহাতে 'প্রাণময়' পুরুষ অধিষ্ঠান করেন;—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ-বিধতাম্...।"—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২য় বল্লী, ২য় অনুবাক্।

[সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে পৃথক্, কিন্তু তদভ্যন্তরে "প্রাণময়" পুরুষ অবস্থিত আছেন; এই প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই প্রাণময়দ্বারা অন্নময় পূর্ণ বা ব্যাপ্ত।]

শ্রীব্রহ্মসূত্রে, সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ঋষি সূত্র করিয়াছেন,—

"অস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা" —৪অঃ, ২পা, ১১সূ।

দেবর্ষি নারদের প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ নিম্বার্কাচার্য্য বা নিম্বার্ক এই সূত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন,—

"স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।"

[সূক্ষ্ম-শরীরেরই ধর্ম্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয়; কারণ, সূক্ষ্ম-শরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূল-দেহে উষ্মা দৃষ্ট হয় না; ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূল-দেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা সূক্ষ্ম-দেহের।]

পঞ্চম অধ্যায়।

—∞*∞—

"আমি" কি ?

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকে ঋষি মেঘমন্দ্রে গাহিয়াছেন,—"অচেতন মৃৎপাষাণে সত্তামাত্র থাকে, ওষধি-বনস্পতিতে বোধশক্তি বিদ্যমান থাকে, মনুষ্যেতর জঙ্গম জীবে জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা কেহই বলিতে বা ভাবিতে পারে না যে,—"আমি রহিয়াছি, আমি বোধ করিতেছি, বা আমি চিন্তা করিতেছি।' কেবল মানুষই জানে যে, সে আছে, সে সুখ-দুঃখ বোধ করিতেছে, সে চিন্তা করিতেছে।" *

পুরাণে সৃষ্টি-রহস্য আলোচনা করিতে যাইয়াও এই এক কথাই রূপকে বিবৃত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* ওষধি-বনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে। চিত্তং প্রাণভৃৎসু। প্রাণভৃৎসু ত্বেবাবিস্তরামাত্মা। তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে। ন চিত্তমিতরেষু। পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা। স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ। বিজ্ঞাতং বদতি। বিজ্ঞাতং পশ্যতি। বেদ শ্বস্তনম্। বেদ লোকালোকৌ। মর্ত্ত্যেনামৃতম্ ঈপ্সতি। এবং সম্পন্নঃ। অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্। ন বিজ্ঞাতং বদন্তি। ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি। ন বিদুঃ শ্বস্তনম্। ন লোকালোকৌ। ত এতাবন্তো ভবন্তি। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ॥ ২—৩—২।

ব্রহ্মা তপ ও ধ্যানের দ্বারা, প্রথমে উপাদান ও আকৃতির মূলাদর্শ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার পর বিষ্ণু তাহাতে প্রাণ ও চেতনা-রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন; অবশেষে যখন এই সমস্ত দেহ পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া উঠিল, তখন মহাদেব তাহাদিগকে অমর করিয়া দিলেন। যাহা দিয়া তাহাদিগকে অমর করিলেন, সেই অমৃতকণা আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিকসিত জীবাত্মা।

এই আত্মচৈতন্য আছে বলিয়াই, মানবের পক্ষে একদিকে সর্ব্বচৈতন্যের আধার ভগবান্ ও অপরদিকে এই জগতের শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্য বুঝিবার সম্ভাবনা। ইহা আছে বলিয়াই মানব চিন্তাশীল জীব, ইহা আছে বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইহাকে কেহ কেহ "মন" এই সংজ্ঞায় অভিহিত করেন; কেহ ইহাকে 'অন্তঃকরণ' বলেন; কেহ আবার ইহাকে "চিত্তানুত" এই আখ্যা প্রদান করেন। যখন ইহার পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন ইহা সৎ ও অসতের—সান্ত ও অনন্তের মধ্যে যে অসীম ব্যবধান, তাহার যোজক বা সেতুর কার্য্য করে। তখন আর অন্তহীন অতীত হইতে অন্তশূন্য ভবিষ্যৎ বা অনন্ত বর্ত্তমানের পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাই প্রকৃত অমরত্ব। বায়ুপুরাণে আছে,—কোনও সৃষ্টির মধ্যে যখন তাহার আরম্ভ হইতে প্রলয়ে অবসান পর্য্যন্ত সমস্ত, তৈলধারার মত ধারাবাহিক্রমে—অসংলগ্ন

না হইয়া—কোনও চৈতন্যে পরিস্ফুট হয়, তখন সেই সৃষ্টির সম্বন্ধে সেই চৈতন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলা হয়। *

এই ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান গ্রথিত করাই ইহার কার্য্য এবং ইহাই মানবের "আমি" ;—তাহা এক জীবনের 'আমি'-বোধই হউক, অথবা ভগবান্ জৈগীষব্যের ন্যায় দশ মহাকল্পের জন্ম-পরম্পরাক্রমে অবস্থিত "আমি"-বোধই হউক। এই ব্যাপারটি আমরা কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন, রামচন্দ্রের এখন বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। রামচন্দ্র একসময়ে শিশু ছিল; সে তখন যাহা আহার করিত, যেরূপে বিহার করিত, যে সমস্ত লোকের সহিত মিশিত, এখন তাহার কিছুই নাই; সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের সে দেহ নাই, সেইরূপ শোকহর্ষ নাই ; সেই বালকসুলভ চপলতা নাই। পূর্ব্বের সবই গিয়াছে, কেবল একটা জিনিস অক্ষুন্ন আছে, সেটা আর কিছুই নহে, সেটা "আমি"-বোধ। সেইরূপ আমার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি কত অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নানা প্রকার চিন্তাস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ; সুখদুঃখাদি ভোগ একটির পর আর

* আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।

একটি নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই ; আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তদ্‌ভাবাপন্ন অনুভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি একই আছি বলিয়া অনুভব করি। বাল্যকালে যে 'আমি', যৌবনাবস্থায় বা বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি" ; পীড়িত অবস্থায় যে "আমি", সুস্থাবস্থায়ও সেই "আমি"। এক কথায় আমার জন্ম হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা সমস্তই এই "আমি"র উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার আমরা জৈগীষব্যের ন্যায় জাতিস্মর মহাযোগীর 'অহং'-প্রত্যয়ের আলোচনা করিব। জীবন্মুক্ত আবট্যকের কোনও এক প্রশ্নের উত্তরে, ভগবান্ জৈগীষব্য তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার "অহং"-প্রত্যয় একজীবনের নয়, তাহা দশ মহাকল্পের। তিনি স্বর্গে যে সুখভোগ করিয়া আসিয়াছেন, নরকে যাইয়া যে দুঃখাবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহার স্মরণে অক্ষুন্ন। ইহাই প্রকৃত অমরত্ব। মৃত্যুঞ্জয় হইতে যে চিদণুর আবির্ভাব বলা হইয়াছে, ইহা তাঁহারই কার্য্য। ইহাই জীবাত্মার অমরতা। আর এক :প্রকার অমৃতত্ব আছে,

তাহা আরও মহান্, তাহা সমষ্টির অমরতা, তাহা প্রকৃত আত্মার অমরতা। সে "আমি"-জ্ঞান কোনও বিশেষ ভেদাত্মক জীবাত্মার "আমি"-জ্ঞান নহে, তাহা পরমাত্মার ভাব। শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন, বামদেব পরম মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় কি ভাব হয়, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ,"
"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"—

বৃহদারণ্যক ১অঃ।

[তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছেন, অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্তাবস্থায় সকলই এক বলিয়া দর্শন হয়, তখন শোক অথবা মোহ হওয়া কি সম্ভব ?]

শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন,—"বামদেবের মোক্ষদশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন,—'আমি সূর্য্য, আমিই মনু' ইত্যাদি ;—

"ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।"

এইরূপে আমরা তিন প্রকার "আমি"-প্রত্যয় দেখিলাম ;—প্রথমটি সাধারণ লোকের এক জীবনের "আমি"-প্রত্যয় ; মৃত্যুর পর, জন্মান্তরগ্রহণে তাহা শেষ হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ইহা দেহাভিমান এবং আমরা ইহাকে ভূতাত্মা

এই আখ্যা প্রদান করিব। ইহা নশ্বর। দ্বিতীয়ের "আমি"-প্রত্যয়—ইহা প্রকৃত মানবের বা জীবাত্মার "আমি"-প্রত্যয়। ইহা অবিনশ্বর। তৃতীয়ের "আমি"-প্রত্যয়—ইহা পরমাত্মার "আমি"-প্রত্যয়—অতএব ইহা প্রকৃত অমরত্ব-লাভ। গীতায় ভগবান্ সুন্দররূপে এই তিন ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন।

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪"

গীতা, ৮ অঃ।

"যাহা পরম অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম; স্বভাবকেই (স্ব=ব্রহ্ম, ভাব=উৎপত্তি; অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মকেই) অধ্যাত্ম বলা হয়; ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ), তাহারই নাম কর্ম্ম।

"যাহা ক্ষরভাব, তাহাই অধিভূত, (ভূতমাত্রকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়া তাহা অধিভূত), পুরুষই অধিদৈবত এবং দেহভৃদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।"

এখন আমরা এই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম কথার কি অর্থ, তাহার আলোচনা করিব।

একটি রঙ্গালয়ে প্রত্যহ রাত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয় হয়। গোপাল নামে এক ব্যক্তি প্রতিরাত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া অভিনয় করিয়া থাকে; কখন সে লক্ষ্মণ সাজে, কখন বা চৈতন্য সাজে, কখন বা নারদ ঋষি সাজে। গোপালের এই লক্ষ্মণ বা চৈতন্য বা নারদরূপ ধারণ, উহা ক্ষণিক রূপ; ভিতরে সে যে গোপাল, সেই গোপালই থাকে; যখন তাহার কোনও সাজ থাকে না, তখন সে গোপাল ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষও সেইরূপ এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য এক এক সাজ সাজিয়া জন্মগ্রহণ করে; মৃত্যুর পর সেই সাজ ছাড়িয়া, যে মানুষ সেই মানুষই হইয়া থাকে। ভৌতিক দেহ ঐ সাজ। ইহা ছাড়িলে মানুষের যে অহংভাব থাকে, উহাই স্থায়ী ভাব। ভৌতিক দেহরূপ সজ্জায় সজ্জিত থাকিবার সময় মানুষের যে অহংভাব থাকে, উহা অল্পকাল-স্থায়ী ক্ষরভাব। ক্ষরশব্দের অর্থ নশ্বর। গীতায় ইহাকে অধিভূত এবং থিয়সফিকেল সোসাইটির পুস্তকে ইহাকে Personality বলে।

এখন আমরা অধিদৈব কাহাকে বলে, দেখিব। শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল-দেবহূতি-সংবাদে সাংখ্যযোগ-কথন প্রস্তাবে অহঙ্কার-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে,—অহংকার-তত্ত্বের কর্তৃত্বই অহংকার-তত্ত্বের দেবস্বরূপ। যিনি আমার পূজা গ্রহণ

করেন ও ইষ্ট ফল প্রদান করেন, তিনি সেই পূজার গ্রহীতা দেবতা। এই গ্রহীতৃত্ব অহংকার অহংকারতত্ত্বেই আছে, সেইজন্য অহংকার-তত্ত্বকেই অধিদৈব বলা হয়। ইহাই Individuality, ইহা একটি অমর পদার্থ। কিন্তু অহংকারতত্ত্বও সময়ে মহত্তত্ত্বে লয় পায়, অতএব ইহা পরম অমর নয়। যাহা পরম অমর, তাহাই ব্রহ্ম-পদবাচ্য।

ভগবান্ বাসুদেব গীতায় বলিয়াছেন যে, দেহমধ্যে তিনিই অধিযজ্ঞরূপে অধিষ্ঠিত। অধিযজ্ঞশব্দের অর্থ যজ্ঞের অধীশ্বর। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাস্ত্রমতে দেবতা অনেক আছেন। কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া যায়, উহাই এক একটি কর্ম্ম এবং একই সময়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে শৃঙ্খলা অনুযায়ী যে কতকগুলি কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের এই কর্ম্ম-শৃঙ্খলা যিনি শিখাইয়া দেন, তিনি যজ্ঞেশ্বর বা অধিযজ্ঞ দেবতা। যজ্ঞ কথাটি যজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যজ্ ধাতুর অর্থ সংহতিকরণ বা ভিন্ন পদার্থকে একত্র সম্মিলনকরণ। যে অধিষ্ঠাতা পুরুষ এই সংহতি করেন, তাঁহারই নাম অধিযজ্ঞ; ইনিই ঈশ্বর, ইনিই যাবতীয় জীবের হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনিই অধ্যাত্ম। উপনিষদে আছে,—

"অসতো মা সদ্গময় ।
তমসো মা জ্যোতির্গময় ।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ।"—বৃহদারণ্যক—১-৩-২৮ ।

"আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে অমরত্বে লইয়া যাও।"

পূর্ব্বে যে আমরা যোজকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই মৃত্যুঞ্জয় অংশই অধিদৈব; ইনিই সৎ বা আধ্যাত্মের সহিত অসতের বা অধিভূতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই তাঁহার প্রবেশ।

২। আমি কি ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রকৃত "আমি" যে কি পদার্থ, এ বিষয়ে অনেক মত থাকিলেও, মানবের যে "আমি"-জ্ঞান আছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। *

সেই "আমি"-প্রত্যয়টি কি? ইহা কি কাল? না,

---

* "নহি কশ্চিৎ সংদিগ্ধে অহং বা নাহং বেতি।"—ভামতি, ২য় পৃঃ।
Bib-Ind.

ইহা সাদা? ইহা কি মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, স্নায়ু বা মস্তিষ্ক? ইহা কি পর্ব্বত, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য বা আকাশ? কি ইহা? ইহা কি উত্তাপ, না আলোক বা অপর কিছু অদৃশ্য শক্তি? ইহা কি আমাদিগের কোষাণুসমষ্টীভূত এই দেহ, বা এই দেহান্তর্গত কোন একটি কোষাণুর বিশিষ্ট সম্পত্তি? যেমন তণ্ডুলে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, সময়ে তাহার মধ্যে একটা মাদকতা-শক্তি উদ্ভূত হয়, সেইরূপ কি "আমি"-প্রত্যয়টি এই দেহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে? অথবা যকৃৎ হইতে যেইরূপে পিত্ত ক্ষরিত হয়, আমাদিগের মস্তিষ্ক হইতেই কি এই অভিনব "আমি"-জ্ঞান ফুটিয়া উঠে? *

কোথায় এই "আমি"-জ্ঞান সন্নিবিষ্ট আছে? কে ইহার মীমাংসা করিবে?

এইরূপে শত শত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রশ্ন করিয়া আসিতেছেন এবং একটা না একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্ত মীমাংসার কোন্‌টি গ্রহণীয়? তাহাদিগের কোন একটি গ্রহণের পূর্ব্বে একটি জিনিস স্মরণে রাখা চাই। সেটি এই,—কতকগুলি পরিণামী ও ক্ষয় পদার্থের মধ্যে থাকিয়াও যাহা অপরিণামী

* "Thought is only the product of the brain, as bile is the product of the liver."—CARL VOGT.

ও অক্ষর, তাহা নিশ্চিতই ঐ সমস্ত ক্ষর পদার্থ হইতে বিভিন্ন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আমাদিগের "আমি"-জ্ঞান অক্ষর, ইহা নিত্য। আমি এক সময়ে স্বয়ং শিশু ছিলাম, পিতার হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতাম, ক্রীড়া করিতাম, সেই আমার অঙ্কে এখন আমার পুত্র ক্রীড়া করিতেছে। আমার এই দেহের কোন অংশ কি শৈশব হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত আছে? আমার শৈশব দেহের কোনও অংশ কি প্রৌঢ় আমি, আমার দেহে অবশিষ্ট আছে? বিজ্ঞান বলিবেন, কিছুই নাই। কিন্তু "আমি" এই বোধের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহা ঠিক আছে। আমার নিজের বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে, যেমন পূর্ব্বে বলিতাম "আমি," এখনও তাহাই বলিতেছি। যে সমস্ত বিষয় বা অবস্থার সহিত আমার 'আমি'র সম্বন্ধযুক্ত করিয়া আসিতেছি, তাহাদিগের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমি সুখী বা আমি দুঃখী, আমি ধনী বা আমি ভিখারী, আমি সুস্থ বা রোগাক্রান্ত, আমি বালক বা আমি বৃদ্ধ, এই সমস্ত অস্থায়ী বা আনুষঙ্গিক গুণ (accidents or incidents); এইগুলি 'আমি'রূপ অবিচ্ছেদের এক একটি ভাব মাত্র।

---

* "আবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে তত্তেভ্যো ভিন্নম্।"—ভামতি।

তাহাদিগের ধর্ম্মই পরিণাম, তাহাদিগের ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন। তাহারা সমস্তই "আমি"-রূপ নিয়ত প্রবাহিত স্রোতের এক একটি ঊর্ম্মি—উঠিতেছে, আবার স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু স্রোত নিজে সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

একজন বদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন; তাঁহাকে বাহির হইতে আহ্বান কর,—"ভিতরে কে আছ?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন,—"আমি।" প্রথমে তিনি বলিবেন, 'আমি', তাহার পর বলিবেন, "আমি রামচন্দ্র।" প্রথমে "আমি" এই উত্তর স্বতঃই স্ফুরিত হইবে, তাহার পর তাঁহার নাম বা বিশেষ যে পরিচয়, "আমি রামচন্দ্র," তাহা অনুচিন্তার ফলে, গৌণ ভাবে পরে আসিবে। পূর্ব্বে যে আমরা "অধিদৈব" কথার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই অক্ষর ভাবটি প্রথমে ফুটিয়া উঠে, পরে তাঁহার ক্ষর ভাবটি জাগে। গৃহ, দেশ, পৃথিবী, সৌরজগৎ ইত্যাদি যাহার মধ্যে "আমি" বর্ত্তমান আছি, এবং আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করি, তাহারা সকলেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়াও কেবল আমার "আমি"-প্রত্যয়টি সমান ভাবে থাকে। আমার "আমি"-প্রত্যয়ের জন্ম কবে, তাহার শেষই বা কোথা, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাই পঞ্চদশীকার

বলিয়াছেন, "অনন্ত মাস, বৎসর, যুগ, কল্প অতীত হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে তাহারা আসিবে। ইহাদিগের আদি আছে, সকলেরই অন্ত হয়, কেবল এক সংবিদের আরম্ভ বা অন্ত নাই।"

দেবী-ভাগবতে এই কথা বেশ সুন্দরভাবে আছে। "দৃশ্য বস্তুমাত্রেরই যেমন ব্যভিচার দেখা যায়," সংবিদের সেরূপ ব্যভিচার কদাচ কেহ অনুভব করিতে পারে না। অতএব সংবিৎ যে নিত্য, তাহা আপনা হইতে সিদ্ধ হইল। কিন্তু, যদ্যপি সংবিদেরও ব্যভিচার অনুভবসিদ্ধ বল, তবে, সেই ব্যভিচার অনুভব করে কে? অবশ্যই চৈতন্যময় সাক্ষীই অনুভব করেন; অতএব সেই চৈতন্যময় সাক্ষী নিত্য হইলেন এবং তিনিই সংবিৎ।" †

অতএব দেখিলাম, আমার "আমি"-প্রত্যয়ের ব্যভিচার নাই, দৃশ্য পদার্থের,—দেহ, গৃহ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, জগৎ সকলেরই ব্যভিচার আছে। অতএব "আমি"-প্রত্যয়টি

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥" পঞ্চদশী ১—৭

† "সংবিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সংবিদ্বপুঃ পুরা॥" ৭—৩২-১৫,১৬

এই সমস্ত পরিণামী পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা এই সমস্ত পরিণামী পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না।

তবে "আমি" কি? আমি পূর্ব্বভাগে দেখাইয়াছি, এই "আমি"-প্রত্যয়টি কি? ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে? ব্রহ্মে স্থিত চৈতন্যের সে প্রত্যয়টি কিরূপ? জীবাত্মার 'অহং'-প্রত্যয় কিরূপ? আর দেহাভিমানীর 'অহং'-প্রত্যয় কিরূপ? আমরা এইবার আত্মা ও জীবতত্ত্ব আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। আত্মা কি? প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—"এই যে চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত আছেন, তিনিই আত্মা।" *

যেমন স্বপ্রকাশিত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্পণে পতিত প্রতিবিম্ব হইতে আলোকচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু সেই আভা যেমন সূর্য্যও নয়, বা সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়, সেইরূপ হৃদয়ে নিহিত আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব। † সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যহ এই জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলিয়া

---

* কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।—বৃহদারণ্যক।

† অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

যেন এক হইয়া যায়, আবার জাগ্রদবস্থায় সেথান হইতে ফিরিয়া আসে। *

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রূপকের ভাষায় ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়;—"জন্মরহিত (নিত্য) একটি (জীবাত্মা), তদ্রূপ নিত্য লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ—(সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোরূপা) এবং নিজের সমান বর্ণ-বিশিষ্টা (ত্রিগুণাত্মিকা) প্রজাসৃষ্টিকারিণী অপর একটিকে (ত্রিগুণাত্মিকা নানারূপ-বিশিষ্টা প্রকৃতিকে) ভোগ করিয়া, তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আছেন; নিত্য অপর একটি (ঈশ্বর) ভোগদায়িকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন।

সখ্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপী পক্ষী ঐ বৃক্ষের ফলকে স্বাদু বোধে আস্বাদন করেন; অপরটি (ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফলভক্ষণ না করিয়া কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করেন।

"একই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়েন্ এবং সামর্থ্যাভাবে আপনাকে তাহা হইতে

---

* য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে।—বৃহদারণ্যক, ২।১।১৭
সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১
সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকম্। ঐ ৮।৩।২

মুক্ত করিতে না পারিয়া শোক করিতে থাকেন। পরে যখন তিনি অন্য ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহার মহিমা অবগত হয়েন, তখন তিনি (তৎপ্রভাবে) শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।" *

এই দুইটির মধ্যে যিনি অনীশ, যিনি সুস্বাদু ফলভোগ করেন, যিনি শোক করেন, তিনিই জীব; যিনি ঈশ, যিনি কেবলই দ্রষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ তিনিই আত্মা; তাঁহাদিগের "একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ; একজন অনীশ, একজন ঈশ।" †

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বুদ্ধিতে যে পরমাত্মার

---

* অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তা-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
শ্বেতাশ্বতর॥ ৪।৫-৭

† জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ।

প্রতিবিম্ব, তাহাই জীব। এই জীবরূপী প্রতিবিম্বের আবার মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পর পর প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব পড়িতে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবিম্বই আমাদিগের নিকট "আত্মা-রূপে" প্রতিফলিত হয় *। সাধারণতঃ স্থূল-দেহে প্রতিফলিত যে চিদাভাস, (Brain consiousness), তাহাই আমাদিগের নিকট "আত্মা" বলিয়া মনে হয়; সেইরূপ কামকে, সেইরূপ মনকে "আত্মা" বলিয়া মনে হয়, (পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায়—Mind, intellect or will) কিন্তু, ইহা "আত্মা" নহে, ইহা চিদাভাস—ইহাই আমাদের পূর্ব্বালোচিত "অধিভূত," "ভূতাত্মা" (Personality)—আর বুদ্ধিতে প্রথম যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহার নাম "চিন্মাত্র," বা "অধিদৈবত পুরুষ" বা Individuality ; তাহার পর যাহাকে আমরা সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছি, তিনিই আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত অধিযজ্ঞ বা প্রত্যগাত্মা।

এখন আমাদিগের "আমি" কি বুঝিলাম। যিনি প্রকৃত পুরুষ বা আত্মা, তিনি স্বভাবতঃ গুণাতীত; তিনি মুক্ত এবং প্রকৃতি গুণময়ী। এই গুণময়ী প্রকৃতি তাঁহার সহিত দৃশ্যরূপ সম্বন্ধে নিয়ত অবস্থিত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যিনি গুণাতীত,—গুণসম্বন্ধরহিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিরূপে গুণসকল দৃশ্যরূপ সম্বন্ধেই বা

* ২৩শ পৃষ্ঠার পাদ-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

অবস্থিত হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে পঞ্চশিখাচার্য্য এইরূপ সূত্র করিয়াছেন,—"একমেবদর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্"। চুম্বকের সন্নিধানে থাকিলেই যেমন লৌহ চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক্ থাকিলেও গুণবর্গে স্বীয় চৈতন্যশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেন। এই গুণে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য-শক্তিকে গুণস্থ পুরুষ-প্রতিবিম্ব বলিয়া যোগসূত্রে বর্ণিত আছে এবং ইহাই আমাদিগের দ্বিতীয় পুরুষ, বা চিন্মাত্র, বা Individuality,—তাহা আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি।

এই যে পুরুষ-প্রতিবিম্ব, ইহাতে কতকটা প্রকৃত পুরুষের ভাব, এবং কতকটা গুণময়ী প্রকৃতির ভাব আছে। সূর্য্যের বিম্ব সূর্য্যকান্তমণিতে (আতস্ প্রস্তরে) পতিত হইলে, তাহাকে যদি বারুদের স্তূপে নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। এই যে অগ্নি উৎপাদনের ক্ষমতা, ইহা উহাতে ছিল না, ইহা সেই সূর্য্যেরই শক্তি। সেইরূপ পুরুষ-প্রতিবিম্ব পুরুষেরই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবার দেখা যায় যে, আতস-প্রস্তরকে পরিচালিত করিলে বিম্বও তৎসহ পরিচালিত হয়; উহা অপরিষ্কৃত হইলে সূর্য্য-বিম্বও মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার শক্তির হ্রাস হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ মণি ও বিম্ব বিভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়ের

মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মসাদৃশ্য আছে। সেইরূপ গুণের যে সমস্ত পরিণাম হয়, তৎসমস্তেরই প্রতিজ্ঞান ঐ প্রতিবিম্ব পুরুষের হয়। তাই যোগসূত্রে পুরুষকে বুদ্ধির "প্রতিসংবেদী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। * অতএব এই প্রতিবিম্ব-পুরুষও স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও গুণ-সঙ্গে গুণীর ন্যায়ই প্রতিভাত হন এবং গুণময়ী প্রকৃতিও তাঁহার প্রতিবিম্ব ধারণ করায় তাহা চৈতন্য-সমন্বিত বলিয়া মনে হয়। ইহার যে কি ফল, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, প্রত্যেক প্রতিবিম্বই আমাদিগের নিকট "আত্মা"রূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, আমাদিগের এই "আমি"-ভাবটিই আমাদিগকে অমর করিয়াছে। তাহা কিরূপে হয়? আমাদিগের সকল-কার্য্য এবং সকল বৃত্তি একটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হয়; এই সূত্রই আমাদিগের "আমি"। এই সত্যটি "বাহ্য উপায়ে তন্দ্রাভিভূত" (Hypnotised) লোকের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। একজনকে তন্দ্রাভিভূত (Hypnotised) করিয়া,—তাহাকে এক

* "স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী"।—যোগসূত্র, সাধনপাদ ২০শ সূত্র ব্যাসভাষ্য।

ময়ে একটা ভাব দেওয়া হইল, তাহার পর আবার অপর সময়ে তন্দ্রাভিভূত করিয়া অপর একটা ভাব দেওয়া ইল। এইরূপে নানা সময়ে নানা ভাব দিয়া, তাহাকে তন্দ্রাভিভূত করিয়া, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি ক ?" সে বলিবে, "আমি অমুক এবং আমি অমুক কার্য্য করিয়াছি।" তন্দ্রাবস্থায় নানা সময়ে তাহাকে যে সমস্ত ভাব দেওয়া হইয়াছে, সে সেই সমস্ত যোজনা করিয়া বলিবে যে, সে ঐ সমস্ত কার্য্য করিয়াছে বা তাহার সেই সেই ভাব হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, "আমি"-রূপ সূত্রে সে তন্দ্রাবস্থায় ভাবগুলি গ্রথিত করিয়াছে। এইরূপে নানা অবস্থায় "আমি" উদ্ভূত হয়।

স্বপ্নতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, এই "আমি"র আর একটি বিশেষত্ব জানা আবশ্যক। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদিগের যে সকল কার্য্য ও বৃত্তি "আমি"-সূত্রে গ্রথিত করে, জাগ্রদবস্থায় সেই সমস্ত সাধারণতঃ স্মরণে আসে না। সুষুপ্তি অবস্থায় ত কিছুই আসে না, তবে স্বপ্নাবস্থার কথাও আনুক্রমিক বা পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রদবস্থায় প্রকাশ পায় না। দুই একটা যাহা আসে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু ঐ সমস্ত অবস্থায় আমাদিগের "আমি" যে নিশ্চিন্ত বা আত্মহারা থাকে, তাহা নহে। যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে এই বিষয়ের আলোচনা আছে।

নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ নিদ্রাকে চিত্তের একটি বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—সকল জ্ঞানের অভাবই নিদ্রাকালে হয়; কারণ, ঐ সময়ে কোনও জ্ঞানেরই কারণ থাকে না। তখন কি বহিরিন্দ্রিয়, কি অন্তরিন্দ্রিয়—কাহারও ব্যাপার থাকে না; সুতরাং কিরূপে জ্ঞান জন্মিবে?

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে কিন্তু, নিদ্রা একটি বৃত্তি-বিশেষ; * কারণ, জাগ্রদবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, বা আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অধীরভাবে ভ্রমণ করিতেছে; অথবা আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীরে ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, ইত্যাদিরূপ যে অনুভব হয়, তাহার কারণ নিদ্রাও আমাদিগের প্রত্যয়বিশেষ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, সম্পূর্ণরূপে স্মরণে না থাকিলেও সেই সমস্ত অবস্থায় আমাদিগের "আমি"-জ্ঞান অটুট থাকে। সাধনার দ্বারা আবার এই তিন অবস্থায় "আমি"-ভাবকে তৈলধারাবৎ বিচ্ছেদশূন্য করা যায়। সাধকের এইরূপ বিচ্ছেদশূন্য ভাব হইয়া থাকে।

কিন্তু সাধারণের জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন-চৈতন্যের সব কথা

স্মরণ থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্তির কথাও স্মরণে আসে না; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নের কথা স্মরণ থাকে; স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার বিষয় স্মৃতিবহির্ভূত হয় না। "বাহ্য উপায়ে তন্দ্রাভিভূত" Hypnotised করিলেও তাহাই হয়।*

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—মানবের স্থূল-সূক্ষ্মাদি অনেকগুলি দেহ আছে। এই সমস্ত দেহের সবগুলি

* The hypnotised person on waking know nothing, save rarely, of what happened in the hypnotic trance; but when he is all up, his memory embraces all the facts of his sleep, of his waking state, and of previous hypnotic sleep.—Binet and Firi.

Schelling, the German philosopher, relates a case he observed, in whieh a clairvoyance began to cry, and said that the death of a member of the family had taken place at a distance of 150 leagues.—She added that the letter announcing the death was on its way. On awaking, she remembered nothing and was quite bright and cheerful, but when again hypnotised, she again wept over the death. A week later, Schelling found her crying, with a letter beside her on the table, announcing the death, and on asking whether she had previously heard of her illness, she answered that she had heard no such news of him, and that the intelligence was quite unexpected. Abstracted from "Isis Revelata"—Vol 1, pages 89. 92.

সকল মানবের স্বায়ত্তে নাই। যে দেহের যতখানি স্বায়ত্তে আসে, সেই দেহের ততটুকুকে দেহ বলিয়া আমাদিগের প্রতিপন্ন হয়। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে "প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্রের" ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"চৈতন্যশক্তির ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থূল "আমি" ও স্থূল বস্তু-নিচয়কে সামান্য-ভাবে পরিণত করিয়া, তাহা হইতে এক উচ্চতর "আমি" বা আত্ম-ভাব প্রকাশ করাই চৈতন্যের গতি। স্থূল আম্র স্থূল উপাধি-যুক্ত আমার রসনাকে স্পর্শ করিয়া, অম্ল-মিষ্টাদি রস-জ্ঞান উৎপন্ন করে। * * * * স্থূল আমি হইতে একটি উচ্চতর "আমি"র উদ্ভব হয়। স্থূল আম্ররস ও স্থূল উপাধিযুক্ত আমার রসনা হইতে, অম্ল মিষ্টাদি জ্ঞানের ভোক্তৃরূপ সূক্ষ্মতর "আমি"-জ্ঞানের উদ্ভব। এইরূপ চৈতন্যশক্তি স্থূল হইতে অপ্ বা বাসনা-তত্ত্বে প্রতিনিয়ত উপনীত করিতেছে। আবার এই বাসনা-প্রসূত চিত্তবৃত্তি হইতে এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে মনোময় "আমি"র প্রকাশ হয়। এইরূপে চৈতন্যের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের "আমি"র বৃত্তিগুলি জ্ঞানরূপে পরিপক্ক হইলে, তাহা হইতে উচ্চস্তরের "আমি"র প্রকাশ হয়। স্থূল সংসার-ক্ষেত্রে

বিহার করিতে করিতে আমরা বাহিরের বস্তুগুলিকে যে পরিমাণে আমাদিগের "আমি"র সহিত মিশাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা স্থূলভাব অতিক্রম করিয়া, উচ্চতর চৈতন্যে উপনীত হইতে পারি। সেইরূপ আবার জীব, মহাযোগিনী শক্তির জ্ঞানরূপ একীকরণে, যেই পরিমাণে ব্যাঘাত জন্মায়—জীব যেই পরিমাণে ভেদাত্মক আমিত্বের মোহে শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রকাশিনী শক্তির একীকরণ-ক্রিয়ার অন্তরায় হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞান-রূপে অভুক্ত বা অজীর্ণীকৃত অবশেষ হইতে জগৎ ও বস্তুনিচয় প্রকাশ পায়।* যাহাকে আমরা "আমি" হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে পারি, তাহাই জগৎ ও আমাদিগের দেহ বলিয়া মনে হয়।

স্থূলদেহাভিমানী স্থূল-দেহকেই "আত্মা" বলিয়া ভাবে; যাহার কেবল স্থূল-দেহ স্বাধিকারে, তাহার কামদেহে যে চিদাভাস, তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মনে বা বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্ব, তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ইহার বেশ আলোচনা দৃষ্ট হয়। প্রথমে অন্নরসময় পুরুষ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়; পরে দেখি, প্রাণময় পুরুষ অন্নময় পুরুষের ভিতর অধিষ্ঠিত; অতএব প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা। তদভ্যন্তরে মনোময় পুরুষ

* "প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র"—মৎকৃত ব্যাখ্যা—৭০—৭২ পৃষ্ঠা।

অবস্থিত আছেন ; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে আত্মা। তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় পুরুষ, অতএব বিজ্ঞানময় পুরুষই মনোময়ের আত্মা। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভৃগূপনিষদেও সেই কথা আছে। ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।" তিনি তাহা তপস্যার দ্বারা জানিতে উপদেশ করিলেন। ভৃগুও পিতার কথামত তপস্যা করিলেন। তাঁহার প্রথমে অন্নময় দেহকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা হইল। আবার তিনি তপস্যা করিলেন এবং তাহাতে জানিলেন—প্রাণই ব্রহ্ম। এইরূপ তপস্যা দ্বারা তিনি মন, বিজ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

সাধারণ মানবের কাম ও মনের উপর সংযম নাই ; সেইগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। তাহারা সেইগুলি বশীভূত করিতে চেষ্টাও করে না। কাম ও মন মানবকে যেই দিকে লইয়া যায়, সে অন্ধভাবে তাহারই অনুসরণ করে। কিন্তু মানুষ বলিলে বস্তুতঃ তাহার শরীরকে বুঝায় না ; শরীর যাহা চায়, আসল মানুষ ত সব সময় তাহা চায় না। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃত "আমি" ঈশ্বরের কণা ; অতএব ঈশ্বরের যাহা যাহা অভিপ্রায়, আমারও তাহাই অভিপ্রায় হওয়া উচিত।

এই স্থূলদেহও আমি নয়, সূক্ষ্ম-দেহও আমি নয়, কারণদেহও আমি নয়; কিন্তু প্রত্যেক দেহই "আমিই তোমার আত্মা" বলিয়া, আমাদের কাছে ভাণ করে এবং আমার দ্বারা আপনাদের অভাব পূরণ করিয়া লয়।

স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থায়ও তাহাই হয়। অতএব কোনও স্বপ্ন বিচার করিতে হইলে স্বপ্নাবিষ্টের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ, তাহা জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে অনেক সময়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

৩। আত্মার অভিব্যক্তি ও কারণ-শরীর।

আমরা পূর্ব্বে মানবরূপ বৃক্ষে অবস্থিত দুইটি পক্ষীর বিষয় বলিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অপরটি কিছুই ভক্ষণ করেন না, কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত থাকেন। ভোক্তা-পক্ষী নিম্নতর শাখা হইতে ফল ভক্ষণ করিতে করিতে উচ্চতর শাখায় আরোহণ করেন। এই যে উচ্চতর শাখায় আরোহণ, ইহাই জীবাত্মার অভিব্যক্তি বা বিকাশ। কিন্তু প্রকৃত আত্মার বিকাশ নাই, তিনি কেবল দ্রষ্টা।

শাস্ত্রে যে বলা হয়, আত্মার বিকাশ নাই, আত্মা পূর্ণ, তিনি ঈশ, তিনি 'জ্ঞ'—ইহা সেই দ্রষ্টৃরূপে

অবস্থিত পুরুষ, সেই প্রকৃত আত্মার কথা। জীবাত্মা আত্ম-বুদ্ধি-মন-সমন্বিত; তিনি পূর্ণ-চৈতন্যময় প্রকৃত আত্মার বীজ বা স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। তাঁহাতে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও বীর্য্য সুপ্ত বা সম্ভাব্যরূপে নিহিত থাকে। সাধারণের পক্ষে তিনি এখন বদ্ধ, তিনি অজ্ঞ ও সহায়হীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃত আত্মা, তিনি শক্তিমান্, তিনি প্রাজ্ঞ। *

শাস্ত্রে ত জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, তবে তাঁহার এইরূপ বদ্ধ, জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোহিত ভাব হয় কেন? শঙ্কর ইহার বেশ যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। কি নিমিত্ত

* This Spiritual Triad, as it is often called, Atma-Budhi-Manas, the Jivatma, described as a seed, a germ, a divine life, containing the potentiality of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution.

And now the nature, which was free in the subtle matter of his own plane, becomes bound by the denser matter, and his powers of consciousness cannot as yet function in this blinding veil. He is therein as a mere germ, an embryo powerless, senseless, helpless, while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable........This at present embryonic life will evolve into a complex being, the expression of the Monad on each plane of the universe.

Annie Besant's "Study in Consciousness".

এইরূপ হয়? কারণ—দেহসম্বন্ধবশতঃ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরভাব তিরোহিত হয়; যেমন কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তি দেখা যায় না, ইহা সেইরূপ। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন না হইলেও দেহযোগবশতঃ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া, আবার যেমন ঔষধের গুণে সেই শক্তি ফিরিয়া আসে—আপনা হইতে আসে না; সেইরূপ নষ্টশক্তি জীব ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া, তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে, আপন নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। *

তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবাত্মার বিকাশ হয়। আমরা পূর্ব্বে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আভাস বলিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধিতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব,

---

* কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সনতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? সোপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি। অস্তি চাত্র চোপমা। যথা চাগ্নের্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্যাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য। * * * অতোহনন্য এবে-শ্বরাজ্জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। * * * তৎ পুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোর্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধবীর্য্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদ্ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্।

ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

তাহাই জীবাত্মা এখন জীবাত্মার পূর্ণভাবে বিকাশ, এই কথার অর্থ কি ? যাঁহার প্রতিবিম্ব এই জীবাত্মা, তাঁহাতে মিলিত হইয়া এক হওয়া। তখন কি হয়, "অনাহতনাদ" গ্রন্থে (Voice of the Silence) সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে,—"এখন তোমার আত্মা পরমাত্মায় লয় পাইবে, তুমি তোমাতে লয় পাইবে, তোমার আত্মা যাঁহার প্রতিবিম্ব, এখন তাঁহাতে নিমজ্জিত হইবে। এখন তোমার ভেদাত্মক 'আমি'-জ্ঞান কোথায় ? এখন তুমিই বা কোথায় ? অগ্নিকণা এখন অগ্নিতে মিশিয়াছে, বারিবিন্দু মহাবারিধিতে মিলিয়াছে। *

জীবাত্মার এই বিকাশ কিরূপে হয়, এইবার আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সূর্য্যের রশ্মি একখণ্ড দর্পণে পতিত হইলে, দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দর্পণে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বিকশিত হইল সত্য, কিন্তু দর্পণে পতিত সমস্ত সূর্য্যরশ্মিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় না,

---

* And now thy Self is lost in Self, Thyself unto Thyself, merged in That Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the ever-present ray become the All and the eternal radiance.

The voice of the Silence.

তাহাদিগের কিয়দংশ দর্পণকর্ত্তৃক গ্রস্ত (absorbed) হইয়া দর্পণে উত্তাপ বৃদ্ধি করে, কিয়দংশ পরাবৃত্ত হইয়া (reflected) দর্পণখানিকে আমাদিগের নয়ন-গোচর করিয়া দেয়, কিয়দংশ আবার দর্পণ হইতে বিকীর্ণ (radiated) হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। দর্পণখানি পূর্ণ-প্রতিফলক হইলে সূর্য্য আর প্রতিবিম্বে ভেদ থাকে না, তাহা আর কোনও কার্য্য না করিয়া কেবল সূর্য্যকেই সম্পূর্ণভাবে দেখায়। এই জীবাত্মারও ঠিক তাহাই হয়।

আমাদিগের বুদ্ধিই উদাহরণের প্রতিফলক দর্পণ, পরমাত্মা সূর্য্যস্থানীয় এবং জীবাত্মা দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্ব। বুদ্ধি-দর্পণ যখন সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মাকে প্রতিফলিত করে, যখন তাহা পরমাত্মা-"রশ্মিকে" পরাবৃত্ত করিয়া আমাদিগের ভেদাত্মক বিশিষ্ট "আমি"কে সৃষ্টি না করে, যখন তাহাতে পরমাত্মা-"রশ্মি" গ্রাসিত হইয়া আমাদিগের ভেদাত্মক "আমি"র সুখদুঃখবোধ জন্মাইয়া না দেয়, যখন তাহা হইতে পরমাত্মা-"রশ্মি" চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া আমাদিগের ভেদাত্মক "আমি"র ভেদাত্মক "কর্ম্ম" করায় না, তখনই পরমাত্মার ও জীবাত্মার সম্পূর্ণ যোগ সংসাধিত হয়। ইহাই জীবাত্মার পূর্ণ বিকাশ এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহার জন্যই মানব-জন্ম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, রঙ্গালয়ে গোপালের প্রতিরাত্রের যে অভিনয়-বেশ, তাহা অতিশয় অস্থায়ী। এই অস্থায়ী লক্ষণ, চৈতন্য বা নারদাদি বেশের অভ্যন্তরে অভিনেতা গোপালের যে "আমি"-ভাব, উহা একটি স্থায়ী ভাব। আমরা উহাকে অধিদৈব বা (Individuality) বলিয়া আসিয়াছি। যেমন মানব একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন, সেইরূপ ইনি দেহের পর দেহান্তর গ্রহণ করেন। ইঁহার যে স্থায়ী প্রকৃত দেহ, তাহার নাম "কারণ-শরীর।" সমস্ত মানবের এই কারণ-শরীর আছে, কিন্তু মানবেতর আর কোনও জীবের তাহা নাই। ইহাই মানবের বিশেষত্ব। আমরা পূর্ব্বে এ কথার আলোচনা করিয়াছি।

কারণ-শরীর সকলের আছে সত্য, কিন্তু ইহা সকলের সমানভাবে বিকসিত নয়। সূক্ষ্মদর্শী যোগসিদ্ধিযুক্ত সাধকের নেত্রে তাহা গোচরীভূত হইতে পারে এবং তাঁহারা বিভিন্ন মানবের কারণ-শরীরের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অনুন্নতাত্মা মানবের কারণ-শরীর বর্ণহীন ও অবিকসিত; ইহার অস্তিত্ব অতি কষ্টে কোনও ক্রমে অনুমিত হয়।

মানবের বুদ্ধি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধির সহিত তাহার কারণ-শরীরের আকার, বর্ণ ও দীপ্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে থাকে। আমরা পূর্ব্বে মানবের সূক্ষ্ম-শরীরের

কথা বলিয়া আসিয়াছি। কারণ-শরীর তাহা হইতে আরও সূক্ষ্ম এবং সুন্দর। ইহার দীপ্তির নিকট সূক্ষ্মদেহের উজ্জ্বল বর্ণও নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়।

সূক্ষ্মদেহ হইতে ইহার আর একটি বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পাপাচার, নীচতা বা দুষ্টতা বলি, সেই সমস্ত ইহাকে কোনও প্রকারে রঞ্জিত করিতে পারে না। পরন্তু সূক্ষ্ম-দেহের ব্যবহার যে অন্য প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—ক্রোধে, ঘৃণায়, ইন্দ্রিয়লালসায়, হিংসায় তাহার বর্ণ ও দীপ্তি পরিবর্ত্তনশীল। সদ্‌ভাব, অসদ্‌ভাব, মানসিক উত্তেজনা ও মানসিক অবসাদ সূক্ষ্মদেহে নানা তরঙ্গ তুলে। কাহার মনে কি ভাব খেলিতেছে, তাহা তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিলেই বলিতে পারা যায়। কিন্তু কারণ-শরীরে তাদৃশ তরঙ্গ হয় না।

সদ্‌ভাব, সৎ-চিন্তা এবং ধর্ম্মের সাধনায় কারণ-শরীর বর্দ্ধিতায়তন হয়। অসৎ-চিন্তা বা অসদ্‌ভাবের পরিপোষণে কারণ-শরীরের দৃশ্যতঃ কোন বিকার হয় না। মানবের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপী, তাহারও কারণ-শরীরে পাপের কোনও রঞ্জন বা অঞ্জন দৃষ্টি-গোচর হয় না। সূক্ষ্মদর্শী দেখেন যে, তাহার কারণ-শরীর বিন্দুমাত্র বিকশিত হয় নাই।

আবার অন্যদিকে যিনি ধর্ম্মপথে চলেন, তাঁহার কারণ-

শরীর সুন্দরভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। উন্নতচেতা ব্যক্তিদিগের কারণ-শরীর অতিশয় সুন্দর-দর্শন ও দীপ্তিশালী। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের কারণ-শরীর দিগন্তব্যাপী, মণ্ডলাকৃতি। তাহা বিবিধ জীবন্ত বর্ণের রঞ্জনে অতি মনোহর। মানব-ভাষা তাহার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে অসমর্থ। যিনি তাহা একবার দেখিয়াছেন এবং যিনি অনুন্নতাত্মা লোকদিগের অর্দ্ধস্ফুট কারণ-শরীর অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহার নিকট জীবাত্মা যে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েন এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত সত্য।

৪। সংবিতের ত্রিধারা

শরীরী বা দেহীর বা চৈতন্যের তিন বিভিন্ন অবস্থায়,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, বা এই তিন অবস্থায় চৈতন্যের যে তিনটি ভাব হয়, তাহার স্বল্প আলোচনা করা যাক্। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন; তবে তাহা বিরাট্ চৈতন্যের কথা। কিন্তু যাহা সমষ্টিভাবে সত্য, তাহা ব্যষ্টি জীবের বিষয়েও প্রযুক্ত হইতে পারে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে যে, আত্মা চতুষ্পাৎ—বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মভাব। তাহা কিরূপ? উপনিষদ্ বলিতেছেন,—জাগ্রৎ

অবস্থায় আত্মা স্থূল উপাধির যোগে স্থূল-জগৎ ভোগ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় বৈশ্বানর। * স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্ম উপাধির যোগে সূক্ষ্ম-জগৎ ভোগ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় তৈজস (astral)। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা কারণ উপাধি-যোগে আনন্দ ভোগ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রাজ্ঞ। তুরীয় অবস্থায় আত্মার পক্ষে জগৎ-প্রপঞ্চের উপশম হয়। তখন তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। † আমাদিগের চতুর্থপাদ্ বা তুরীয় অবস্থার বিষয় আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

স্বপ্ন-চৈতন্যের মূল শ্লোকে যে "প্রবিবিক্তভুক্" কথাটি আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত। প্র, অর্থাৎ

---

* বৈশ্বানর—বিশ্ (জ্ঞাত হওয়া)+ব=বিশ্ব,—যাহা সকলের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়—স্থূল-জগৎ। এই বিশ্বকে যিনি ভোগ করেন, তাহার নাম বৈশ্ব। নর—ন (না)+র (ক্ষয়প্রাপ্ত)—রাঙ্ (ক্ষয়ে), +ড। অতএব বৈশ্বানর অর্থে, স্থূল-জগতের যিনি অক্ষয় ভোক্তা।

† জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ...স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। ৩

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ...প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

......সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫

......প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭

প্রকৃষ্টরূপে (জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত বস্তু হইতে) বিবিক্ত (বিশেষীকৃত—Differentiated) হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়, তাহারা এক প্রকার বাহ্যতঃ "সৎ" পদার্থ; কারণ, যে কেহ ঐ অবস্থায় থাকে, সে ব্যক্তি সেই বস্তু অনুভব করিতে পারে; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যাহা অনুভূত হয়, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার মানসে অঙ্কিত জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়ীভূত পদার্থের পুনরাবির্ভাব মাত্র এবং তাহা কেবল স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টারই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মনোরূপী অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তাহার জ্ঞান হয় বলিয়া তাহাকে "অন্তঃ-প্রজ্ঞঃ" বলা হইয়াছে।

একই আত্মা এই তিন অবস্থায়,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে কার্য্য করেন,—"এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু।" * আমরা মানবের দেহতত্ত্ব আলোচনার সময় তাহার বিচার করিয়া আসিয়াছি। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও ইহা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্রেডারিক মায়ার্স সাহেব বলিয়াছেন,—"মানব তিন অবস্থার মধ্যে কার্য্য করে,—সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, সেই পৃথিবীতে স্থূল-চৈতন্যে,

---

* ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্—৩—১।

ইথরীয় লোকে সূক্ষ্ম-চৈতন্যে এবং তাহা হইতে আরও সূক্ষ্মতর লোকে সূক্ষ্মতর চৈতন্যে। শেষোক্ত এই লোকের আর একটি নাম স্বর্গ। * এই তিন লোকই আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ।

---

* Man lives in three environments the physical—the ethereal and the metetherial, that which is called the heaven world.—Myer's Human Personality.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:•:—

নিদ্রাবস্থা।

১। নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-দেহের সংক্রমণ।

মানুষ যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন তাহার সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার সন্নিকটে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। আমরা যাহাকে নিদ্রা বলি, তাহা সূক্ষ্মদেহের এই সংক্রমণ মাত্র। যাঁহারই সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, তিনিই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যোগশাস্ত্র ৩,৫০,০০০ নাড়ীর কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত নাড়ী দেহ-তত্ত্ববিদের স্নায়ুমণ্ডলী (nerves) হইতে স্বতন্ত্র। জাগ্রদবস্থায় এই সমস্ত নাড়ী দিয়াই আমাদের বাহ্য জগতের অনুভব হয়। আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলী বাহ্য দৃষ্টিতে সমস্ত অনুভূতির প্রণালী বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাড়ীগুলিই সকল অনুভূতির নিমিত্ত-কারণ। স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণ-সূত্রদ্বারা এই সমস্ত নাড়ী দেহ হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় মানসে যে সমস্ত চিত্রের অঙ্কন হয়, যে সমস্ত ছায়াপাত হয়, দেহী সেই সমস্ত চিত্র দর্শন করেন। সুষুপ্তির অবস্থায় বা গাঢ় নিদ্রার সময় সেই মন

উৎক্রান্ত হইয়া কারণ-শরীরে আহৃত বা নিহিত হয়। যোগের ভাষায় এই তত্ত্ব আর এক ভাবে উক্ত হয়। চিত্ত জাগ্রৎকালে ত্বগিন্দ্রিয়ে, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং সুষুপ্তিকালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে।

সূক্ষ্মদর্শী দেখিতে পান যে, নিদ্রার সময় সূক্ষ্মদেহ স্থূলোপাধি হইতে নিষ্ক্রামিত হইলেও তাহা স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না, একটা অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সূত্রের দ্বারা তাহা স্থূল-দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। মৃত্যু ও নিদ্রার ইহাই পার্থক্য। মৃত্যুও নিদ্রা, তবে তাহাতে এই যোজক সূত্র থাকে না,—স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এইখানে পাঠকদিগকে আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিই। আমরা যাহাকে পিণ্ডদেহ বলিয়া আসিয়াছি, সেই ইথারীয় দেহ নিদ্রাকালে প্রায়শঃ স্থূল দেহ হইতে নির্গত হয় না, তাহা স্থূলদেহের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে।

নিদ্রা ও মৃত্যুর পার্থক্য।

নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহ কিরূপে স্থূল হইতে উদ্‌গত হইয়া অবস্থান করে, আমরা তাহা দেখিলাম। এখন দেখিব, এইরূপ হইলে জীবাত্মার অবস্থা কি হয়? তাহার বিবিধ শরীরেরই বা কিরূপ কার্য্যকলাপ হইতে থাকে। মনে করুন, একজন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ভাণ্ড ও পিণ্ড-দেহ-সমন্বিত তাহার

স্থূল শরীর স্থিরভাবে শয্যায় শায়িত আছে; তাহার সূক্ষ্ম দেহ তদ্রূপ স্থিরভাবে তাহার স্থূল-দেহের ঠিক উর্দ্ধে ভাসমান হইয়া অবস্থিত আছে। এই সময়ে তাহার অতি স্থূল বা ভাণ্ডদেহস্থ মস্তিষ্কে এবং তাহার সূক্ষ্মদেহে চৈতন্যের ক্রিয়া কিরূপ হইতে থাকে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে দেখা যা'ক্।

২। ভাণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী।

নিদ্রাকালে জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহসাহায্যে স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইলে, স্থূল-দেহের যে পূর্ণভাবে সংজ্ঞালোপ হয়, তাহা নয়। তাহাতে অতি ক্ষীণভাবে চেতনা থাকে। কিন্তু তাহা চৈতন্যাধার জীবের চেতনা নহে। কারণ, জাগ্রৎ কালে যেরূপ সংজ্ঞা থাকে, এই সংজ্ঞা তাহা হইতে বিভিন্ন। যে সমস্ত কোষাণু দিয়া তাহার স্থূলতম শরীরটি গঠিত, তাহাদিগের বিশিষ্ট চেতনার সমবায়-যোগে যে এই অদ্ভুত চৈতন্যের উৎপত্তি, তাহাও বলা যায় না,—তাহা এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র এক বিশেষ চৈতন্য। আমরা তাহাকে স্থূল দৈহিক চেতনা বলিব। এই যে অভিনব চৈতন্যের কথা বলিলাম, তাহা আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্থূল দেহের চৈতন্য।

বাষ্পসাহায্যে সংজ্ঞা লোপ করিয়া কখন কখন দন্ত উৎপাটিত করা হয়। যিনি এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই

পূর্ব্ব-কথিত চৈতন্যের কথিত ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন থাকিলেও দন্ত উৎপাটনের সময় সে অস্ফুট চীৎকার করে, মুখগহ্বরাভিমুখে হস্ত লইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্রিয়ার অর্থ কি? এই সমস্ত হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সে বেদনার যন্ত্রণা অন্তরে অন্তরে কিয়ৎ-পরিমাণে অনুভব করিতেছে। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "দন্তোৎপাটনের সময় সে কি কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছিল?" সে উত্তর করে,— "না আমি কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই।" ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্থূল দেহেরও এক প্রকার চৈতন্য থাকে। প্রকৃত মানবের যদ্যপি এ চৈতন্য হইত, তাহা হইলে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, তাহার স্মৃতিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থার ক্রিয়াকলাপ সমস্তই থাকিয়া যাইত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এই ক্রিয়া স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া-জনিত (Reflex action)। এই উত্তরে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবিদের এই উত্তরটি মূলাহীন; কারণ, এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, "স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া" তাহার কারণ নয়, তাহারই নামান্তর মাত্র। চা'লভাজা কি—ইহার উত্তরে ভাজা চা'ল বলিলে, যেমন বুঝান হইল, বৈজ্ঞানিকের এই উত্তরও অনেকটা তদ্রূপ।

নিদ্রাবস্থা।

আমরা দেখিলাম যে, চৈতন্যের আধার মানব জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহের সহিত স্থূলদেহ হইতে উদ্গত হইলেও স্থূলদেহে একরূপ চৈতন্য থাকে। কিন্তু এই চৈতন্য অতি ক্ষীণ, অতি ম্লান; অতএব জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা মানবদেহকে যেরূপ আয়ত্ত রাখিতে পারে, নিদ্রায় সময় তদ্রূপ পারে না। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—কিরূপে শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদিগের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্য্যের বিকার হয়। জাগ্রদবস্থায় মানবের চৈতন্যের পূর্ণ আয়ত্তকালে যদি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া অস্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করে, তবে নিদ্রা-কালে যখন মস্তিষ্ক ক্ষীণ চৈতন্যের অল্প আয়ত্ত থাকে, তখন যে সে অধিকতর অস্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তাই খাদ্যসামগ্রী সম্যক্ পরিপাক না হইলে, আমরা নানারূপ অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখিতে থাকি।

এই চৈতন্যের বিশেষত্ব কি?

নিদ্রাকালে এই স্থূল দৈহিক চৈতন্যের অনেক বিশেষত্ব আছে; এখন আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। ইহা ঠিক প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে; নির্ব্বাচন বা বিচার করিবার শক্তি ইহার থাকে না। তাই ইহার কার্য্যে একটা অসংলগ্নতা, একটা বিপর্য্যয়, অনেকটা অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব,—ইহা

কোনও ভাবকে ভাবরূপে ধারণা করিতে পারে না। কোনও ভাব আসিলে, তাহা ভাবরূপে গ্রহণ না করিয়া, দৃশ্যরূপে গ্রহণ করে এবং সে নিজেই সেই দৃশ্যের নায়ক হয়। নিরালম্ব বা নির্ব্বিশেষ চিন্তা (abstract thought) বা স্মৃতি আসিলেই তাহা প্রত্যক্ষ গোচরোপযোগী একটা কাল্পনিক দৃশ্য বা চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়। মনে করুন, কোনও রূপে নিদ্রিতের পার্থিব মস্তিষ্কে কোনও মহত্ত্বের ভাব আসিয়া প্রতিঘাত করিল, অমনি সে স্বপ্নে দেখিবে যে, সেই মহত্ত্ব-ভূষিত একজন মহাপুরুষ আসিয়া তাহার নিকট তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। সেইরূপ ঘৃণার চিন্তা আসিলে, সে স্বপ্ন দেখিবে যে, একজন লোক আসিয়া নিদ্রিতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।

আবার কোনও দেশ বা স্থানের কথা স্মরণে আসিলে, নিদ্রিত ব্যক্তি কল্পনা করে যে, সে সেই দেশে বা স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যখন জাগ্রদবস্থায় কলিকাতায় বসিয়া দিল্লী বা আগ্রার বিষয় চিন্তা করি, তখন কল্পনা আমাদিগকে তত্তৎ স্থানে লইয়া যায়, এবং আমরা তত্রত্য সৌন্দর্য্য কল্পনা-সাহায্যে দেখিতে থাকি ; কিন্তু সেই সময়ে আমাদিগের কি মনে হয় যে, আমাদিগের স্থূলদেহ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সেই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে ? তাহা হয় না। আমরা বিচারশক্তি দ্বারা অতি সহজেই বুঝিতে

পারি যে, আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অপর কোথাও যাই নাই। স্বপ্নাবস্থায় কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, আমরা প্রকৃতই সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যাহার সাহায্যে আমরা বিচার করিতে পারি, সেই মনোময়-কোষ সূক্ষ্মদেহের সহিত আমাদিগের স্থূলদেহ ত্যাগ করায়, আমাদিগের অলীক কল্পনাকে সংযত করিবার আর কিছুই থাকে না। তাই আমাদিগের মনে হয়—আমরা যথার্থই সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছি।

এইরূপ স্বপ্নে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। ইহার বিশেষত্ব এইটুকু—স্বপ্ন-দ্রষ্টা সহসা যে একস্থান হইতে অপর স্থানে উপস্থিত হয়, তাহতে সে বিস্মিত হয় না। এইরূপ যে কেন হয়, তাহা হয়ত আমার বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হইতে বিস্ময় উৎপাদিত হইতে পারে, স্থূল মস্তিষ্কে এমন কিছুই নাই। স্থূল মস্তিষ্ক সাহায্যে কেবল একখানি চিত্র উৎপাদিত হয়, এবং তাহাই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ের বা দ্রব্যের অনুক্রম বা পারম্পর্য্য বিচার করা মনের ক্রিয়া,—তাহা স্থূল মস্তিষ্কের ক্রিয়া নহে।

একথা সকলেই জানেন যে, অনেক সময়ে প্রিয়তমের একখানি অতি পুরাতন ছিন্ন পত্র, একটি ক্ষুদ্র শব্দ বা কথা,

গানের একটি কলি, একটি সুর, বা সামান্য একটি পুষ্প, আমাদিগের বিস্মৃত জীবনের অনেক হারা'ন কথা মনে জাগাইয়া দেয়। আবার অতীত ঘটনা, পূর্ব্বের বিস্মৃত কাহিনী অভিনব বেশে মানসে জাগিয়া উঠে। হর্ষে দুঃখে, লোভে উৎসাহে, ক্রোধে ও প্রেমে আমরা যুগপৎ বিভোর হই। এই ত হইল জাগ্রদবস্থার কথা। স্বপ্নাবস্থায়ও এইরূপ একটি স্মারক বা নিদর্শন তৎসম্বন্ধীয় অতীতকালের কতকগুলি চিত্র জাগাইয়া দেয়। কিন্তু সেই চিত্রগুলি প্রায় অসংবদ্ধ বা অসংলগ্ন। অতএব তাহাদিগের ব্যঞ্জনায় বা সংহতিতে জীবনের সেই অতীত আখ্যায়িকাটি অঙ্কন করিতে পারে না। বায়স্কোপের (Bioscope) চিত্রগুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া এবং তাহারা নেত্রপটে যুগপৎ জায়মান হয় বলিয়া, আমরা সেই চিত্রগুলির সংহতিতে একটা দৃশ্য দেখিতে পাই; কিন্তু যদি তাহারা সেইরূপ না হয়, যদি সেই চিত্রসমষ্টির মধ্য হইতে কতকগুলি অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যঞ্জনায় কোনও নির্দ্দিষ্ট দৃশ্য না দেখাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সম্বন্ধহীন চিত্রই দেখা যায়। স্বপ্নাবস্থায় ঠিক তাহাই হয়। স্বপ্নে সংলগ্ন চিত্রগুলি ঠিক পর পর মনে আসে না, অতএব এইরূপ হয়। আর স্মরণেই বা আসিবে কি করিয়া? একজনকে যদি কোনও সময়ে কতকগুলি অর্থহীন—সম্বন্ধহীন কথা বলিয়া, পরে

তাহাকে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে বলা হয়, সে যেমন তাহা পারে না, স্বপ্নকালেও ঠিক সেইরূপ সমস্ত চিত্রগুলিকে আমাদিগের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, জাগ্রদবস্থায় স্মৃতি আসে কেন? জাগ্রদবস্থায় স্মারক ভাবোদ্দীপক; অতএব যেমন অর্থযুক্ত বাক্য অতি সহজেই স্মৃতিতে আসে, সেইরূপ ভাবটি মনে আসিলে তাহাই সমকাল-সম্ভূত চিত্রগুলি গঠন করিয়া দেয়।

এই স্থূল মস্তিষ্ক-চৈতন্যের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা অতি মৃদু স্পর্শ বা অতিক্ষীণ ধ্বনি বেশ অনুভব করিতে পারে। কেবল এই অনুভব করিয়াই ইহা নিশ্চিন্ত হয় না,—ইহা তিলকে তালে পরিণত করে। সেই সামান্য অনুভূতিকে বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে একটা মহা ব্যাপারে পরিণত করে। এই তত্ত্বটি বুঝিতে আমরা নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

একজন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহার ফাঁসি হইয়াছে। সে স্বপ্নে প্রকৃতই বন্ধনের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল। কেন যে এইরূপ ভীষণ স্বপ্ন দেখিল, এইটি নিরাকরণ করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, তাহার পিরাণের কণ্ঠবেষ্টিকা তাহার গলদেশকে সজোরে চাপিয়া রহিয়াছে। নিদ্রিত আর এক ব্যক্তিকে একটি

উদাহরণ।

পিন্ (Pin) ফুটাইয়া দেওয়ায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে আততায়ী তাহাকে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। একজনকে সামান্য জোরে চিমটি কাটায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, সে এক ভীষণ বন্য জন্তুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে। ফরাশীস মরি সাহেব (Maury) একটি সুন্দর স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন,—

একদিন তিনি শয্যায় শায়িত ও নিদ্রিত আছেন। তাঁহার পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে পিত্তলের বেষ্টনী। দৈবক্রমে তাঁহার শিরস্থ বেষ্টনীটি স্থানচ্যুত হইয়া তাঁহার গলদেশকে স্পর্শ করিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ভীষণ বিপ্লবে সমস্ত ফরাসী দেশ গ্রাস করিয়াছে। তিনি একজন তাহার অভিনেতা। শেষে বিপক্ষ পক্ষ গিলোটিনে (Guillotin) তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল।

অপর একজন লিখিয়াছেন,—প্রতিদিন তিনি স্বপ্ন দেখিতেন, যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকট চাৎকার ও বজ্রের নির্ঘোষ হইতেছে। প্রথম প্রথম তিনি কিছুতেই ইহার কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই; অবশেষে তিনি তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি প্রায় শয়নকালে তাঁহার কর্ণ পিধানের উপর সংন্যস্ত করিতেন। তিনি দেখিলেন, তাহাতে একপ্রকার অস্ফুট মিশ্রিত (আবদ্ধ বায়ুর জন্য রুধিরের প্রবাহজনিত ইত্যাদি)

শব্দ হইতেছে। তিনি স্থির করিলেন, এই শব্দই স্বপ্নকালে ঐ মেঘগর্জ্জনের উৎপাদক। তিনি অন্যভাবে শয়ন করিয়া আর এইরূপ শব্দ অনুভব করিতেন না।

বাহ্য উপায়ে স্বপ্ন দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরীক্ষা।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় বাহ্য উপায়ে স্বপ্নাবস্থা আনিয়া স্বপ্ন-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা প্রত্যেক বারেই যে এইরূপ কৃত্রিম স্বপ্নাবস্থা আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা নহে; তবে তাঁহারা কখন কখন সমর্থও হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের পরীক্ষার দুই একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একজন নিদ্রিত ব্যক্তির গলদেশে সহসা করাঘাত করিয়া তাহাকে জাগরিত করা হইল। সে জাগরিত হইবামাত্র তাহাকে প্রশ্ন করা হইল,—"তুমি কি কিছু স্বপ্ন দেখিতেছিলে?" জাগ্রৎ ব্যক্তি উত্তর করিল,—"হাঁ আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—যেন আমি এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছি। তাহার পর আমি ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হই। দেখিলাম, সম্মুখে বিচারক, আমার বিচার হইতে লাগিল। সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। আমি অপরাধী, ইহা সপ্রমাণ হইল এবং বিচারক আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি বধ্যভূমিতে নীত

হইলাম। আমার গলদেশে গিলোটিনের ছুরিকা নামিল। ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।”

জারমানী দেশীয় রিচার্স (Richers) সাহেব লিখিয়াছেন,—“একজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে বন্দুকের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাহার স্বপ্নের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। সে বলিল—সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন সে সৈনিকের কার্য্য করিত। অবশেষে কোনও কারণে সে স্বদেশত্যাগ করিয়া পলাতক হয় এবং নানারূপ কষ্ট সহ্য করে। পরে সে ধৃত হইল এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। দুর্গের সন্নিহিত ময়দানে সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া সে দণ্ডায়মান, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটি বন্দুক হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইল, বন্দুকের শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল। ইহাতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।”

সাফেন্‌স্ (Suffens) নামক একজন জার্মান্ লেখক লিখিতেছেন,—“বাল্যকালে আমি এক শয্যায় ভ্রাতার সহিত নিদ্রিত আছি, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোনও নির্জ্জন পথিমধ্যে বিচরণ করিতেছি। হঠাৎ একটা বিকটাকার বন্যজন্তু আমাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্য ছুটিতেছি, সেই পশুও আমার পিছু পিছু ছুটিতেছে। অবশেষে আমি সম্মুখে সোপানরাজি দেখিতে পাইলাম এবং তাহার সাহায্যে

উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ভয়ে ও শ্রমে অভিভূত হইয়া আমি এক প্রকার চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া পড়িলাম। সেই ভীষণ জন্তু আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমার উরুদেশ আহত করিল। ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু জাগরিত হইয়া দেখি যে, আমার ভ্রাতা আমার উরু-দেশে চিম্‌টি কাটিয়াছে।”

উপসংহার।

আমরা এইরূপে দেখিলাম,—স্থূল দৈহিক মস্তিষ্ক স্বপ্ন-চৈতন্যকে কিরূপ জটিল করে; আমরা দেখিলাম,—তাহা কিরূপ অতি সামান্য সাধারণ বিষয়কে অতিরঞ্জিত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অভিনব উপন্যাস প্রস্তুত করে। এখনও আমাদিগের স্বপ্নোদ্ভাবক অন্যান্য কারণের কথা আলোচনা করা হয় নাই। আমাদিগের পিণ্ডদেহ, কামদেহ, মন ইত্যাদির সহিত স্বপ্নচৈতন্যের কিরূপ সম্পর্ক তাহা এবং স্বপ্নবিষয়ক আরও অনেক কথা বলা হয় নাই। আমরা তাহা ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

৩। পিণ্ডদেহের মস্তিষ্ক।

আমরা পিণ্ড দেহের আলোচনা কালে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, স্থূল-দেহস্থিত (ভাণ্ড দেহস্থিত) মস্তিষ্ক

অপেক্ষা ইহা কত অল্পতর কারণে বিকৃত হয়। আমরা তথায় বলিয়া আসিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় চৈতন্যের যে বিকার দৃষ্ট হয়, নিদ্রাকালে বা স্বপ্নাবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক বিকার হয়। আমরা এইবার এই সত্যের অল্পাধিক বিশদভাবে আলোচনা করিব। নিদ্রাবস্থায় মানব চৈতন্য, সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া, স্থূলোপাধি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে মানবের পিণ্ড দেহ তাহার ভাণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না; তাহা সাধারণতঃ ভাণ্ড দেহের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায় মানব-চৈতন্য যেরূপ পিণ্ড দেহকে স্বায়ত্তে রাখে, নিদ্রাকালে তাহা উদ্গত হইলে, যে অতি ক্ষীণ চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই দেহকে সেরূপ স্ববশে রাখিতে পারে না। অতএব নানা বাহ্য কারণে তাহা অভিপন্ন হয়।

অপরের চিন্তা-স্রোত।

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী অবলোকন করেন, তাহা হইলে তিনি কি দেখিতে পান? অনন্ত চিন্তাস্রোত কোথা হইতে আসিতেছে, নিদ্রিতের পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্ককে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে। প্রাবৃটের পূর্ণিমা রজনীতে গগনের যে সুন্দর দৃশ্য হয়, তাহার সহিত ইহার বেশ তুলনা হয়। গগনে বিক্ষিপ্ত

অনন্ত জলদ-খণ্ড পবন-হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে পর্য্যায়-ক্রমে আসে, ক্ষণকালের জন্য অমৃতধারাবর্ষী চন্দ্রমাকে আচ্ছন্ন করে, তাহার পর আবার অনন্ত গগনে ভাসিয়া যায়। নিদ্রিত ব্যক্তিরও ঠিক তাহাই হয়। সাধারণে মনে করিতে পারেন, এই যে নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গাবলি, ইহারা সমস্তই নিদ্রিতের নিজের চিন্তা। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ যাহার সাহায্যে মানব চিন্তা করিতে সমর্থ হয়, সেই মন নিদ্রাকালে তাহার ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ-সমন্বিত স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া উদ্গত হইয়া যায়। অতএব তখন পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কে আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না। ইহারা তাহার নিজের চিন্তারাজি নহে। অপরের চিন্তাসমূহ যাহা সাধারণের অদৃশ্যভাবে মেঘ-খণ্ডের ন্যায় শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহারা তৎসমস্ত।

চিন্তামূর্ত্তি বা কৃত্যা।

কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন যে, ও আবার কি কথা? মানব-চিন্তা কি কখনও ধূলি-পটলের মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে? সত্য সত্যই চিন্তাগুলি এক একটি মূর্ত্তি-বিশেষ। তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবে তাহারা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তাহা আমাদিগের এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনটিই নয়। ইহারা আমাদিগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় এবং সেই অনুভবকে দিব্যদর্শন বলে। যাঁহারই

দিব্য-দৃষ্টি বিকসিত হইয়াছে, তিনিই তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে পারেন। পাইওনিয়র (Pioneer) পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব দক্ষ সম্পাদক, স্বাধীনচেতা শ্রীযুক্ত এ, পি, সিনেট্ মহোদয়ের পূর্ব্ব জীবনের সুকর্ম্মের ফলে তিনি এক মহর্ষির কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে অনেক সময়ে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন এবং কখন কখন পত্রিকাও লিখিতেন। সিনেট্ মহোদয় The Occult World (আধ্যাত্মিক জগৎ) নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ অনেক উপদেশ ও পত্রিকা সঙ্কলিত আছে। আমি পাঠকবৃন্দকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে শিক্ষাপ্রদ ও আশ্চর্য্য-জনক অনেক কথা সন্নিবেশিত আছে। আমি সেই পুস্তক হইতে মহাপুরুষের একখানি পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি; মূল পত্রিকা খানিও পাদ টিপ্পনীতে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। মহাপুরুষ লিখিতেছেন,—

"মানবের মানসে উদিত ভাব, সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটি প্রাণিরূপে পরিণত হয়। এই প্রাণিগণের জীবন-কাল তাহাদিগের স্রষ্টার চিন্তার একাগ্রতা ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে। চিন্তা সৎ হইলে তৎসৃষ্ট মূর্ত্তি, সৎক্রিয়াশালী শক্তিমান্ বন্ধুরূপে এবং অসৎ চিন্তায় প্রসূত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শত্রুরূপে বিচরণ করে।

এই মহাশূন্যে আমরা অহরহঃ প্রতিমুহূর্ত্তে এইরূপ কতশত প্রাণী সৃষ্টি করিতেছি। আমাদিগের প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আবেগ ও আসক্তি হইতে একটি চিন্তা-মূর্ত্তি প্রসূত হইতে থাকে। মহাশূন্যে এইরূপ কি মহান্ প্রাণি-স্রোত চলিতেছে; এবং তাহা কিরূপ চৈতন্য-বিশিষ্ট শক্তিবান্ অপর প্রাণীর উপর প্রতিক্ষণে কার্য্য করিতেছে! ইহারা হিন্দুর কর্ম্ম ও বৌদ্ধের স্কন্দ। যোগী ইহাদিগকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় প্রসব করেন, অপর লোক অজ্ঞাত ভাবে তাহা প্রসব করে।"*

*........."Because every thought of man upon being evolved passes into the inner world, and becomes an active entity by associating itself, coalescing we might term it, with an elemental—that is to say, with one of the semi-intelligent forces of the kingdoms. It survives as an active intelligence—a creature of the mind's begetting . for a longer or shorter period proportionate with the original intensity of the cerebral action which generated it. Thus, a good thought is *perpetuated* as an active, beneficent power, an evil one as a maleficent demon. And so man is continually peopling his current in space with a world of his own, crowded with the offsprings of his fancies, desires,

ঋষি যাহা পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন ভগবানের উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। গীতায় আছে,—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ।"

[ভূতদিগের ভাব (উৎপত্তি), উদ্ভব (বৃদ্ধি)-কারক যে বিসর্গ, তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকথিত অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয়, তাহাই কর্ম্ম। যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে অসংখ্য জীবভাবসম্পাদক সৃষ্টি-ব্যাপার, তাহাই আদি-কর্ম্ম রূপে অভিহিত হয় বা তাঁহার সেই কল্পনা বা চিন্তা—"যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—যেমন আদি কর্ম্ম, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের পূর্ব্বোক্ত জীব-সৃষ্টি "কর্ম্ম"নামে অভিহিত হয়।]

শাস্ত্র পূর্ব্বকথিত মানব-চিন্তা-সৃষ্ট-মূর্ত্তিকে 'কৃত্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোথাও ব আবার তাহা-দিগকে "যক্ষ-দেবতা-বিশেষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই

impulses and passions; a current which reacts upon any sensitive or nervous organisation which comes in contact with it, in proportion to its dynamic intensity. The Buddhist calls this his *Shandba*; the Hindu gives it the name of *Karma.* The adept involves these shapes consciously; other men throw them off unconsciously.........'

The Occult world, page 13c.

সমস্ত চিন্তা প্রসূত মূর্ত্তির এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণও আছে। সূক্ষ্মদর্শী তাহাদিগকে দেখিতে পান। এইরূপে যাঁহারা এই সমস্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে চিন্তামূর্ত্তির সুন্দর ও সুরঞ্জিত চিত্র সাধারণের সমীপে প্রচার করিয়াছেন। পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট মহোদয়া ও শ্রীযুক্ত লেড্ বিটার কৃত "Thought Forms" (চিন্তামূর্ত্তি) নামক নানা চিত্রে বিভূষিত উপাদেয় পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। তথায় এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

এই সমস্ত চিন্তামূর্ত্তি সাধারণতঃ মানব-নয়নের অগোচরীভূত হইলেও যন্ত্রের দ্বারা বা তীব্র ও একাগ্র চিন্তার সাহায্যে এই সমস্ত মূর্ত্তি এত স্থূলীভূত হয় যে, সাধারণ মানবও তাহাদিগকে কখন কখন দেখিতে পায়। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য যজ্ঞের সাহায্যে যে সমস্ত "কৃত্যা" সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলের স্থূল-চক্ষের গোচরীভূত হইয়াছিল। ফরাসিস্ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ চিন্তামূর্ত্তিগুলির স্থূলীকরণে যে প্রয়াস করিতেছেন এবং সে বিষয়ে (ধন্য তাঁহাদিগের অধ্যবসায়), তাঁহারা কতদূর যে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।

আমি বলিতেছিলাম যে, আমরা অহর্নিশ অপরের চিন্তারাজি পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করি। সাগরমধ্যস্থিত প্রবাল-শৈল যেমন তন্দ্রাহীন সমুদ্রের লহরীলীলার মধ্যে অবস্থিত, মানবও তদ্রূপ।

উপসংহার।

মহাশূন্যে ভাসমান মানবপরিত্যক্ত চিন্তা-তরঙ্গ অনন্তধারায় একটির পর একটি আসিয়া তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করে, এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহা অধিকার করিয়া থাকিয়া, আবার একটির পর একটি সরিয়া পড়ে। সমুদ্রের লহরীলীলার ন্যায় চিন্তা-তরঙ্গের বিরাম নাই, অবসাদ নাই। তবে যদি আমরা আপনারাই চিন্তা করি, এবং আমাদিগের মস্তিষ্ক আমাদিগের নিজ নিজ ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোত আমাদিগের বড় একটা কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু, যে মুহূর্ত্তেই আমরা নিশ্চিন্ত হই, অমনি নানা লোকের অসংলগ্ন, সম্বন্ধহীন চিন্তারাজি আমাদিগের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া ফেলে।

মস্তিষ্কে আসিয়া ঘাত প্রতিঘাত করিলেও, আমরা এই সমস্ত চিন্তা-তরঙ্গের অধিকাংশেরই কোন সংবাদ রাখি না; তবে আমরা যে প্রকৃতির লোক, তৎ-প্রকৃত্যনুযায়ী যদি কোন চিন্তা আমাদিগের সূক্ষ্মদেহস্থিত মস্তিষ্কে আসিয়া আঘাত করে, এবং স্বভাবতঃ যেরূপ

প্রকারের ভাবনা করিতে আমরা অভ্যস্ত, তজ্জাতীয় ভাবনা যদি আসে, তাহা হইলে আমাদিগের মস্তিষ্ক সাগ্রহে তাহা ধারণ করে এবং অপরের সেই চিন্তাকে নিজস্ব করিয়া, তাহাকে আপন বর্ণে রঞ্জিত করে। এই চিন্তা আবার তজ্জাতীয় অপর চিন্তারাশিকে আকর্ষণ করে; কখনও বা তজ্জাতীয় অপর এক প্রকার চিন্তার উদ্ভাবনা করে। এইরূপে অলীক চিন্তা-রাশি আমাদিগকে সদাই ঘিরিয়া থাকে।

সাধারণ মানব যে গুলিকে আপনার ভাব বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদিগের অধিকাংশই এই জাতীয়। যিনিই একটু স্থিরভাবে বিশ্লেষ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার ভাব রাশির প্রায় সমগ্র অংশই অপর অপর ব্যক্তির পরিত্যক্ত চিন্তার অংশবিশেষের সংযোজনা মাত্র। পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত ধান্যাদি আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করার বৃত্তিকে, লোকে "উঞ্ছবৃত্তি" বলে। অতএব অপরের পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত চিন্তারাশিকে সংগ্রহ করিয়া সাধারণে যে নিজ নিজ চিন্তা-শক্তির পুষ্টি সাধন করে, তাহাকেও একপ্রকার "উঞ্ছবৃত্তি" বলা যাইতে পারে।

মন বা মনের স্থূল ক্রিয়া-ক্ষেত্র—মস্তিষ্কের উপর সাধারণের কোনই অধিকার নাই। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে যে কি চিন্তা করিতেছে, বা এই চিন্তা কেন আসিতেছে, বা

কোথা হইতে আসিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সে মনকে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না। কোথায় মন মানবের ইচ্ছাধীন হইয়া চালবে, না তাহা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে। কখন ইহা নানাজাতীয় চিন্তাবলি সৃষ্টি করে, কখনও বা ইহাতে অপরের চিন্তা অঙ্কুরিত হইয়া, ফল ফুলে সুসজ্জিত জটিল ভাবনা-লতার সৃষ্টি করে। তখন আর সেই ভাবনাব্রততীর যে কোথায় মূল, তাহা নিরাকরণ করা যায় না।

ইহার ফল এই হয় যে, যদি কেহ কোনও বিষয় লইয়া, তাহা ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিতে যায়, তাহার চিত্তকে সেই বিষয়ে সে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না; কোথা হইতে অসঙ্গত ও অসংলগ্ন চিন্তারাশি আসিয়া তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। সে মনকে সংযত করিতে কখনও অভ্যাস করে নাই; অতএব এই চিন্তা-স্রোতের গতিরোধ করিতে সে এখন অক্ষম। মনের একাগ্রতা যে কি, তাহা তাদৃশ লোক বুঝিতেও পারে না। চিন্তারাজির একাগ্রীকরণ শক্তির অভাব, অসংযত মনোবৃত্তি ও অটল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অক্ষমতাই যোগমার্গে প্রবেশের অন্তরায়। শাস্ত্রকার বলেন যে, রজোভাগের আধিক্যবশতঃ যে চিত্ত চলিত হইয়া তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, বা তামস গুণের প্রাধান্য বশতঃ আলস্য,

মোহ বা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন যে চিত্তে অপরের চিন্তাবীজ সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাদৃশ চিত্তে সমাধির সম্ভাবনা নাই।

বিশেষতঃ মূঢ় চিত্তের অর্থাৎ যে চিত্তে তামস গুণের প্রাধান্য আছে, তাহার বর্ত্তমান কালে একটি মহা বিপদের আশঙ্কা আছে। এখন মানব বিশেষভাবে স্বার্থপর, পাপাচারী ও অসচ্চিন্তা-পরায়ণ। তাই অহরহঃ যে চিন্তামূর্ত্তি-কর্ত্তৃক মহাশূন্য পরিপূরিত হইতেছে, তাহা ঘৃণা ও অনিষ্টকারী। এই সমস্ত ভাবনা-তরঙ্গ মূঢ়চিত্ত অধিকার করিয়া বসে এবং মানবকে স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি চিন্তায় নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ যাহারা তথাকথিত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল নগরীতে অবস্থান করে, তাহাদিগের এই বিপদের সম্ভাবনা অধিক। শঠতা, প্রবঞ্চনা, ইন্দ্রিয়-লালসা, দ্বেষ ও হিংসার অনন্ত চিন্তারাশি নগর-বাসীকে সদাই পরিবেষ্টন করিয়া থাকে এবং তাহারা নানারূপ চিত্তমালিন্যের কারণ হয়। মানব যদ্যপি চিত্তসংযমে অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অনেকপ্রকার অশান্তিকর মানসিক উত্তেজনা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু চিত্তসংযম অতি সুলভ নহে; বহুকাল ধরিয়া অভ্যাসের ফলে ইহা সংসাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাই বলিয়াছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৬৷৩৫

[হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ ও অস্থির, এ বিষয়ের সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।]

নিদ্রার সময় এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-তরঙ্গ মানবকে অধিকতর অভিভূত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেই সময়ে প্রকৃত দেহী সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া স্থূল-দেহ-সংস্রব ত্যাগ করিয়া অবস্থিত থাকে। তাই পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্কের উপর দেহীর সেরূপ শাসন থাকে না। অতএব তখন বাহ্য চিন্তা-স্রোত মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে। পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্কের উপর এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোতের কিরূপ ক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে অধুনা অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত পরীক্ষার বিষয় পরে আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে, কোনও উপায়ে ঐ সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোতগুলিকে যদি এরূপভাবে অবরোধ করা হয় যে, তাহারা যেন পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা হইলে যে ঐ মস্তিষ্ক উদাসীনভাবে থাকিবে, তাহা নহে। অতীতের চিন্তা-রাজি মস্তিষ্কের গুপ্তভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া নবীন উদ্যমে, নবীন বেশে, উজ্জ্বলবর্ণে আবার বিরাজ করে।

পরে আমরা এই বিষয়ের একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

৪। সূক্ষ্মদেহ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃত দেহী নিদ্রার সময় এই দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যাঁহারই দিব্যদর্শনশক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে, তিনিই দেখিতে পান যে, এই শরীরটি শয্যাশায়িত স্থূলদেহের অনতিদূরে ভাসমান থাকে। সকলের সূক্ষ্মদেহ যে দেখিতে এক প্রকার তাহা নহে। মানবের উন্নতির ন্যূনাধিক্যের উপর তাহার সূক্ষ্ম দেহের আকার প্রকারের তারতম্য নির্ভর করে। একেবারে যাহার বিকাশ হয় নাই, তাদৃশ লোকের সূক্ষ্ম-দেহ ডিম্বাকার কুজ্ঝটিকা মেঘের মত; তাহার বাহ্যাকারের বা সেই ডিম্বাকার কুজ্ঝটিকাপুঞ্জের বাহ্য রেখার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহার মধ্যদেশে আপেক্ষিক স্থূলতর ভুবর্লৌকিক অণু-সংগঠিত, অপরিস্ফুট, স্থূলদেহের অনুরূপ তাহার মূর্ত্তি বিরাজ করে। সেই মূর্ত্তি অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট হইলেও, তাহা দেখিলে উহা কাহার সূক্ষ্ম-দেহ ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতি স্থূল, অতি নিকৃষ্ট কামচিন্তার আঘাতে ইহা স্পন্দিত হইতে থাকে। এতাদৃশ

লোকের সূক্ষ্ম-দেহের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে পারে না।

মানব যতই অভিব্যক্ত হইতে থাকে,— উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার অণ্ডাকার সূক্ষ্ম দেহের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহার অভ্যন্তরস্থিত আকৃতিটি স্পষ্ট ও স্থূল-দেহের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি হইতে থাকে। আবার ইহার বাহ্য-পদার্থ বোধ শক্তিও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যেমন অতি স্থূল ও নিকৃষ্ট কামনার উত্তেজনায় ইহা প্রতিসংবাদী হইত, এখন কেবল তাহাই হয় না; অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত ভুবর্লোকের সমস্ত স্পন্দনে ইহা অনুস্পন্দিত হইতে থাকে। অবশ্য যিনি উন্নত, যিনি পবিত্র তাঁহার সূক্ষ্মদেহ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনায় প্রতিসংবাদী স্থূল-তর অণু থাকে না। তাই তাদৃশ লোকে নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনা সম্পাদক চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও কাম-ভাব পরিপূরিত হন না। তবে যেমন পুতিগন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে, আমাদের স্থূলদেহের অশান্তি উৎপাদন করে; ঐরূপ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনাপূর্ণ চিন্তা-সাগরের মধ্যে অবগাহিত থাকিলে পবিত্র লোকের সূক্ষ্মদেহে অশান্তি ও অসুস্থতা বোধ হয়।

উন্নত লোকের সূক্ষ্মদেহ।

অনুন্নতচিত্ত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ, নিদ্রাবস্থায় যেরূপ তাহার স্থূলশরীরের সন্নিধানে অবস্থিত থাকে, সুদূরে সচরাচর গমনাগমন করিতে পারে না, উন্নতচেতাঃ পুরুষের সেরূপ হয় না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূক্ষ্মদেহের গতিশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং দেহী স্থূলদেহ ছাড়িয়া সহজে ও সচ্ছন্দে সুদূরে পরিভ্রমণ করিতে পারে। এই সত্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বপ্নে যে অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানের ও তত্রস্থ লোকের বিষয় কখনও কখনও জানা যায়, তাহা ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। নিদ্রাবস্থায় দেহী।

মানবের অভিব্যক্তির উপর তাহার সূক্ষ্ম-দেহের কার্য্য-কারিতা, তাহার আকার, বর্ণ ও গঠনপ্রণালী কিরূপ নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইবার আমরা দেহীর বা সূক্ষ্মদেহাভিমানীর কথা আলোচনা করিব। দেহের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা, অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহীর অধিকতর পরিবর্ত্তন হয়। অবশ্য আমরা প্রকৃত আত্মার কথা বলিতেছি না; তিনি স্বভাবতঃ গুণাতীত, তিনি নিত্যমুক্ত; তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই; তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা—২য় অঃ, ২০ শ্লোক।

[ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; এবং উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমানও থাকিবেন না। কারণ ইনি জন্মরহিত,

নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য), শাশ্বত (অপক্ষয়শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য) * * * *

গীতা যাঁহাকে অধিভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই ক্ষর বা একজন্মস্থায়ী "অহং"-প্রত্যয়ীর কথা বলিতেছি। নিদ্রাকালে তিনি কিরূপ অবস্থায় থাকেন? যিনি প্রকৃত উন্নতচেতাঃ, তাঁহার সম্বন্ধেই বা কি? যিনি একেবারে অনভিব্যক্ত, তাঁহার সম্বন্ধেই বা কি?

সূক্ষ্ম-দেহ পূর্ণরূপে বিকসিত হইলে, নিদ্রাকালে দেহী বা সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী বা ক্ষর-আত্মা সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া, সূক্ষ্ম জগতে সদা জাগরূক থাকিয়া কার্য্য করেন। আবার যে ব্যক্তি এখন সম্পূর্ণ অনভিব্যক্ত, তাহার স্থূল দেহ নিদ্রাকালে যেমন অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্ম-দেহও সেইরূপ সংজ্ঞাহীন চেতনা-বিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করে; কেহ যে তাহার অধিষ্ঠাতা আছেন, তাহা মনে হয় না এবং কেহ থাকিলেও তিনি সূক্ষ্ম-লোকের যে কিছু পরিচয় রাখেন, তাহা বোধ হয় না। চিত্রশালার নেত্রমোহকর বিচিত্র চিত্রে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও অন্ধ সেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কেন? যে যন্ত্রদ্বারা বর্ণের অনুভূতি হইবে, তাহার সেই যন্ত্রের,—চক্ষুর অভাব বলিয়া। মেঘের গর্জ্জন বা বীণার মধুর মূর্চ্ছনা, অশ্বের কর্কশ হ্রেষা বা কোকিলের সুমধুর কূজন, আততায়ীর কঠোর

ঝঙ্কার বা শিশুর কমনীয় অস্ফুট বাক্যসুধা—এ সকলই বধিরের নিকট যেমন সমান, যেমন কিছুই তাহার অনুভবের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সেইরূপ অনভিব্যক্ত লোকের সূক্ষ্ম-দেহের বিকাশ হয় নাই বলিয়া, সে সূক্ষ্ম লোকের কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, নিদ্রাকালে এতাদৃশ লোকের সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল-দেহের ঠিক উপরে কুহেলিকার মত ভাসিতে থাকে। স্পন্দহীন অসাড় সেই দেহ প্রকৃতই যেন স্থূল-দেহের আকারে গঠিত বাষ্পরাশি। তাহার যে কোন অধিষ্ঠাতা আছে, কই তাহাত মনে হয় না! সেই দেহের কোনই সংজ্ঞা থাকে না। দেহী অবস্থিত থাকিলেও তাহার যে কোনও সংবিত্তি আছে, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না। সূক্ষ্ম-জগতের নানা দৃশ্য ও শব্দলহরীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও সেই সমস্ত অনুভব করে, এরূপ দেহীর অস্তিত্ব প্রায় উপলব্ধি হয় না। যদি দৈবক্রমে সে কখনও সেই সূক্ষ্ম লোকের কোনও ভাব গ্রহণ করিতেও পারে, সেই ভাব সে স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চালন করিয়া দিতে পারে না; কারণ যে উপায়ে এইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে ভাব সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়, সেই কৌশল তাহার জানা নাই, বা দেহস্থিত যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা এখনও বিকসিত হয় নাই। তাহার পর কিয়ৎ-পরিমাণে দেহ সংগঠিত

হইলেও তাহা দেহীর স্বায়ত্তে আসিতেও কিছু বিলম্ব হয়। নবজাত অপোগণ্ডের হস্তপদাদির উপর যেমন প্রথম প্রথম তাহার কোনও আধিপত্য থাকে না, ইহারও সেইরূপ হয়। অতএব জাগরিত হইলে এইরূপ লোকের স্বপ্নাবস্থার কোনও অনুভূতি জাগ্রৎ স্মৃতিতে বর্ত্তমান থাকে না।

তবে কি অনভিব্যক্ত বা প্রাথমিক অবস্থার মানব একেবারে স্বপ্ন দেখে না? দেখে এবং দেখে না—এই উভয়ই সত্য। নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম লোকে সূক্ষ্ম-দেহের সাহায্যে যে অনুভূতি হয়, জাগ্রদবস্থায় তাহার যে স্মৃতি থাকে, তাহাকেই যদি স্বপ্ন বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ লোক কখনও স্বপ্ন দেখে না। কারণ এইমাত্র বলা হইল যে, নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-দেহের সাহায্যে সূক্ষ্ম লোকে তাহার কোন অনুভূতি হয় না, কখনও হইলেও তাহা স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় না। তবে তাহার আর এক প্রকারের স্বপ্নদর্শন হয়। জাগ্রৎকালে কোনও সময়ে যে সমস্ত চিন্তা সে করিয়াছে, বা যে ভাবরাশি কোনও দিন তাহার স্থূল মস্তিষ্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এখন অবশ্য জাগ্রৎকালে তাহাদিগের কোনও স্মৃতি নাই,—হয়ত এখন নিদ্রাকালে কোনও উত্তেজক কারণে (তা সে কারণ আন্তরিকই হউক বা বাহ্যই হউক,)—তাহার স্থূল মস্তিষ্কে তাহারা একটা ভাব অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই স্বপ্নদর্শন ব্যাপারে সূক্ষ্ম লোকের সহিত কোনই

সম্বন্ধ নাই, বা সূক্ষ্ম-দেহাশ্রয়ী দেহাভিমানী স্থূল মস্তিষ্কে ইহাকে সঞ্চালিত করিয়াও দেয় নাই; কিন্তু মানব ভাবে, সে প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিতেছিল।

আমরা দেখিয়া আসিলাম, নিদ্রাকালে কাহারও চৈতন্য সূক্ষ্ম-দেহে জাগরূক থাকিয়া সূক্ষ্ম জগতের নানাবিষয় উপভোগ করে, কাহারও বা সূক্ষ্ম-দেহে কোনও চৈতন্যের চিহ্ন-মাত্রও উপলব্ধ হয় না,—যেমন স্থূল দেহে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া অচেতন ভাবে থাকে, সূক্ষ্ম-দেহও তদ্রূপ থাকে। নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহ সাহায্যে যাহা কিছু অনুভব হয়, কেহ তৎসমস্ত স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করিয়া দেয়; কেহবা তাহা পারে না। পূর্ণজ্ঞানে সূক্ষ্মলোকে কার্য্য করিতেছেন, অবশ্য এইরূপ উন্নত-প্রকৃতি লোক বিরল; এবং সূক্ষ্ম-লোকে যাহা যাহা অনুভব বা বোধ করিতেছেন তৎসমস্তই পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ ভাবে জাগ্রৎ চৈতন্যে আনয়ন করিতেছেন, এইরূপ সাধক আরও বিরল। কারণ, নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-লোকে যে সমস্ত অনুভব হয়, জাগ্রৎ-স্মৃতিতে তৎসমস্ত আনয়ন করা অতি সহজ ব্যাপার নহে।

মনে করুন, সূক্ষ্ম-লোকে কোনও একটি বিষয় আপনি অনুভব করিলেন,—আপনার উচ্চতর চৈতন্যের কিছু আভাস পাইলেন। যে, জাগ্রৎ কালে এই জ্ঞানটি আপনার চৈতন্যের বিষয়ীভূত করিবেন, এই উদ্দেশ্যে আপনি এই ভাবটি আপ-

নার স্থূলতর মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করিতে যা'লেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আপনি কি দেখিবেন? দেখিবেন—আপনার স্থূল-মস্তিষ্ক (etheric brain) নানারূপ চিন্তায় পরিপূর্ণ। এই একটি চিন্তা-তরঙ্গ আসিতেছে, এবং তাহা যাইতে না যাইতে আবার একটি। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ আপনার স্থূল মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই চিন্তা-প্রবাহের অবরোধ না করিলে ত সূক্ষ্ম-লোকের ভাবটি স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিতে পারা যাইবে না। অতএব আপনাকে পূর্ব্বে এই চিন্তা-প্রবাহকে মস্তিষ্ক হইতে অপসারিত করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আপনার এই ভাবটি তথায় অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। এই কার্য্য অতি সহজ ব্যাপার নহে। চিন্তাসংযম, একাগ্রতা ইত্যাদি কার্য্যে পূর্ব্ব হইতে অভ্যাস থাকা চাই; নতুবা উচ্চতর জ্ঞানকে জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত করা যায় না। সাধারণ মানব ইহা করিতে পারে না বলিয়া, জাগরিত হইলে যে স্মৃতি তাহাদিগের থাকে, তাহা অসংবদ্ধ—তাহাতে ক্রম বা পারম্পর্য্য থাকে না। নিদ্রাকালে তাহারা ভাবে যে, বিনিদ্র হইয়া কত কথাই তাহারা স্মরণে রাখিবে, কিন্তু জাগরিত হইয়া সে সমস্তের কিছুই স্মরণে আনিতে পারে না।

জাগরিত হইয়া নিদ্রাবস্থার সমস্ত অনুভূতি বিস্মৃত হওয়া একটা অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। কারণ, নিদ্রাকালে

এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা জাগ্রৎকালে যদি স্মরণে থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগের অনেক উপকার সংসাধিত হয়। জাগ্রদবস্থায় হয়ত অর্থাভাবে কেহ নানা দেশ পর্য্যটন করিতে পারে না, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি লুকান আছে, তাহা উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু নিদ্রাকালে স্বপ্নে অর্থাভাব-রূপ অন্তরায় নাই। মানব নিত্য হয়ত কত নূতন নূতন স্থানে ভ্রমণ করে, নিত্য কত নূতন নূতন শোভা সন্দর্শন করে, জাগ্রৎ-কালে যে আশা মিটিবার নয়, নিদ্রাকালে সে সাধ মিটে। দুঃখ কেবল—জাগ্রৎকালে তাহা স্মরণে থাকে না। স্বপ্নে বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হয়; প্রেমাস্পদের সহিত সদালাপ হয়। পুত্রহীনা মাতা মৃত পুত্রকে দেখিতে পায়, আবার আদর করিতে পারে, পরস্পর ভাব বিনিময় করে। বিরহিণী বিধবা মৃতপতির সমীপে হৃদয়ে গোপনে রক্ষিত অনন্ত প্রেমের উৎস নিত্য ছুটায়! কিন্তু হায় সে কিছুইত জাগ্রৎকালে চৈতন্যে আনিতে পারে না!

মানবের যদি এই স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে জগতের অর্দ্ধেক দুঃখের হ্রাস হইয়া যাইত। 'মৃত্যু'—এই শব্দ মানব-ভাষা হইতে লোপ পাইত। আমরা মৃত ও প্রবাসী আত্মীয় বন্ধুর সহিত নিদ্রাকালে মিলিত হই। কেবল কি তাই? আমাদিগের অপেক্ষা যাঁহারা অধিকতর

জ্ঞানী, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা অনেক সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লই, বা হয়ত বিপদের উদ্ধারের উপায় জানিয়া লই। আবার হয়ত অন্যদিকে, যাহারা আমাদিগের অপেক্ষা অল্প জ্ঞানী, তাহাদিগের অনেক সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিই। হয়ত যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদিগের সহায় হইয়া থাকি। হয়ত বা সময়ে সময়ে মহাপুরুষদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়; হয়ত তাঁহাদিগের কৃপায় আমাদিগের জীবনে নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়। আবার হয়ত আমাদিগের সহিত অমানুষ জীবনিচয়ের সাক্ষাৎ হয়; প্রকৃতই দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ ইত্যাদির অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার হয়ত কখনও কখনও অদৃষ্টে দেবদর্শনও ঘটে, এবং তাঁহাদিগের সংস্পর্শে ও অনুকম্পায় আমাদিগের বিপুল কল্যাণ সাধিত হয়।

অতএব নিদ্রাকাল মানব-জীবনের অমূল্য সময়ের বৃথা অপচয় নহে। আমরা জাগ্রৎকালের মত নিদ্রাকালে অনেক কার্য্য করি, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করি। বস্তুতঃ নিদ্রাকালে আমাদিগের অধিক কার্য্য করা সম্ভব; কারণ জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা নিদ্রাবস্থায় আমরা অধিক স্বাধীন। যাহারা সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ লোকের উপরও তাহাদিগের অনেক কার্য্য,—পীড়িত লোককে সান্ত্বনা দান,

সত্যানুসন্ধিৎসুকে সত্যলাভের উপায় কথন, শোকাভিভূতের শোকদূর করণের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা চেষ্টা করিলেই, সাধনা করিলেই এইরূপে আমাদিগের নিদ্রাকাল সার্থক করিতে পারি। আমাদিগের জীবনের একচতুর্থাংশ কার্য্যপূর্ণ করিতে পারি। সময়ে একচতুর্থাংশ হইলেও কার্য্যকারিতায় ইহা জাগ্রৎকাল অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক; কারণ,কাল এবং দূরত্ব (time and space)—জাগ্রৎকালের এই যে দুইটি মহা প্রতিবন্ধক, নিদ্রাকালে তাহাদিগের কোনই শক্তি দেখা যায় না। আমরা নানা উদাহরণের সহিত এই সত্যের আলোচনা করিব। তাই বলি, আসুন আমরা সকলে নিদ্রাকাল সার্থক করি, মধুময় করি, এবং মধুময় করিয়া জাগ্রৎকালকেও শান্তিময়, সুধাপূর্ণ করি। কিন্তু একটা জিনিষ যেন মনে থাকে, নিদ্রাকাল সার্থক করিতে হইলে জাগ্রৎকাল অগ্রে সার্থক করা চাই; নিদ্রাকাল মধুময় করিতে হইলে,সচ্চিন্তা,চিত্তসংযম ইত্যাদির সাধনা করা চাই।

২। স্বপ্নাবস্থা ও কালশক্তির ক্রিয়া।

স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মলোকে যে চৈতন্যের ক্রিয়া হয়, তাহা দেশ বা কাল (Space and Time) দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। তবে কি স্বপ্নকালে যে চৈতন্য কার্য্যকারী, তাহা কালাতীত এবং দেশাতীত? প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না। এক

ব্রহ্মভাবই কালাতীত বা দেশাতীত ভাব। ব্রহ্ম যে দেশাতীত ও কালাতীত তাহা উপনিষদ্ গম্ভীর ধ্বনিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন,—"যাহা দিবের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোদেশে, যাহার অন্তরীক্ষের উদরে, যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলে, তাহা ব্রহ্মে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে"।*

ব্রহ্ম যে দেশাতীত—তাহা মৈত্রায়ণীতে সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা ;—

"ব্রহ্মই অগ্রে এই ছিলেন। এক ও অনন্ত—পূর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, উর্দ্ধে অনন্ত, অধঃ অনন্ত, সর্ব্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই; ঊর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই।" †

অপর স্থানেও সেই একই কথা উক্ত হইয়াছে। ‡

সেইরূপ তিনি কালের অতীত।

---

* স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি। বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৭

† ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত উর্দ্ধং চ অবাঙ্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ।

ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽবাঙ্বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এষ পরমাত্মাঽ পরিমিতোঽজঃ।—মৈত্রায়ণী, ৬.১৭

‡ ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

কাল ভূত,—ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ক্রমে ত্রিবিধ। তাই ব্রহ্মকেও বলা হয়,—

"পরস্ত্রিকালাৎ"—শ্বেত, ৬।৫

তিনি সদাকালে বর্ত্তমান (Eternal Now) ও ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন। * তাই ইউরোপীয় দার্শনিক ডুশন সাহেব লিখিয়াছেন,—"তাঁহার দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্য, তাঁহাকে অণুর অণু অথচ মহানের মহান্ বলিয়া যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার তিনি যে কালাতীত, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে একদিকে অনাদি, অনন্ত ও অপরদিকে তাঁহাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।' †

তিনি উপনিষদের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের তাৎক্ষণিকত্বের (instantaneous-

---

* অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ, ২।১৪

† Just as Brahman, independent of space, is figuratively represented not only under the figure of infinite vastness but also at the same time of infinite littleness, so his independence of time appears on the one hand as infinite duration, on the other as an infinitely small moment, as it is symbolically represented in consciousness by the instantaneous duration of the lightning or flash of thought".—Deussen, page 150.

ness) উপর লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্র তাঁহাকে কালাতীত বলিয়া নানারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।" *

এই সমকাল-সম্ভূতত্ব, বা সমকালীনত্ব, তাৎক্ষণিকত্ব, যুগপৎ যায়মানত্ব বা যৌগপত্য (Simultaneousness or synochronism) প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মপক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহার অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, তাহাই সমকালীন ও সদাকাল বর্ত্তমান (Eternal Now)। স্বপ্নকালে যিনি অহং-প্রত্যয়ী তাঁহার পক্ষে এই উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দেশ ও কালের অধীন, সকলই তাহাদিগের বশানুগ। কালকে ঐশ্বরিক শক্তি বলা হয়। ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী। ভাগবত বলিয়াছেন,

এতদ্ভগবতো রূপং—ভাঃ পু, ৩-২৯-৩৬

এই কাল ভগবানের রূপবিশেষ।

অতএব যাঁহার এই শক্তি, তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন হইলে, তবে কালাতীত হওয়া যায়; কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, স্বপ্নাবস্থায় যে চৈতন্যের বিকাশ হয়, যে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা ঈশ-ভাব হইতে পারে না। তাহা

---

* Taken together, their aim is to lay stress upon His *instantaneousness* in time, that is in figurative language timelessness.—Deussen, page 154.

অতি বদ্ধভাব, অতএব তাহা কালরূপী মায়া-শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু, পরিচ্ছিন্ন হইলেও ইহা জাগ্রৎ-চৈতন্যের মত তত-দূর পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত হয় না। বস্তুতঃ জাগ্রৎচৈতন্যের তুলনায় ইহাকে কালাতীত বা দেশাতীত বলা যাইতে পারে।

তাই বলি, যখন মানুষ স্থূল-দেহরূপ নিগড় হইতে কোনও কারণে মুক্ত হয়, তা সে অবস্থা নিদ্রার সময়েই হউক, ধ্যান-কালেই হউক বা মৃত্যুর পরেই হউক, তখন সে যে পরিমাণ-সাধন দ্বারা কালের পরিমাণ করে, তাহা পার্থিব মানের তুল-নায় অতি বৃহৎ। হয়ত এক নিমিষ তন্দ্রাভিভূত হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে সে স্বপ্নে বহুবৎসরব্যাপী নানা ঘটনাসঙ্কুল জীবন-নাটকের অভিনয় করে। উদাহরণ স্বরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জীবনেই এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। আমি এখানে কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথমটি একটি অতি প্রাচীন কাহিনী—এডিসন সাহেবের প্রসিদ্ধ The Spectator (দি স্পেক্‌টেটার) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

মিসর বাদসাহের স্বপ্ন।

কোরাণে কোন স্থানে উক্ত আছে যে, একদা হজরত মহম্মদ শয্যায় নিদ্রিত আছেন। পদ-প্রান্তে অনতিদূরে একটি পাত্রে কবোষ্ণ জল রক্ষিত আছে। দৈববশে নিদ্রার ঘোরে তাঁহার পদাঘাতে পাত্রস্থ জল শয্যায় নিপতিত

হইল এবং ইত্যবসরে তিনিও জাগরিত হইলেন। কিন্তু এই অত্যল্প ক্ষণের মধ্যেই তিনি এক বিরাট স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি যেন, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, নানা স্থান পরিদর্শন করিতেছেন, স্বর্গের নানা বিভাগ অবলোকন করিতেছেন। এই সমস্ত স্থান গুলির বা বিভাগ গুলির কি নাম, তাহাদিগের আবশ্যকতা কি এবং মহিমাই বা কি, এই সমস্ত তথ্যের বিশদরূপে বিবরণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও স্বর্গবাসী বা দেব দূতগণের সহিত নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসায় নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় যোগদান করিতেছেন। অবশেষে তাঁহার তথাকার কার্য্য সাঙ্গ হইলে, তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরিলেন ও স্থূল দেহে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগরিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্বপ্নে স্বর্গে প্রয়াণের সময় তাঁহার পদতাড়নায় যে কবোষ্ণ জল-পাত্র পতিত হইয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিলেন, তাহা হইতে সমস্ত জল এখনও বহির্গত হয় নাই এবং যে বারি শয্যার উপরে পতিত হইয়া রহিয়াছে তাহা এখনও সম ভাবেই উষ্ণ রহিয়াছে।

মিসরের প্রবল প্রতাপান্বিত কোন ভূপাল, পূর্ব্বোক্ত কাহিনীটিতে কিছুতেই বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-শিক্ষকের বাক্যে অনাদর ত

করিলেনই, তাহার উপর তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কুণ্ঠা-বোধ করিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রকৃতই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন অমানুষী যোগশক্তির অধিকারী এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুহ্য নীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, অন্যদিকে আবার প্রেম, দয়া, সহৃদয়তা ইত্যাদি গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাই শিষ্যের কটূক্তিতে ক্রোধ না করিয়া, করুণার আধার সেই মহাপুরুষ কোরাণের পূর্ব্বকথিত কাহিনী যে সম্ভবপর, তাহা ঐ উদ্ধত সম্রাটের নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি জলপূর্ণ-পাত্র আনিতে আদেশ করিলেন। শীঘ্রই বারিপূর্ণ পাত্র রক্ষিত হইল। তিনি সম্রাটকে বিনয়-সহকারে বলিলেন,— "জাঁহাপনা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জলে স্বীয় মস্তক একবার নিমগ্ন করিয়াই উত্তোলন করুন।"

সম্রাটও কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাহাই করিলেন,—জলে মস্তক নিবিষ্ট করিয়াই উত্তোলন করিলেন। কিন্তু তিনি কি দেখিলেন! তিনি যেন কোন অজ্ঞাত দূরদেশে, বজ্র নির্ঘোষিণী, তীব্র বেগবতী গিরিনদীর সৈকতে দণ্ডায়মান! তাঁহার পার্শ্বে অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা; অদূরে অতি ভীষণ বনান্ত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বহুক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কিছুই জ্ঞান নাই। দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়। মস্তকোপরি প্রখর নৈদাঘ মার্ত্তণ্ড জ্বালা উদ্গিরণ করি-

তেছে। তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি তীব্র ক্ষুধাবোধ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি এই জনমানবহীন অজ্ঞাত স্থানে স্বয়ং আহারের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তিনি ক্ষুধায় ও শ্রান্তিতে অতিশয় কাতর, এমন কি, একপ্রকার গতিশক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় দেখিলেন, অদূরে কতকগুলি কাষ্ঠচ্ছেত্তা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আহার্য্য যাচ্ঞা করিলেন, তাহারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করিল; সেই খাদ্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া তিনি সুস্থ হইলেন; এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারে কাঠুয়া পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সম্রাট—সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত পালঙ্কে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা না হইলে নিদ্রা হয় না—এই কথা তখন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন; প্রত্যহ প্রাতঃকালে আহারান্তে কুঠার স্কন্ধে অপরাপর প্রতিবেশীর মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন; সন্ধ্যাকালে কাষ্ঠ-বিক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিলেন এবং এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া

মহাসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এখন দাসদাসীর অভাব নাই। একটির পর একটি করিয়া দ্বাদশটি পুত্রকন্যা এখন তাঁহার গৃহে শোভা বিস্তার করিতেছে; বালকবালিকার আনন্দ কোলাহলে এখন তাঁহার গৃহ সংগীতপূর্ণ। কিন্তু এইরূপ সুখ বহুকাল স্থায়ী হইল না। তাঁহার পত্নী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার পর, বিপদের পর বিপদ আসিতে লাগিল; তাঁহার প্রভূত সম্পদ সূর্য্যোদয়ে নভোমণ্ডলে তারকারাজির মত কোথায় অদৃশ্য হইল। আবার বৃদ্ধ বয়সে, শিথিল হস্তে কুঠার লইয়া, কম্পিতচরণে অরণ্যে কাষ্ঠান্বেষণে বহির্গত হইলেন।

একদা তিনি সেই পূর্ব্বকথিত গিরি-নদীর সৈকত-ভূমি অবলম্বনে যাইতেছেন; মস্তকের উপর তীব্র তপন প্রখর করজাল বিস্তার করিতেছেন; তিনি অতিশয় শ্রান্ত, রৌদ্র-ক্লিষ্ট। পূর্ব্বে যে স্থানের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, যে স্থানে তিনি এই স্বপ্ন-জীবনের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান ছিলেন, দৈবক্রমে তিনি ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তীরভূমিতে কুঠার ও বস্ত্রাদি স্থাপন করিয়া, শ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশে সেই খর-স্রোতা গিরি-নদীতে যেমন অবতরণ করিবেন, অমনি তাহাতে নিমগ্ন হইলেন।

তাহার পর সম্রাট মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন, কোথায় বা গিরিনদী এবং কাহারই বা কাঠুরিয়া-জীবন। তিনি

নিজ সভায় সামন্তগণের সহিত দণ্ডায়মান আছেন; নিকটে তাঁহার, সেই শক্তিশালী গুরুদেব স্মিতমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন; তিনি যাহাতে মস্তক নিমগ্ন করিয়াই উত্তোলন করিয়াছেন, সম্মুখে সেই জলপূর্ণ পাত্র রহিয়াছে। ইত্যবসরে এই বহুকালব্যাপী বিরাট স্বপ্ন! মন্ত্রপূত-জল-সংস্পর্শে সাম্রাট্ তন্দ্রাভিভূত (hypnotised) হ'ন এবং দক্ষ শিক্ষকের কল্পনানুসারে এই স্বপ্ন দেখেন।

হিন্দু পুরাণেও ঠিক এইরূপ একটি আখ্যা রক্ষা আছে। আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

দেবর্ষি নারদ কোনও সময়ে মায়ার প্রভাব দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়ারোহণে কান্যকুব্জ-সমীপবর্ত্তী পঙ্কজ-মরাল-চক্রবাক-সমাকীর্ণ, দিব্য সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় নারদকে স্নান করিয়া শ্রমদূর করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। নারদও বীণা-মৃগচর্ম্মাদি তটদেশে স্থাপনপূর্ব্বক সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্নানক্রিয়া শেষ হইবামাত্র তিনি দেখিলেন, যেন তিনি সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা মোহিনী রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখন তিনি যে দেবর্ষি নারদ, তাহা তাঁহার আর স্মরণ নাই। এইরূপে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে চতুরঙ্গ

নারদের স্বপ্ন-কথা।

সেনায় পরিবৃত হইয়া মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পের মত কমনীয়-কান্তি তালধ্বজ-নামক কোন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি আসিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এখন তাঁহার নাম হইল—সৌভাগ্য-লক্ষ্মী এবং তিনি তালধ্বজের অতিপ্রিয়া মহিষী হইলেন। নৃপতি বারুণীমদে মত্ত হইয়া সমুদয় কর্ত্তব্যবিষয় বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর কেবল সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত, কখন রমণীয় উদ্যান-নিচয়ে, কখন দীর্ঘিকা-সমূহে, কখন বিবিধ রাজ-ভবনে, কখন হর্ম্মোপরি, কখন বা মনোহর কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বতে বা রমণীয় কেলি-কাননে বিহার করিতে করিতে তাঁহার নিতান্ত অধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সুখে ও প্রমোদে দ্বাদশ বৎসর কাল কাটিল; অবশেষে তিনি গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে সন্তান প্রসব করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ দুই বৎসর অন্তর একটি একটি করিয়া তিনি দ্বাদশটি পুত্রের জননী হইলেন। নৃপতি যথাকালে তাহাদিগের বিবাহ দিলেন। ক্রমে পৌত্রাদি জন্মিল এবং তাহারা নানা রসে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার সংসার-মোহ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত করিল। তখন তিনি শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র-জ্ঞান সবই ভুলিয়াছিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, দূরদেশাধিপতি কোন প্রবল নরপতি হস্তিরথাদি চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমনপূর্ব্বক নগরী অবরোধ করিলেন। এই

দুই মহাপরাক্রান্ত রাজার সংঘর্ষে বহুসৈন্যের নিপাত হইল। অবশেষে তালধ্বজ রণে ভঙ্গ দিলেন। এই নিদারুণ সময়ে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগুলি জীবন বিসর্জ্জন দিল। তখন নারীরূপী নারদ ভূতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান্ বাসুদেব শুক্লাম্বরধারী মধুরমূর্ত্তি, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, নানারূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া মৃত পুত্রাদির মঙ্গলার্থে তাঁহার তীর্থজলে স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহার কথানত পুরুষ-নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং যেমন তাহাতে অবগাহন করিলেন, অমনি পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার চিত্তে পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং দেখিলেন হরি তাঁহার বীণা ও বসন লইয়া তীরে সেই ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন। জলে নিমগ্ন হইতে যে সময় অতিবাহিত হয়, সেই অবকাশে দেবর্ষি নারদের এই মহতী অবস্থান্তর প্রাপ্তি! পূর্ব্ব উপাখ্যানে যেমন শক্তিমান্ শিক্ষকের যোগবলে সম্রাট্ কৃত্রিম স্বপ্নে অভিভূত হইয়াছিলেন, পৌরাণিক এই আখ্যায়িকায় দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণমাত্র ব্যবধানে, বহুকালব্যাপী চিত্রাবলী-সমন্বিত এক অপূর্ব্ব জীবন নাটক স্বপ্ন-চৈতন্যে অভিনয় করিয়া ফেলিলেন!

এই দুইটি ঘটনার যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানানুমোদিত

কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; তাই প্রত্যক্ষবাদী ও বৈজ্ঞানিকেরা শ্রদ্ধা করিতে পারেন, এমন দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমরা এইবার যে উদাহরণটি দিব, সেটি অল্পদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের স্বীয় জীবনের ঘটনা। অতএব পৌরাণিক বলিয়া তাহাকে উপহাস করা যায় না। তাঁহার দন্ত উৎপাটন আবশ্যক হওয়ায় তিনি একজন দন্ত-চিকিৎসাবিদের সমীপে উপস্থিত হন। যেমন বিধান আছে, প্রথমে বাষ্পবিশেষদ্বারা তাঁহাকে সম্মোহিত করিবার উদ্যোগ হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিলেন যে, বাষ্প আঘ্রাণ করিবার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার চৈতন্যের কিরূপ বিকার হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না; বাষ্প আঘ্রাণ করিবামাত্র একপ্রকার তৃপ্তিপূর্ণ মোহে—একপ্রকার আনন্দ-তন্দ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় কিছুই স্মরণ রহিল না।

এখন তাঁহার বোধ হইল যে, যেন তিনি প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তাঁহার বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া নানা নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতেছেন। তাহার পর সেই সমস্ত নবাবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য্য সত্যসম্বন্ধে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞানাচার্য্যগণ সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন। জগৎ তাঁহার আলোচনা ও আবিষ্কারে

মুগ্ধ; বিজ্ঞান জগৎ একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে; তিনি রাজার নিকট বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিতেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ আবিষ্কার, এইরূপ সম্মান, এইরূপ প্রশংসা! সেই সমস্ত আবিষ্কার অতি মহৎ; তাহাতে দার্শনিক জগৎ একেবারে স্তম্ভিত! মহা মহা বিজ্ঞানাচার্য্যগণের সে প্রশংসা তাঁহাকে অমৃতধারায় স্নান করাইল ও তাহাতে তাঁহার যে বিপুল আনন্দ হইল, যে সন্তোষ ধবল-জ্যোতিতে তাঁহার চিত্তে ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বলিয়াছেন, মরভাষায় তাহা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব! কত কাল এইরূপে কাটিল। একদিন তিনি ইংলণ্ডের রাজকীয় বিজ্ঞান সভায় (Royal Society of England) বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময় এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—"It is all over now"—সাঙ্গ হইল। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেমন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, অমনি আবার শুনিলেন—"They are both out"—তাহারা দুইটিই বাহির হইয়াছে। তখন তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং উৎপাটিত দন্তদুইটি লইয়া দক্ষ চিকিৎসক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সবেমাত্র চল্লিশ সেকেণ্ডকাল ব্যবধানে তিনি কৃত্রিম স্বপ্নে এই ঘটনাপূর্ণ দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিলেন।

কিন্তু, এই স্থলে একটি কথা বলা যাইতে পারে—এই যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, তৎসমস্তই কৃত্রিম স্বপ্নের। স্বাভাবিক স্বপ্নসম্বন্ধে ঠিক ইহাই হয়। বৈজ্ঞানিকেরা স্বপ্নসম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই সত্য স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। আমরা পূর্ব্বে তাহার কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। তথায় ফরাসীয় মরি (Maury) সাহেবের, জারমানী দেশীয় রিচার্স (Richers) সাহেবের, সাফেনস্ (Suffens) সাহেবের লিখিত স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সকল গুলিই সেই একই সত্য বিবৃত করিতেছে—দেশ বা কাল স্বপ্ন-চৈতন্যের ক্রিয়াকে ব্যবচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

৩। স্বপ্নাবস্থা ও মানবকল্পনা।

আমরা স্বপ্ন-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তৎসমস্ত আলোচনা করিলে একটি মহৎ,—একটি নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; সেটি—স্বপ্নকালে মানবীয় কল্পনা-শক্তির বৃদ্ধি, তাহার নাটক-রচনা-প্রতিভায় উপচয়। কণ্ঠদেশে পিরাণ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল, তাহার জন্য স্বপ্ন দেখিল, যেন গুরুতর অপরাধে তাহার শিরশ্ছেদ হইতেছে। সেইরূপ পিন ফোটায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয়; পালঙ্কের ধাতব বেষ্টনী-সংস্পর্শে ফরাসী-রাজবিপ্লবের ভীষণ চিত্ররচনা—অবশেষে 'গিলোটিনে' আত্মশিরশ্ছেদের কল্পনা।

এইরূপে প্রত্যেক উদাহরণে কল্পনা শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বাহ্য উপায়ে সৃষ্ট স্বপ্নেও সেই একই কথা। রিচার্স (Richers) সাহেব বা সাফেন্‌স্ (Suffens) সাহেবের উল্লিখিত স্বপ্নবৃত্তান্ত * অবলম্বন করিয়া এই রহস্যটির একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

বন্দুকের শব্দে বা কাহারও অঙ্গুলি-পেষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইত্যবসরে স্বপ্নদর্শন। বন্দুকের শব্দ প্রথমে কর্ণ বিবরে প্রবেশ করে এবং তথায় কর্ণপটহে আঘাত করিয়া একরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় উদাহরণে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে নিদ্রিত ব্যক্তির স্পন্দনের উদ্ভব হয়। উভয় আখ্যানেই নিদ্রাভঙ্গের উত্তেজক কারণ হইতেছে বাহ্য ঘটনা,—স্থূল দেহের অংশবিশেষে স্পন্দনোৎপাদন। এই বাহ্য উত্তেজনা মানবের বর্দ্ধিত কল্পনাশক্তির প্রভাবে নানারূপে অতিরঞ্জিত হইয়া, এই মনোহর নানাঘটনাসমন্বিত বিচিত্র স্বপ্ন-কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

এই যে বহিরঙ্গবিশেষে স্পন্দন, এই যে তরঙ্গবিশেষ, ইহা স্নায়বিক সূত্র সাহায্যে মস্তিষ্কে আসিয়া উত্তেজনার বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমরা স্নায়বিক ক্রিয়াসম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া

---

* পুস্তকের ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আসিয়াছি; এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। যেমন শব্দতরঙ্গ, উত্তাপ-তরঙ্গ, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ এই স্পন্দন দেহের অংশবিশেষ হইতে স্নায়ুসূত্র অবলম্বনে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়। যেমন শব্দের বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বা আলোক-তরঙ্গের এক একটি গতি আছে, সেইরূপ স্নায়ুসূত্র-প্রবাহিত তরঙ্গেরও একটা গতি আছে। বৈজ্ঞানিকেরা আলোকাদি-গতির ন্যায় ইহারও গতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হেলেম্‌ হোলট্‌জ সাহেব (Helmholtz) এই স্নায়বিক উত্তেজনার গতি পরীক্ষা ও পরিমাণ করিয়াছেন; মায়োগ্রাফ্‌ নামক যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সুন্দরভাবে ও অতি সহজে পরিমিত হইতে পারে। বারণ-ষ্টিন্‌ (Bernstein) সাহেবের বৈদ্যুতিক উপায়ে স্নায়বিক উত্তেজনার গতির বিচারও অতিশয় প্রশংসার্হ। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, দেহের উত্তাপের উপর এই গতি নির্ভর করে। যে সমস্ত জীবের রক্তের উত্তাপ অধিকতর, তাহাদের স্নায়বিক উত্তেজনার গতিও দ্রুততর। মণ্ডূকের স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চারের গতি এক সেকেণ্ডে ৭০০ হাত। সেইরূপ মানবের স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চারণের গতি এক সেকেণ্ডে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। অতএব দেহের কোনও স্থানে কিছু উত্তেজনা হইলে স্নায়বিক সূত্র-সাহায্যে তাহার বার্ত্তা মস্তিষ্কে উপস্থিত হইতে যে কাল অতিবাহিত

হয়, তাহা পরিমেয়। কিন্তু পরিমেয় হইলেও তাহা অতি স্বল্প, এক সেকেণ্ডের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

নিদ্রাকালে দেহী সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যে স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান; এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। অতএব স্থূলদেহের অংশবিশেষে কোন উত্তেজনা হইবামাত্র দেহী তাহা দেখিতে পান, তাহা স্থূল দেহস্থিত স্নায়ু-সূত্র অবলম্বনে অনুভব করিতে হয় না। অতএব এই উত্তেজনাবার্ত্তা মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ইহার বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞান হয়। এদিকে স্নায়ু-সাহায্যে এই স্পন্দনও মস্তিষ্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে; ইত্যবসরে তিনি নানারূপ উপাখ্যান রচনা করেন। মোহিনী মায়ার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এই অল্পক্ষণমধ্যে নানাদৃশ্য-সমন্বিত এক অভিনব নাটক প্রস্তুত করেন। অবশেষে যে বাহ্য ঘটনার ফলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই নাটক-খানিও তদনুরূপ কোন ঘটনায় পরিসমাপ্ত হয়। ইত্যবসরে উত্তেজনার অনুভূতিও মস্তিষ্কে পৌছিয়া যায়, এবং নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থকে। নিদ্রাভঙ্গে দেহী স্থূলদেহ আশ্রয় করেন; তখন স্থূলদেহ-সাহায্যেই তাঁহার অভিজ্ঞান হইতে থাকে। তিনি স্থূলদেহ-কর্ত্তৃক পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন হন বলিয়া কোনটা বাহ্য. কোনটা আন্তরিক ইহা তখন বিশ্বাস করিতে পারেন না। সুতরাং একটা মহাভ্রম করিয়া বসেন।

তিনি ভাবেন যেন সেই কল্পিত নাটকের কেন্দ্রে তিনিই বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। ইহাই স্বপ্নদর্শন।

যাঁহারা এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগেরই এইরূপ হইয়া থাকে। মানব, যে পরিমাণে আত্মোন্নতি লাভ করিতে থাকে, তদনুসারে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহার কর্ত্তব্য কি, এবং কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য সে এই পৃথিবীতে প্রবাসী হইয়াছে এই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সে আত্মজীবন ও চিন্তা সংযত করিতে সমর্থ হয় এবং শৈশবের ধূলিখেলা, অলীক কল্পনা ও ক্রীড়া দূরে সরাইয়া দিতে থাকে। ছোট ছোট বালক বালিকা যেমন ক্রীড়ায় সংসার রচনা করে এবং শৈশব-কল্পনায় তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সাজিয়া জীবন-নাটকের অভিনয় করিতে থাকে, মানব মহাজীবের বালক বালিকারা—অনুন্নত বা অর্দ্ধবিকশিতচেতা মনুষ্যেরা, সেইরূপ প্রথম প্রথম এই প্রকার কল্পনা-রাজ্যে থাকিয়া অলীক উপন্যাস রচনা করে। যেমন অশিক্ষিত ও অপরিণতমতি মানব-সম্প্রদায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার উপর একটি একটি অমূল্য আখ্যায়িকা রচনা করে, সেইরূপ জীব যতদিন একেবারে আত্মহারা ও অজ্ঞানান্ধ থাকে, ততদিন সূক্ষ্ম দেহাভিমানী এইরূপে অমূলক কল্পনা-ক্রীড়ায় প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু, যিনি সত্যে সংস্থিত হইতে পারিয়াছেন, বা

নিদ্রাজাগরণে যাঁহার চৈতন্য কিয়ৎপরিমাণেও অব্যাহত থাকে, তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না,—নিদ্রার সময়েই হউক, জাগ্রদবস্থায় হউক, সর্ব্বাবস্থায় মানবকর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকেন, তাদৃশ লোকের এইরূপে বৃথা সময় অপচয় করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর থাকে না। অতএব তাঁহারা এইরূপ অলীক স্বপ্ন দেখেন না।

কল্পনা-শক্তি মনের একটি প্রধান শক্তি। বিরাট মনের কল্পনা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে, ধাতা ব্রহ্মাণ্ডকে "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। ভগবানের অংশ—'মমৈবাংশো জীবভূতঃ', মনের অধিষ্ঠাতা মানব-জীবাত্মার তাই কল্পনা একটি প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু যিনি এখনও শিশুমানবরূপে অবস্থিত, তাঁহার এই কল্পনা-শক্তি অলীক ক্রীড়ায় পর্য্যবসিত থাকে। আর উন্নতচেতা মানব বা যিনি সত্যসংস্থিত, তাঁহার কল্পনা ভগবৎ কল্পনার অনুসরণ করে। ইহাই সৃষ্টি-রহস্য-বিজ্ঞান; এবং এই অনুসরণেই একটি মানবের মহাযজ্ঞ।

৪। ভবিষ্য-দর্শন বা প্রবেক্ষণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ব্রহ্ম ত্রিকালের অতীত। সেইরূপ আত্মা বা যাঁহাকে আমরা 'অধিযজ্ঞ' বা 'অধ্যাত্ম' বলিয়া আসিয়াছি, তিনিও নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। তাই তিনি সনাতন ও "সদাকাল বর্ত্তমান"

(Eternal Now)। আমরা তথায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, যিনি সূক্ষ্ম দেহাভিমানী, বা যিনি নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত থাকিয়া কার্য্য করেন, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানরূপ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন না হইলেও, স্থূলদেহে আবদ্ধ চৈতন্য, যেইরূপ কাল-বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তিনি সেইরূপ ন'ন। তাই ভূত, ও কতকটা ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট বর্ত্তমান এবং তাই কখন কখন তাঁহার ভবিষ্যৎ দর্শন বা প্রদর্শন হইয়া থাকে। যিনি অধিদৈব বা যাঁহাকে জীবাত্মা বা (Individuality) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার ক্ষর ভাবের বা অধিভূত ভাবের বা (Personalityর) উপকার বা প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা যদ্যপি প্রাগ্‌দর্শনার্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই জ্ঞান ক্ষর-চৈতন্যে (Personality) অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টা অল্লাধিক পরিমাণে সফল হয়।

সাধারণের পক্ষে এই অনাগত প্রদর্শন, তত সহজ নহে। কারণ, নিদ্রার সময় অনেকের হয়ত সূক্ষ্ম দেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য এখনও অর্দ্ধসুপ্ত, অর্দ্ধজাগরিত থাকে; হয়ত বা এখনও নিজদেহকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে আনিতে পারে নাই; নানারূপ বাসনা বা কার্য্যের তরঙ্গে হয়ত সূক্ষ্মদেহ আকুলিত, উদ্বেলিত; হয়ত লিঙ্গদেহস্থিত মস্তিষ্ক

(Etheric brain) নানারূপ বিশৃঙ্খল বাহ্য চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষোভিত, হয়ত তাহার ভাণ্ড-দেহস্থ মস্তিষ্ক নানাকারণে অপ্রকৃতিস্থ। তাই সর্ব্বদা এই প্রকারে প্রবেক্ষণ হয় না। কখন দৈবক্রমে হয়ত ভবিষ্যৎ জ্ঞানটি জাগ্রৎ স্মৃতিতে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কখনও বিকৃতভাবে স্মৃতিতে আসে; কখনও বা এই মাত্র মনে হয়, যেন তাহার কি একটা সুসংবাদ আসিতেছে, অথবা কি যেন কি দুর্ঘটনা শীঘ্র ঘটিবে; কিন্তু অধিক সময়েই স্থূল মস্তিষ্ক একেবারে কোনই স্মৃতি রাখে না।

ভবিষ্যদ্দর্শন ও পুরুষকার।

কেহ কেহ বলেন,—'এই যে সকল স্বপ্নের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ দর্শন নহে; তাহা একটা অসম্বন্ধ দৈব-মিলন মাত্র। প্রবেক্ষিত স্বপ্নের সহিত প্রকৃত ঘটনার দৃশ্যতঃ মিল থাকিলেও সেই স্বপ্নকে ভবিষ্যৎসূচক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই যে মিল, ইহা দৈবক্রমে হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ প্রাগ্‌দর্শন সত্য হইলে, পুরুষকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, পূর্ব্বে হইতে তাহা নিরাকৃত হইয়া রহিল,—তাহা যদি পূর্ব্বেই জানিতে পায়া যায়, তাহা হইলে পুরুষকারের স্থান কোথায়? তবে পুরুষকার আকাশ কুসুমবৎ অলীক কথামাত্র?' না, পুরুষকার কাল্প-

নিক কথা নহে, ইহা প্রকৃত, ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মানুষ ভগবানের অংশ। তাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ-ভূত মানবেও সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাব আছে। এই আনন্দভাব বা শিবভাব হইতেই মানবের ইচ্ছাশক্তি, তাহার পুরুষকার। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, এই শিবভাব মানবেই প্রথম প্রবেশ করে, ইতর জীবে তাহা নাই। অতএব পুরুষকার মানবেরই বিশেষ সম্পত্তি।

পুরুষকার বা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা মানবের থাকিলেও সকলের তাহা সমভাবে দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ লোকে ইহা এখনও একপ্রকার সুপ্ত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সামান্য আমিত্ব জ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। যে যেমন উন্নত হয়, সুপ্ত শক্তিও সেইরূপ প্রবুদ্ধ হয় ; মানব পূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র আমিত্ব ভগবৎ-রসে ডুবিয়া মিশিয়া যায়, কামও আনন্দভাবে পরিণত হয়, ও ইচ্ছাশক্তি ভগবচ্ছক্তিতে মিশিয়া পূর্ণস্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। মানব যতখানি ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয়, সে যেমন যেমন তাঁহার ভাবে বিভোর থাকে, মানবের ইচ্ছাশক্তি তদনুপাতে স্বাধীন হইতে থাকে। আমরা কতখানি অদৃষ্টের দাস, কতটুকু স্বাধীন, তাহার সম্যক্ বিচার করার স্থান এখানে নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে সাধারণ মানবে প্রকৃত পুরুষকার অতি অল্পই থাকে ; তাহারা প্রায়ই অবস্থার

সম্পূর্ণ দাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, যে আত্মীয়স্বজন, যে শত্রুমিত্র, যে সম্পদ্‌বিপদ্ প্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে সামর্থ্যহীন, জ্ঞানহীন পশুর মত সে অবস্থিত থাকে। অতএব এতাদৃশ লোকের ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা, একবারে অসম্ভব নহে।

যিনি অধিদৈব, বা জীবাত্মা, বা যিনি জন্মে জন্মে অমর, অহং-প্রত্যয়ী, বা Individuality—তাঁহার যে উপাধি, তাহার নাম "কারণ-শরীর।" মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জন্মে জন্মে নূতন হয়; কিন্তু কারণ শরীরের নাশ নাই। ইহাতে প্রতিজীবনের শিক্ষা অঙ্কিত থাকে এবং মানব, জন্মে জন্মে যে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা যে শক্তির ক্রিয়ায় গঠিত, তাহা এই কারণ-শরীরে নিহিত থাকে। অই জন্যই কারণ-শরীর নামের সার্থকতা। সেই শরীরে যে চৈতন্য জাগরিত থাকেন, তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত থাকে; যেহেতু যে যে কারণের জন্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, তৎসমুদয় তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয়। সমস্ত পার্থিব ঘটনার প্রথম অভিনয় হয় সেই চৈতন্য-ক্ষেত্রে,; তাহার পর সূক্ষ্ম লোকে তাহার পুনরভিনয় হয়, এবং সর্ব্বশেষে স্থূল জগতে তাহা প্রকাশ পায়।

এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা মানব-চেষ্টায় সহজে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সাধারণ মানব-

সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনাই সেইরূপ। অতএব তাহাদিগের যাহা ঘটিবে, অনেক পূর্ব্ব হইতেই অধিদৈবের চৈতন্যক্ষেত্রে তাহার অভিনয় হইতে থাকে, এমন কি, পূর্ব্ব হইতেই তাহা সূক্ষ্মলোকেও প্রকাশ পায়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারেন। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রতীচীন ভূখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলেও, জড়বাদী ইউরোপেও দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দর্শনের কথা প্রচলিত আছে। আমি কতকগুলি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা।

দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দর্শন।

প্রথম ঘটনাটি লাহার্পে—(La Harpe) লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। লেখকের মৃত্যুর পর এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লব আরব্ধ হইয়াছে। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বসিয়া আছেন। তাঁহারা দেশের ভাবী মহাকল্যাণের জন্য মহানন্দ প্রকাশ করিতেছেন; এমন সময়ে সেই সভায় আসীন মন্‌সিয়ে কাজোটে (Monsieur Cazotte) আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি দেশের আশু রোম-হর্ষ ভবিতব্যতার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে কেবল স্বদেশের ভবিষ্যৎ ভীষণ চিত্র অঙ্কন করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তাহা নহে। সেই সভায় আসীন প্রত্যেকের

শোকাবহ পরিণামের কথা বলিতে লাগিলেন। মন্‌সিয়ে দে কন্‌ডরসেট্‌কে (M. de Condorcet) কহিলেন, "আপনি কারাগারের ভূ-গর্ভস্থ অন্ধকারময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিবেন।" মন্‌সিয়ে দে চাম্‌ফোর্টকে (M. de Chamfort) কহিলেন, "আপনি নিজ যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য ক্ষুরদ্বারা দেহের দ্বাবিংশ স্থান ক্ষত করিয়া রুধিরস্রাব করিবেন।" সেইরূপ আর আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের কথাই বলিতে লাগিলেন,—কাহার পরিণাম আত্মহত্যা, কাহারও বা ঘাতক কর্তৃক বা গিলোটিনে প্রাণসংহার। অবশেষে ফরাশী রাজার ও প্রধান প্রধান অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর রোম-হর্ষ পরিণামের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

কবি গাটে (Goethe) তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্ম-জীবনচরিতে একস্থানে একটি সুন্দর ভবিষ্যদ্দর্শনের উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি ফ্রেডেরিকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাই-লেন, যেন তিনি স্বয়ংই আবার অশ্বারোহণে অন্য প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেরূপ পরিচ্ছদ তিনি পূর্ব্বে কখনও পরিধান করেন নাই। আট বৎসর পরে ঘটনাটি সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি

ঠিক সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, সেইরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া, ফ্রেডারিকার নিকট সেই সময়ে,ঠিক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। সেইরূপ সাধক সুইডেনবার্গ (Swedenborg) বা জোয়ান অব্ আর্কের (Joan of Arc) জীবনী আলোচনা করিলে, এইরূপ ভবিষ্যদ্দর্শনের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমি কেবল যোগী ও দিব্যদৃষ্টি-সমন্বিত সাধকদিগের কথা বলিতেছি না। স্কট্‌ল্যাণ্ডের (Scotland) হাইল্যাণ্ড নিবাসীর (Highlanders) মধ্যে অনেকের এই প্রকার শক্তি দৃষ্ট হয়। তাহারা ইহাকে দ্বিতীয় দর্শন-শক্তি (Second Sight) নামে অভিহিত করে। ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্ভব, ইহা অপর উপায়েও সপ্রমাণ হয়। ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্ভব—ইহারই উপর ফলিত জ্যোতিষ নির্ভর করে। যিনি ঐ বিদ্যায় প্রকৃত পারদর্শী, তিনি মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলেন, যাহাকে ' অসম্বদ্ধ দৈবমিলন" বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। মানবের ভবিষ্যৎ পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা নির্ণীত থাকে,—পূর্ব্বোক্তরূপে আলোচনা করিলে ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারেনা ; এবং যদ্যপি ইহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী বা স্বপ্নদর্শী মানব যে তাহ জানিতে পারে, সে বিষয়েও সন্দেহ করা উচিত নয়।

কিন্তু প্রকৃত উন্নত ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব

হইতে ঠিক করা যায় না ; যাঁহারা জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী এবং যাঁহারা পুরুষকারবিশিষ্ট, তাঁহাদের ভাবি ঘটনা পূর্ব্বে নির্ণয় করা যায় না। সাধনার দ্বারা যাঁহারা সুপ্ত ঐশ্বরিক শক্তি বা ভগবানের আনন্দ ভাবকে প্রবোধিত করিয়াছেন, যাঁহারা অবস্থার ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন দাস নহেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি হইবে, তাহা পূর্ব্বে কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাঁহাদিগের জীবনেরও মুখ্য ঘটনা সমুদয় পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত থাকে সত্য, কিন্তু, কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারা কিরূপে কার্য্য করিবেন, অতীত কর্ম্মের কতখানি বা তাঁহারা পুরুষকারদ্বারা শক্তিহীন করিতে পারিবেন, বা হয়ত অত্যুগ্র পুরুষকারের সাহায্যে তাঁহারা প্রারব্ধকে সম্পূর্ণরূপ পরাভূত করিয়া, বীরের মত শোভমান হইবেন, এ সব কথা পূর্ব্ব হইতে জানা যায় না। যে সমস্ত কারণ পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের সমষ্টি শক্তিতে ঘটনার গতি যে অভিমুখে যাইতেছিল, সূক্ষ্ম লোকে তাহারই পূর্ব্বাভাস পতিত হয় ; কিন্তু সাধকের আত্ম-শক্তি, সহসা অতি তীব্র ইচ্ছাশক্তিরূপে অন্তরের কোন নিভৃত মধ্য হইতে আসিল এবং পূর্ব্ব-সঞ্চিত ক্রিয়াশীল শক্তির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

উন্নত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ।

শক্তিবিজ্ঞান বা বলবিজ্ঞানের (Mechanics) একটি

উদাহরণ সাহায্যে আমরা এই বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, একটি গোলকের উপর কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলাম। ইহাতে গোলকের উপর একটি শক্তি প্রয়োগ করা হইল। তাহাতে গোলকটি গড়াইতে গড়াইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আঘাত করিবে। এই যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করা, ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবার পূর্ব্বে, অন্য দিক দিয়া তাহার উপর আর একটি শক্তির প্রয়োগে সেই গোলকের গতি পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট করা হইল। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা ঘটিল না। আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত গোলকের সহিত মানবের অদৃষ্ট-ফল তুলনা করা হইয়াছে। যেমন গোলকের উপর শক্তি প্রয়োগে উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছিল, সেইরূপ সূক্ষ্মজগতে যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাতে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সূচিত করে। এখন মনে করুন, গোলকটি পুরুষকার-সমন্বিত মানব। সে ইচ্ছা করিয়া কোন একটি নবশক্তি উৎপন্ন করিতেও পারে, নাও পারে। এখন সহসা সেই নব-শক্তি উদ্ভূত করিল। ইহাই গোলকের উপর দ্বিতীয় শক্তির ক্রিয়া। আমরা দেখিব, ইহার ফলে মানবের যে অদৃষ্টফল পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা হইল না। এই যে

নবশক্তির আবির্ভাব, যাহার জন্য মানবের অদৃষ্ট-ফল পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা সাধারণ স্থূল দর্শনে দেখা যায় না; তাহা সাধারণ দিব্য-দর্শী অনুমান করিতে পারে না; তাহা ফলিত জ্যোতিষের গণনার সীমার মধ্যে আসে না। এই যে নব শক্তির সহসা আবির্ভাব, ইহাই পুরুষকার,—ইহাই আত্মার নিজশক্তির প্রকাশ। ইহার প্রকৃত বাসস্থান মনোময়-কোষ নহে, বিজ্ঞানময়-কোষ নহে, আনন্দময় কোষও নহে; ইহার স্থান হিরণ্ময়-কোষে।

স্বপ্নে ভবিষ্যদ্দর্শন এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তাহার দুইটি উদাহরণ।

আমরা এইখানে দুইটি সফল ভবিষ্যদ্‌বোধনের বিষয় উল্লেখ করিব। আমরা দেখিব যে, প্রাগ্‌দর্শন কতদূর সম্ভবপর এবং মানব প্রবল ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে আপনার অদৃষ্টকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এ দুই ঘটনাই থিয়সফিকাল সোসাইটীর সভ্য, তত্ত্বান্বেষী শ্রীযুক্ত লেডবিটার (C. W. Leadbeater) সাহেবের সুপরিচিত বন্ধু সম্বন্ধীয় এবং তিনি ইহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কখনও কখনও আবিষ্ট (Medium) ব্যক্তির হস্ত স্বতশ্চল হইয়া নানাবিষয় লিপিবদ্ধ করে। এইরূপ লিখনধারাকে তাঁহারা অটোম্যাটিক্ রাইটিং (Automatic

writing) নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদিগের মতে, এইরূপ লিপি সাহায্যে প্রেতেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের নানা সংবাদ প্রদান করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সকল সময়েই কেবল প্রেতবাহিত হইয়াই যে এইরূপ লিখন হয়, তাহা নহে; অনেক সময় দূরস্থ জীবিত লোকের মনের ইচ্ছা বা বাসনাও এইরূপে প্রকাশ পায়।

কোনও এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এইরূপ লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহাকে আবিষ্ট করিলেই তাঁহার হস্ত যন্ত্রের মত চলিতে আরম্ভ করিত এবং বিদেহীর ও দূরস্থ দেহধারীর অনেক কথা এইরূপে লোক-সমক্ষে প্রচার করিত। তিনি আবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যেন একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি (স্ত্রীলোক) অতিশয় মনঃপীড়ায় আছি। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। এইরূপ আশাভঙ্গ আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই"। তিনি আরও বলিলেন, "এইরূপ অবজ্ঞা আমাকে আর কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় যাইয়া দেখিলাম যে, কোথায় সভাগৃহ দূরস্থ লোক-সমাগমে জনতাপরিপূর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া দুই দশ জন বিশিষ্ট সভ্য ব্যতিরেকে তথায় আর কেহ নাই! আসন সমস্ত শূন্য, সভাগৃহ নিস্তব্ধ! আগত সভ্য কয়জন উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত বাতায়ন দিয়া রাজপথ লক্ষ্য করিয়া আছে। বক্তৃতা করা

স্থগিত রহিল। শূন্য সভাগৃহে, অনধিকৃত আসন সমক্ষে বক্তৃতায় কি ফল?” অবশ্য তিনি বক্তৃতার বিষয় ও সভাগৃহের নামও প্রকাশ করিলেন।

তিনি এই স্ত্রীলোককে জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না। অতএব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ কিছু করিলেন না। কিন্তু কয়েক দিবস পরে সেই স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার (স্ত্রীলোকের) মনস্তাপের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, সেই স্ত্রীলোক একেবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন,—“কই, আমিত সেই বক্তৃতা এখনও করি নাই; তবে আগামী (অমুক) দিবসে করিব, ইহা স্থির হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, আপনার হস্তলিখন ভবিষ্যদ্বোধনে যেন পরিণত না হয়!”

কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল; যাহা বহুদিন পরে ঘটিবে, তাহারই যথাযথ পূর্ব্বাভাস আবিষ্টের হস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। বক্তৃতা সভায় দুই দশজন ব্যতিরেকে কেহই উপস্থিত হয় নাই; বক্তৃতা স্থগিত হইয়াছিল; বক্তৃকামা বিরক্ত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। কে যে আবিষ্টকে এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই দিয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে চৈতন্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অপরিচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, ইহা তাঁহারই খেলা;

হয়ত কোনও মহাপুরুষ বা অদৃশ্য দিব্য সহায়ক এই সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; না হয় সেই স্ত্রীলোক নিজেই তাহা করিয়াছিল। তাঁহার অধিষঙ্গ পুরুষ বুঝিয়াছিলেন যে, অধিভূতের আশাভঙ্গ-জনিত মনঃপীড়া এত অধিক হইবে যে, তাহাতে স্থূল স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হইবার সম্ভাবনা, তাই তিনি ভাবী ঘটনার পূর্ব্বাভাস দিয়া এইরূপে মনকে অনেকটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এখানে আর একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা যাইতে পারে। অধিদৈব পুরুষ তাঁহার নিজের অধিভূত পুরুষকে সাক্ষাদ্ভাবে এই সংবাদ না দিয়া আবিষ্টের সাহায্যে পরোক্ষভাবে কেন দিলেন? সামান্য চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, আমরা ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, সকল স্থূলদেহে বা স্থূলদেহস্থিত মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম লোকের (ভুব, স্বর্গ প্রভৃতি) অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারা যায় না; কারণ, দেহ হইতে দেহান্তরে ভাব সঞ্চালনের যে যন্ত্র, তাহা সকলের সমভাবে বিকশিত নহে। অথবা, হয়ত, স্থূল-মস্তিষ্ক চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ থাকে যে, তাহাতে সূক্ষ্ম লোকের কোনও ভাব অঙ্কিত করিতে পারা যায় না; তাই সেই সব স্থলে আপনারই সূক্ষ্মানুভূতি আপনার স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চালন করিতে সক্ষম না হইয়া, অধিদৈব পুরুষ অপরের সাহায্যে পরোক্ষভাবে তাহা

প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদিগের বর্ত্তমান উদাহরণের ভদ্র লোকটি অতি সহজে আবেশনীয় (Mediumistic); তাই হয়ত সেই স্ত্রীলোকের অধিদৈব পুরুষ অনন্যোপায় হইয়া, আবেশনীয় ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণের উদাহরণের অভাব নাই। যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপ ঘটনা প্রায়ই সাক্ষাৎকার করেন। অপরের ভাবী বিপদের বিষয়, মানব কখন কখন যে স্বপ্ন দেখেন, তাহার মূলেও এই সত্য নিহিত আছে।

অপর এক সময়ে আমাদিগের পূর্ব্ব-কথিত ভদ্রলোকটি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে একখানি অতি বিস্ময়কর পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পত্রখানি তাঁহারই পরিচিত এক রমণীর এবং যেন তাঁহাকেই সম্ভাষণ করিয়া পত্রখানি লিখিত। তাহাতে রমণীর বর্ত্তমান জীবনের একটি দুঃখকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

কোন দিন সেই স্ত্রীলোক তাঁহার একজন সুপরিচিত বন্ধুর সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপন করেন। (অবশ্য তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম সেই পত্রে লিপিবদ্ধ ছিল।) এই আলাপনই তাঁহার সকল যাতনার মূল,—তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতুভূত কারণ। রমণী লিখিতেছেন,—"কেন আমি তাঁহার সহিত এতৎপ্রসঙ্গে আত্মভাব প্রকাশ করিলাম!

আমার এই অবিচারিত মানসিক দৌর্ব্বল্যেই ত আমি তাঁহার ক্রীড়ার পুত্তলিকাবৎ হইলাম! তাঁহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম! অবশ্য প্রথমে আমি অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম—আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলাম যে, আমার এই কার্য্যে আদৌ সম্মতি নাই। কিন্তু কি করিব, তাঁহাকে অধিকক্ষণ বাধা দিতে আমার শক্তি ছিল না! তাঁহার কি মোহকরী বিচার-প্রতিভা! আমি অবশেষে পরাভূত হইলাম। এক বৎসর পরেই এই কার্য্যের অতি কটু, বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ইহার চরম পরিণাম কাল আসিল। এখনও স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে! অনুতাপে, বেদনায় আমি অধীর হইতেছি! অবশেষে আমি সেই ভয়ঙ্কর মহাপাতক করিলাম। তদবধি আমার জীবন ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন। আমার প্রাণ অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতেছে। এ যন্ত্রণার কি অবসান নাই? এ দাবাগ্নির কি শান্তি-বারি মিলে না?"

এই বলিয়া রমণী তাঁহার আত্মকাহিনী সমাধা করিলেন। সেই ভদ্রলোকটি রমণীকে বিশেষরূপে জানিতেন। রমণী যে আত্মবিবরণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যে প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাতে তাঁহার দ্বারা যে সেই ঘৃণিত কার্য্য সম্ভবপর, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই।

তাই যথন তিনি সেই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার সমীপে সেই পত্রের আমূল শেষ সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ঘটনার কথা সেই স্ত্রীলোকের মনে কখন স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। সেই রমণী প্রভাতে সদ্যো-বিকসিত নলিনীর মত এখনও অমলিনা, এখনও আনন্দময়ী, অনুতাপ বা ভাবনা তাঁহার প্রফুল্ল প্রাণে এখনও কোনও রূপ কালিমা সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই বিবরণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, তাঁহার বর্ণনায় এইরূপ একটি অনুক্রম, এইরূপ সজীবতা ছিল যে, তাহা সেই স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

বহুদিন অতীত হইয়াছে; সেই চিত্র রমণীর চিত্ত-পট হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে; ইতি মধ্যে একবারও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। একদা তিনি নির্জ্জনে কোনও ভদ্রলোকের সহিত বহুক্ষণ আলাপন করিতেছেন, এমন সময়ে বৈদ্যুতিক বিভার মত সেই পুরাণ স্মৃতি সহসা তাঁহার মানস-গগনে বিভাসিত হইয়া উঠিল। এতদিন যাহার কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না,—সেই সম্ভাষণ, সেই যুক্তি, সেই তর্ক, তাঁহাকে বশীভূত করিতে সেই প্রবল চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-প্রসূত কুন্দনন্দিনী মৃত মাতার পার্শ্বে চেতনোদ্বোধক যে স্বপ্ন-চিত্র দেখিয়াছিলেন, দুর্ব্বলহৃদয়া বালিকা তাহার

সঙ্কেত না লইয়া নগেন্দ্রনাথের করে যেইরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের এই সত্য-ঘটনা-মূলক কাহিনীর নায়িকা সেইরূপ আত্মবিক্রয় করেন নাই। তাঁহার প্রতি-যোগীর বাক্যবিন্যাসে, তাঁহার যুক্তিতর্কে. এবং অধিকতর শক্তিশালী তাঁহার করুণ প্রার্থনায় যতই সেই রমণী আত্ম-বিস্মৃত হইবার উপক্রম হইতেছিলেন, ততই সেই পুরাণ স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বলতায় সহিত তাঁহার মানস-পটে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। সেই প্রলোভনে আত্ম-বিসর্জ্জনের কি বিষময় ফল! তাহার চিত্র তখন তিনি সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। তাই তাঁহার চিত্তে যে আত্ম-শক্তি নিহিত ছিল, তাঁহার যে মানসিক বল অবশিষ্ট ছিল, তাঁহার যতখানি পুরুষকার ছিল, তাহা যেন পুঞ্জীকৃত করিয়া, তিনি সেই বন্ধুর সংশয়াস্পদ বাক্যগুলি দৃঢ়-ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শেষ দৃঢ়তায়, তাঁহার আচম্বিত কঠোর ব্যবহারে তাঁহার আশান্বিত বন্ধু একেবারে স্তম্ভিত হইলেন।

এইরূপে পুরুষকার দ্বারা রমণী তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ফিরাইয়াছিলেন। যদি তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঘটনাস্রোত রুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর কালে আবিষ্ট-কর-প্রসূত অদৃষ্ট-লিখনানুযায়ী তাঁহার সেই ভীষণ পরিণাম যে না হইত, একথা কে বলিবে? ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন

নিশীথে অজ্ঞাত বনপথে যাইতে যাইতে পথিক যেমন 'আর অগ্রসর হইও না কূপে পতিত হইবে'—এই আচম্বিত উক্তিতে স্তম্ভিত হয় এবং গতি পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করে, এই স্ত্রীলোকেরও তাহাই হইল। হয়ত তাহার অধিযজ্ঞ পুরুষ (Individuality) বা হয়ত কোনও পরহিতব্রতী মহাপুরুষ বা দেবতা সূক্ষ্মলোকে সেই রমণীর ভাবী কার্য্য-পরম্পরা ও তাহার ভীষণ পরিণামের চিত্র অবলোকন করিয়া, সেই রমণীকে, প্রকৃতপক্ষে সেই রমণীর অধিভূত পুরুষকে (Personality) সতর্ক করিবার জন্য আবিষ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি রমণী বিবেচিকা না হইতেন, যদি এই ভবিষ্যদ্বাক্যে উদাসীন হইয়া কঠোরতার সহিত প্রবল পুরুষকার প্রয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত উদাহরণটির মত সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইত এবং রমণীর জীবন অনুতাপে ও মর্ম্মপীড়ায় ভারাক্রান্ত হইত।

অতএব আমরা দেখিলাম, প্রাগ্দর্শন কতদূর সম্ভবপর এবং পুরুষকার দ্বারা মানব কিরূপে ভবিতব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। যেমন এই উদাহরণ দুইটিতে আবিষ্টের সাহায্যে সূক্ষ্মলোকে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র জাগ্রৎচৈতন্যের বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল, সেইরূপ অনেক স্থলে স্বপ্নেও সেই কার্য্য সংসাধিত হয়। আমরা যথাস্থানে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব।

৫। Symbolism বা রূপক-আদর্শ।

মানবের চিন্তা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে,—একথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত চিন্তামূর্ত্তির এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও আকৃতি আছে। মানবের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। আমরা যেমন স্থূল-জগতে মনের ভাব স্থূল ভাষায় বা স্থূল লিখনে ব্যক্ত করি, সূক্ষ্ম জগতে সেইরূপ চিন্তার বা ভাবের স্থূল ভাষা বা লিখনদ্বারা অনুবাদের আবশ্যক হয় না। সূক্ষ্মদেহস্থিত মানব সেই ভাবরাজি সাক্ষাদ্ভাবে,—ভাষাদিরূপ পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে,—জানিতে পারে।

স্থূল জগতের ভাব-জ্ঞাপনের সাধক যেমন ভাষা, লিখনাদি, সেইরূপ সূক্ষ্ম-জগতে এই ভাব-মূর্ত্তিগুলি। ভাব-জ্ঞাপন-সাধকের সাধারণ নাম হইতেছে বাক্। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিভিন্ন চৈতন্যে যেই যেই বিভিন্নরূপে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তদনুরূপ "বাক্"ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। যথা,—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। যেমন প্রণব চতুষ্পাৎ, যেমন মহা চৈতন্য চারিরূপে স্থিত, যেমন মানব-চৈতন্যের চারিভাব, তদ্রূপ "বাক্"ও চারি প্রকারের। আমি এই তত্ত্ব অতি বিশদভাবে "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে" আলোচনা করিয়াছি। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯)। জাগ্রৎ-চৈতন্যের "বাক্"কে সাধরণতঃ

বৈখরী বলা যাইতে পারে; সেইরূপ স্বপ্ন-চৈতন্যের "বাক্"কে মধ্যমা, সুষুপ্তি-চৈতন্যের "বাক্"কে পশ্যন্তী ও তুরীয় চৈতন্যের "বাক্"কে "পরাবাক্" বলা হয়।

আমরা এখানে সুষুপ্তি-চৈতন্যের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই চৈতন্যে অপরের ভাবরাশিকে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাওয়া যায়; শাস্ত্রও এই চৈতন্যের 'বাক্'কে সেইজন্য 'পশ্যন্তী-বাক্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত গুরু-শিষ্যের উপদেশ, প্রশ্নোত্তরাদি এই ভাষায় হইয়া থাকে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রে তাই আছে,—

চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্য্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

[ইহা অতীব বিচিত্র,—বটতরুর মূল-দেশে গুরু ও শিষ্যবর্গ সকলেই মৌনভাবে উপবিষ্ট আছেন; শিষ্যেরা সকলেই বৃদ্ধ, কিন্তু মহাগুরু যিনি, তিনি চিরযৌবনযুক্ত। গুরুদেব স্থূল বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বুঝাইতেছেন এবং শিষ্যেরাও তদ্দ্বারা ছিন্নসংশয় হইতেছেন।]

আমাদিগের এই স্থলে এইটুকুমাত্র দ্রষ্টব্য,—গুরুর মৌন ব্যাখ্যা এবং তাঁহাতে শিষ্যের অন্তরের সন্দেহের অপসরণ। অতএব আমরা দেখিলাম যে, চিন্তা-মূর্ত্তিগুলি চৈতন্য-বিশেষে দৃষ্ট হয়। যিনি বিচার-বুদ্ধি সংযত করিয়া মনকে একাগ্র করিয়াছেন ও সম্যক্‌রূপে "নিদিধ্যাসন"-সাধনার পারদর্শী

হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই চিন্তামূর্ত্তি দেখিতে পান,— তাঁহাকে ইহা দেখিবার জন্য প্রাকৃতিক সুষুপ্তি অবস্থার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গুরুস্তোত্রে যে শিষ্যবর্গের কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা প্রকৃত নিদিধ্যাসন-পারদর্শী; তাই তাঁহারা গুরু-দেবের মৌন ব্যাখ্যায় ছিন্ন-সংশয় হইতেছেন। পুরাণের অনেক রূপক, চিন্তামূর্ত্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ঐ সমস্ত চিন্তামূর্ত্তি স্থূলভাষায় বর্ণনা করিতে হইলেই রূপক বলিয়া মনে হয়। পূজার মুদ্রা ও পুরাণের Symbolismএর সৃষ্টি ইহা হইতেই; সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সূক্ষ্মদর্শনে অনভ্যস্ত মানবের নিমিত্ত তাহাদিগকে এইরূপে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিরূপ চিন্তা কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার বর্ণই বা কি, যদি এই তত্ত্ব জানিবার কাহারও প্রয়াস থাকে এবং সেই সমস্ত মূর্ত্তির চিত্র দেখিতে কাহারও সাধ হয়, তিনি থিওসফিকেল সোসাইটীর কর্ণধার শ্রীমতী এনি-বেসেণ্ট ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার-কৃত সচিত্র Thought Forms নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

মানব সুষুপ্ত হইলেই, মানব-চৈতন্য শুদ্ধ ভাব-রাজ্যে অবস্থিত থাকে। সে চৈতন্য প্রজ্ঞা-চৈতন্য। তদবস্থায় ভাবদর্শন হয়। যে ভাষায় তখন চৈতন্য ভাব প্রকাশ করে, তাহা "পশ্যন্তী-বাক্"। যে ভাবটি প্রকাশ করিতে জাগ্রৎ

অবস্থায় বহু বাক্যের আবশ্যক হইত, তাহা সুষুপ্তি-চৈতন্যে একটি চিত্রের দ্বারা সম্যক্ ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। ইহাই আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত Symbol, 'রূপক-আদর্শ' বা ভাব-চিত্র। এখন মনে করুন,—কোন ব্যক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় নিজের বা অপরের একটি ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া, তাহা তাহার স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চরণ করিয়া দিতে যাইল। সূক্ষ্মচৈতন্যে সে যাহা দেখিয়াছে, তাহার বর্ণনা স্থূল মস্তিষ্কে অঙ্কিত করিয়া দিল। কিন্তু আমরা যেমন শব্দের পর শব্দ সংযোজনা করিয়া, নানা প্রকারে, নানা বাক্যে, জাগ্রৎ অবস্থায় কোনও বিষয়ের বর্ণনা করি, সে তাহা না করিয়া একটি সামান্য চিত্রে, একটি 'রূপক-আদর্শে' তাহা করিল। তাহার পর মানব যখন প্রবুদ্ধ হয়, আবার যখন তাহার স্থূলচৈতন্য ফিরিয়া আসে, সে সেই অঙ্কিত চিত্রটিকে স্থূলচৈতন্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া লয়। কিন্তু, যদি কেবল সেই চিত্রটি স্মৃতিতে থাকে—যে সঙ্কেত সাহায্যে সেই চিত্রটি স্থূলভাষায় অনূদিত হইতে পারে, তাহা যদি জাগ্রৎ চৈতন্যে স্মরণে না আসে, তাহা হইলেই মহাগোল। তখন কেবল সেই রূপক-আদর্শ-চিত্রেরই পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু, সেই চিত্রটি যে কিসের রূপক বা কি ঘটনার বা বিষয়ের সূচনা করিতেছে, তাহা বলিতে পারে না।

আবার কেহ কেহ নিজের এক প্রকার পরিভাষা, এক

প্রকার সঙ্কেত প্রস্তুত করে এবং তৎসাহায্যে স্থূল-মস্তিষ্কে অঙ্কিত রূপক-আদর্শকে ব্যঞ্জনা করে। শ্রীমতী ক্রো (Mrs. Crowe) নাইট্‌ সাইড্‌ অব্‌ নেচার (Night Side of Nature)-নামক পুস্তকে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। একজন ভদ্রমহিলা কোনও একটি দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে মৎস্য সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেন। একদিন তিনি নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন যে, একটি বৃহৎ মৎস্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের দুইটি হস্তাঙ্গুলিতে দংশন করিয়াছে। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার সেই পুত্রের সহাধ্যায়ী পরশু আঘাতে তাহার ঠিক সেই অঙ্গুলিদ্বয় ক্ষত করিয়াছে। শ্রীমতী ক্রো আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপ অনেক অশুভসূচক দুঃস্বপ্নের কথা জানেন। কোনও বিপদের প্রাক্‌কালে এক একজন লোকে এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট জীব বা দ্রব্যের স্বপ্ন দর্শন করে। *

* A lady who whenever a misfortune was impending, dreamt that she saw a large fish. One night she dreamt that the fish had bitten two of her little boy's fingers. Immediately afterwards a school-fellow of the child's injured those two very fingers by striking him with a hatchet. I have met with several persons who have learnt by experience to consider one particular dream as the certain prognostic of misfortune.]

Night *Side* of Nature, page 54.]

'রূপক-আদর্শ'-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কখনও কখন ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলেও, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চিত্রবর্ণের মত(Hieroglyphics) ইহাদিগের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ আছে; যথা,—গভীর জলরাশির স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা, মুক্তার স্বপ্নে চক্ষুর জল বুঝায়। শাস্ত্র এইরূপ অনেক সাধারণ স্বপ্ন-সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠককে আমরা তন্ত্রোক্ত স্বপ্নাধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৭৭ অধ্যায়, ৭০ অঃ, ৬৩ অঃ, ৮২ অঃ, ৩৩ অঃ, ৩৪ অঃ, দেবীপুরাণ ২২ অঃ, কালিকাপুরাণ ৮৭ অঃ, মৎস্যপুরাণ ২১৬ অঃ ইত্যাদি দর্শন করিতে অনুরোধ করি। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ রাফেলের (Raphael) একখানি পুস্তক আছে, যাহার নাম 'বুক্ অব্ ড্রিম্‌স্' (Book of Dreams)। এই পুস্তকের শেষভাগে অনেক রূপক-স্বপ্ন এবং সেগুলি কি কি ঘটনার সূচনা করে, তাহা ব্যক্ত আছে। সেইরূপ এলেথিয়া (Aletheia)-রচিত পুস্তকে (Dream Stories or My Wanderings in the Unseen), মহিলা ডাক্তার এনা কিন্সফোর্ড মহোদয়ার (Anna Kinsford M. D.) গ্রন্থে (Dreams) অনেক রূপক স্বপ্নের কথা আছে।

৬। স্বপ্নতত্ত্বের অনুক্রমণিকা।

যে যে উপাধির সাহায্যে মানব বিষয় উপভোগ করে—

তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম-দেহ—আমরা তৎসমস্ত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাহার পর আমাদিগের চৈতন্য—যিনি শরীরী বা এই সমস্ত শরীরগুলির যিনি অধিপতি—তিনি নানা অবস্থায়, স্থূল সূক্ষ্মভেদে ভিন্ন ভিন্ন শরীরকে কিরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহাও বিচার করিয়া আসিয়াছি। তৎপরে নিদ্রাকালে দেহ ও মানব-চৈতন্য কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের কোনও কার্য্য থাকে কি না, কার্য্য থাকিলে তাহা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা তৎসঙ্গে স্বপ্নের প্রকৃত হেতু কি, তাহারও অনুসন্ধান করিয়াছি। স্বপ্নের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত যে কয়টি বিষয়ের স্মরণ রাখা চাই তাহা আমরা বিচার করিয়াছি।

১। যিনি উন্নতপ্রকৃতি, নিদ্রাকালে তিনি হতচেতন স্থূল-দেহ হইতে নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম-দেহাবলম্বনে সূক্ষ্ম-লোকে জাগরিত থাকিয়া বিহার করেন; তখন অনেক অসাধারণ শক্তি তাঁহার অধিকারে থাকে। আবার যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ জড়চেতা, নিদ্রাকালে তাহার স্থূলদেহ যেমন প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্ম দেহও তদ্রূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে; তাহার সূক্ষ্মদেহ অনভিব্যক্ত এবং কেহ যে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী আছে, তাহাও বোধ হয় না; চৈতন্যের চিহ্ন মাত্রও যেন সূক্ষ্ম-দেহে পরিলক্ষিত হয় না। কেহ আবার স্থূল

মস্তিষ্কে নিদ্রাকালের অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়; কেহ বা তাহা করিবার রহস্য এখনও পরিজ্ঞাত নহে।

২। মানবের সূক্ষ্ম-দেহই তাহার বাসনা ও চিন্তার ক্রিয়াক্ষেত্র। তাহা তাহার নিজের বা অপরের বাসনা ও চিন্তার দ্বারা উত্তেজিত ও বিক্ষোভিত হয়।

৩। অপর পরিকল্পিত বা নিজেরই অতীত কালের চিন্তাতরঙ্গ মানবের পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কে আঘাত করে এবং কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সেই মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া থাকিয়া, তাহা চলিয়া যায়। অপর আর এক তরঙ্গ আসিয়া তখন তাহা অধিকার করে। এই সমস্ত অসংলগ্ন, সম্বন্ধহীন চিন্তাসমূহের বিরাম নাই, অবসাদ নাই।

৪। নিদ্রাকালে মানব-চৈতন্য স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া যাইলেও, এই পরিত্যক্ত দেহে একপ্রকার অতিক্ষীণ চৈতন্যা-ভাস থাকে। এই অতি মৃদুভাবে প্রবহমাণ চৈতন্য-ছায়ার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে; ইহাতে কোনও বাহ্য উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই, ইহা তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বিবিধ ঘটনাপূর্ণ অভিনব এক উপন্যাস রচনা করে। প্রকৃত ঘটনাটি—যাহা তাহাতে উত্তেজনা আনিয়া দিয়াছিল—তাহা কোথায় ডুবিয়া যায়; এখন স্থূল-মস্তিষ্কস্থিত অতি ক্ষীণ সেই চৈতন্য-কল্পিত অতিরঞ্জনটি একটি সত্যমূলক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়।

৫। তাহার পর আমরা যেমন গভীর হইতে গভীরতর নিদ্রায় অভিভূত হই, আমাদিগের সম্বিৎ, আমাদিগের 'আমি'-প্রত্যয় একটির পর একটি দেহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থায় আত্মচৈতন্যে মিলিয়া যায়। সেই সময় পরিত্যক্ত দেহগুলি স্বস্ব চৈতন্যে সঞ্জীবিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকে; কারণ যিনি দেহগুলিকে আয়ত্তে রাখিয়া অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করেন, সেই মানব-সম্বিৎ এখন দেহগুলির সহিত প্রায় কোনও সম্বন্ধ রাখেন না। কিন্তু, যে চৈতন্য তাহাদিগের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতি ক্ষীণ, তাহা একপ্রকার জড়-চৈতন্য; তাহাতে কোনও স্বাধীন বৃত্তি থাকে না; তাহা যন্ত্রের মত অভ্যস্ত চিন্তা, ভাব বা ঘটনাবলীর কাল্পনিক পুনরভিনয় করে।

৬। তাহার পর আর একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। যখন মানব-চৈতন্য নিদ্রাকালে স্থূল-সূক্ষ্মাদি শরীর হইতে উদ্গত হয়, যখন দেহাবশিষ্ট ক্ষীণ চৈতন্য তত্তৎ দেহকে স্ববশে রাখিতে পারে না, তখন সেই শরীরগুলি বাহ্য কারণে সহজে অভিভূত হয়।

এই সমস্ত জটিলতা, এই বিশেষ বিশেষ সংঘাত আছে বলিয়াই প্রকৃত অলীক অবভাস বিশ্লেষ করা এত দুরূহ। সুষুপ্তির বিজ্ঞান বা স্বপ্ন-বিজ্ঞান, সেইজন্য যত সহজ বলিয়া মনে হয়, ঠিক ইহা তত সহজ নয়। অতএব স্বপ্নমাত্রই অলীক

বলিয়া বর্ণিত হয়। মানব প্রবুদ্ধ হইবা মাত্র, তাহার স্থূল-দেহে মানব-সম্বিৎ ফিরিয়া আসে এবং তখনি বিভিন্ন দেহের স্বাধীন চৈতন্যের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিকে বাঞ্জনা করে। তখন সকলগুলিই এক সময়ে তাঁহার নিজের অনুভব বলিয়া মনে হয়। এই অনুভবকে যদি স্বপ্ন নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে স্বপ্নকে অলীক না বলিয়া, আর কি বলা যাইতে পারে?

সপ্তম অধ্যায়।

—:++:—

স্বপ্ন-বিভাগ।

(১) সদ্-দর্শন।

প্রকৃত পক্ষে ইহা ঠিক স্বপ্ন নয়। জীবাত্মা বা কারণ-শরীরাভিমানী আত্মা বা প্রাজ্ঞ * নিদ্রাকালে সৎ, অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মে লীন থাকেন। এই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থায় †, এই সমগ্-জ্ঞান-রবি-বিভাসিত অবস্থায়, জাগতিক রূপসকল স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিতে পারে না; সর্ব্বরূপ ব্রহ্মেরই রূপ

---

* অস্য ব্যষ্টিরহঙ্কারকারণত্বেন কারণম্।
বপুস্তত্রাভিমান্যাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
(সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ—৩২২)

[পণ্ডিতগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া জীবের ব্যষ্টি অজ্ঞানকে "কারণ-শরীর" এবং সেই কারণ-শরীরাভিমানী আত্মাকে "প্রাজ্ঞ" বলিয়া অভিহিত করেন।]

† "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি-নাম সৎ সৌম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতো ভবতি।"

[হে সৌম্য! সুপ্তিকালে এই পুরুষের স্বপিতি নাম হয়। তখন তিনি সৎসম্পন্ন হয়েন; "স্ব"তে (আত্মাতে) অপীত (লীন) হয়েন, অতএব ইহাকে "স্বপিতি" নামে আখ্যাত করা যায়; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন।]

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সকলেই ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, তখন "সকল"-ভাবই থাকে না; পার্থক্য-বুদ্ধিরূপ ভ্রমের বিলোপ হয়। ইহাই প্রকৃত সদ্‌দর্শন। তুরীয় অবস্থায় এই অনুভূতির জন্য, এই একত্ব বা অবিশিষ্টতা-সুধা-পানের জন্যই, জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি চৈতন্যে মানবের এই প্রেম বা একীকরণেচ্ছা। কিন্তু, আমরা এখানে সদ্-দর্শন অর্থে কেবল ইহাকেই বুঝিব না।

সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যের যে ক্রিয়া হয়, বা কারণ-শরীরাভিমানী জীবাত্মার যে "দর্শন," প্রাজ্ঞ-চৈতন্যের বা অধিদৈবের যে প্রত্যয় বা অনুভূতি, তাহাও আমরা এই "সদ্-দর্শন" বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিব। সুষুপ্তি-কালে যে শরীরে চৈতন্যের ক্রিয়া নিবদ্ধ থাকে, আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার নাম কারণ-শরীর; বা আর একভাবে বলিলে, যে মায়াবরণ এই সময়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধিকে "আনন্দময়-কোশ"—এই নামে অভিহিত করা হয়। এই আনন্দময়-কোশ নাম নিরর্থক নহে, উহা সার্থক *। যে যে ভাগ্যবান্

* স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যানন্দপ্রচুরত্বতঃ।
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোশ ইতীর্য্যতে॥

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ—৩২৪

কারণ-শরীরও জীবস্বরূপকে আচ্ছাদন করে; ইহাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ হয় বলিয়া, ইহাকে আনন্দময় কোশও বলা হয়।

কখনও এই আনন্দ-অনুভূতি জাগ্রৎ চৈতন্যে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন যে, কি মধুর, কি গভীর, কি হৃদয়মনোহারী ও পবিত্র, স্বর্গীয় এই আনন্দ-প্রবাহ! যিনি তাহা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার জীবন এই সর্ব্ব-পাপ-হন্ত্রী-ভোগবতী-সংস্পর্শে বিগত-সংসার-কল্মষ-পঙ্ক হইয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানবে এই মহান্ অনুভব হয় না, তাঁহাদিগের সুষুপ্তির আনন্দ-অনুভূতির কেবল ক্ষীণ স্মৃতিটুকু থাকে। তাঁহারা বলেন,—"এষোঽহং সুখমস্বাপ্সং ন তু কিঞ্চিদবেদিষম্"—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সুখের পরিচয় বোধগম্য হইতেছে না।

সাধক ভক্তদিগের জাগ্রৎ চৈতন্যেও এই অপার্থিব আনন্দ-প্রবাহ আসিয়া প্রতিঘাত করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার বিষয় অবগত আছেন। একটি দৃশ্য, একটি সঙ্গীত, এক-ভাবের একটি কথা, তাঁহাকে এই আনন্দে নিমজ্জিত করিতে যথেষ্ট হইত। ভক্ত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনেও তাহাই হইত। আমি তাঁহার জীবনের ঘটনা হইতে দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি *। "তিনি একদিন দ্বার-ভাঙ্গার পথে বেড়াইতেছিলেন। দেখিলেন—পথিপার্শ্বে পলাশবৃক্ষে

* শ্রীবঙ্কবিহারী কর রচিত "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"।

পলাশফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; ভাবে বিভোর হইলেন এবং মানুষকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেলে যেরূপ হয়, সেই-ভাবে গিয়া কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন,—'পলাশ বৃক্ষের ভিতর হইতে মা উঁকি দিতে-ছিলেন।"

"একবার একটি মুটে মোট নিয়া আসিয়াছে; তিনি তাহার মধ্যে যেন কাহাকে দেখিয়া অধীর হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মুটেও বাবা বাবা বলিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। সে দৃশ্য যাহারা দেখিল, তাহারাও চক্ষুর জল রাখিতে পারিল না।"

"একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রাতে পায়খানার পথে তাঁহাকে অতি সঙ্কোচে পদক্ষেপ করিতে দেখা গেল। এই-রূপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। তখন তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলে, পুনরায় জ্ঞান হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—'দূর্ব্বা-ঘাসে শিশির-বিন্দুতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, আমি আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই'।"

এইরূপ তাঁহার জীবনে অনেক ঘটনা আছে। কখনও আহার করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেন, কখন 'চা' পান

করিতে করিতে পাত্র হস্তে করিয়া বেহুঁস্ হইয়া থাকিতেন। কখনও ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। সুষুপ্তি-চৈতন্যের আনন্দ-প্রবাহ তাঁহার জাগ্রৎ-চৈতন্যে আসিত বলিয়াই তাঁহার এইরূপ হইত। তাই তিনি ভগবান্ সম্বন্ধে বলিতে পারিতেন,—'তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা যায়,—এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে ব'লছি।" অধ্যাপক জেম্স্ (Professor James) সাহেবের পুস্তকে (Varieties of Religious Experiences) ইহার উদাহরণ আছে। একটি দৃশ্য দেখিয়া একজন নাস্তিকেরও কিরূপ ঈশ্বর-বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে! ইহা এই সুষুপ্তির আনন্দ-তরঙ্গের জাগ্রৎ-চৈতন্যে প্রতিঘাতমাত্র। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে "conversion" (কনভার্ষণ) বলেন।

সুষুপ্তি-অবস্থায় অনেক সার সত্যের অনুভূতি হয়, অনেক জটিল রহস্যের মীমাংসা হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মীর, কবির, দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের যে ভাব বা যে প্রতিভালোক, তাহা এই অনুভূতিরই প্রতিফলনমাত্র। কখনও কখনও আবার মহাপুরুষগণ, ভ্রান্ত, বিপন্ন, অন্ধ আমাদিগের কল্যাণের জন্য কোনও বিপদের ভীষণ ছায়া আমাদিগের মানসে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। এইরূপ

অনুভূতি লেখকের জীবনে দুই চারি বার হইয়াছিল এবং মহাপুরুষদিগের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া, মহা মহা বিপদে লেখক বহুবার উত্তীর্ণ হইয়াছে। কখনও বা কর্ম্মী ও ভগবদ্ভক্ত ত্যাগী মানবগণকে উৎসাহ দান করিতে, নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিতে, বিষণ্ণ তাঁহাদিগের চিত্তের অবসাদ দূর করিতে, তাঁহারা অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের বা মানব-ইতিহাসের এক প্রান্তের যবনিকা উত্তোলন করেন; বা শান্তিময়,আনন্দ-পূরিত সাধকের আদর্শানুযায়ী চিত্তাকর্ষক মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া, মহাপুরুষগণ ভক্তের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন; কখনও বা আবার নানা রূপক দ্বারা অতি জটিল দুর্ব্বোধ রহস্যের বা সাধনার সাধক-চিত্তোপযোগী পন্থা দেখাইয়া দেন। সাধকপ্রবর জিনরাজাদাস সুললিত তাঁহার ফ্লাওয়ার্শ এণ্ড গার্ডেন্স্-(Flowers and Gardens) নামক পুস্তকে অতি মনোহর আধ্যাত্মিকতা-পরিপূর্ণ এইরূপ কয়েকটি স্বপ্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কুতহুমী কিরূপ জটিল নানা তত্ত্ব স্বপ্নে মনোহর চিত্রাবলির সাহায্যে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি লেখক তাঁহার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অনেকের জীবনেও অল্লাধিক এইরূপ সত্যানুভূতি হয়; অনেক অতি দুরূহ সমস্যা, যাহার কিছুতেই মীমাংসা হই-

তেছে না, সহসা নিদ্রাবসানে দেখা গেল যে, তাহার কি সুন্দর ব্যাখ্যা হইয়াছে! কোথা হইতে কোন জ্ঞানজ্যোতিঃ-স্পর্শে যেন সেই ঘোর তিমির নষ্ট হইল! কাহার যেন কৃপা-পবন-সংঘাতে সেই অজ্ঞানতা-মেঘ দূর হইল! আমি নিজের জীবনে ইহা জানি, তাই বলিতেছি। সেই ব্যাখ্যা কোথাও পূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই, এমন দুই একটি শ্লোক বা শাস্ত্রোক্তি জাগরিত হইবামাত্র মানসে উদিত হইল, যাহা পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই! আমি পরে পুস্তকে অনুসন্ধান করিয়া বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যে, সেইগুলি প্রায় ঠিক। এইরূপ কি করিয়া হয়? হয়ত কোনও মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে শিখাইয়া দিলেন! হয়ত আমার যিনি হৃদয়রথী, তিনিই আমার সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন!

প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সদ্-দর্শনের উদাহরণের অভাব নাই। ইতিহাস আত্মত্যাগী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর মানবগণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেক স্থলে সদ্-দর্শনের কথাও উল্লেখ করিয়াছে। এখানে এই সমস্ত উদাহরণের আহরণ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সমস্ত অবগত আছেন। আমরা ইহার বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিব না। তবে দুই একটা উদাহরণ এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। যাঁহারা

এতৎসম্বন্ধে সম্যক্ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তবে পাঠকদিগের নিকট আমার এই নিবেদন, তাঁহারা যেন এই গুলিকে স্বপ্ন বলিয়া মনে না করেন। যে অবস্থায় এইরূপ দর্শন হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি,—স্বপ্নাবস্থার অতীত।

কোন কোন দেবমন্দিরে, দেব বা দেবী-মূর্ত্তিসন্নিধানে মস্তক চালনাদিরূপ নানা প্রক্রিয়ার-সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষকে যে "বাউল" পায়, বা কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষের পূজাদি করিতে করিতে যে "ভাব লাগে"—তাহাও এই শ্রেণীর স্বপ্নের অন্তর্গত। তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র রোগী বা অর্থার্থী "হত্যা" বা ''ধরণা'' দেয় এবং তাহার ফলে ঔষধ বা আদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাও এই বিভাগের অন্তর্ভূত। এই সমস্ত স্থলে প্রক্রিয়া-বিশেষে বা ভক্তিভরে তীব্র বিশ্বাস দ্বারা মনোবৃত্তিকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা হয়। এবং সেই পবিত্র, একাগ্র ও একনিষ্ঠ চিত্তে পূর্ব্বকথিত উপায়ে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রতিফলিত হয়।

২। স্বপ্নে ভবিষ্য-জ্ঞান।

"স্বপ্নে ভবিষ্য-জ্ঞান''—আমাদের এই নামকরণটি বেশ

সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ নিদ্রিত মানবের যে অবস্থায় ভবিষ্য ঘটনার জ্ঞান বা দর্শন হয়, তাহাকে কোনওরূপে স্বপ্নাবস্থা বলা যায় না। আমরা এ কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহার স্থূল বা জাগ্রৎ চৈতন্যকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য, হয়ত মানব-জীবাত্মা সুষুপ্তি-অবস্থায় কোনও একটি ভবিষ্য-ঘটনা স্বয়ং দর্শন করিয়া, তাঁহার স্থূল মস্তিষ্কে সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেন। পূর্ব্বে আমরা ইহার উদাহরণও দিয়াছি। কখনও বা এমন হয় যে, জীবাত্মা স্বয়ং ইহা দর্শন করেন না ; কোনও মহাপুরুষ বা অপর কোনও সুপ্ত মানব, কোনও ভবিষ্য ঘটনা দর্শন করিয়া, তাহার বা অপর কোনও মানবের বা জগতের কল্যাণ জন্য, স্বপ্নদ্রষ্টার নিদ্রাবস্থায় তাহাকে এই ঘটনার পরিচয় দেন ; তাহার জীবাত্মা সেই অনুভূতি পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহার স্থূল মস্তিষ্কে অবভাসিত করিয়া দেন। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, সকল সময়ে, মানব জাগরিত হইলে, সেই প্রেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিতে থাকে না। ইহা কেন হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—যিনি সুপ্ত-চৈতন্যাভিমানী, অর্থাৎ যিনি অধিদৈব, বা Individuality, তাঁহার অভিব্যক্তির, আর মানবের সূক্ষ্ম স্থূলাদি শরীরের বিকাশের উপর। সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞানলাভ করেন, যে ভবিষ্যদর্শন করেন, তাহা যদি ঠিক

স্বাধিকৃত করিতে না পারেন,—যত্তপি তাহা স্ব-প্রকৃতিস্থ করিতে না পারেন, যদি তাহা কেবল বাহ্য বিষয়ভাবে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, তিনি ইহা সূক্ষ্ম বা স্থূল চৈতন্তে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত করিতে পারেন না; তাঁহার নিজের ভিতরই যে জ্ঞানটি সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই, তিনি আবার তাহা অন্তকে কিরূপভাবে দিবেন? তাহার পর দেহ বা শরীরগুলিকে স্বায়ত্তে লইয়া আসাও বড় সহজ কথা নহে; তাহাও অভিব্যক্তির ফলে, কালে সংসাধিত হয়। এইত গেল চৈতন্তের কথা। শরীরের অভিব্যক্তি বা বিকাশের উপরও এই স্মৃতি অনেকটা নির্ভর করে। মলিন মুকুরে যেমন প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে না, দেহ অপবিত্র হইলেও জ্ঞান-জ্যোতির সেরূপ ভাবে স্ফুরণ হয় না। চঞ্চল, বাত্যা-বিক্ষোভিত উর্ম্মি-সমাকুল নদীবক্ষে যেমন চন্দ্র-প্রতিবিম্ব বিভক্ত ও বিচূর্ণিত হইয়া যায়, যেমন পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত হয়, কেবল অবশিষ্ট থাকে কিরণমালীর কিরণজাল, —সেইরূপ নানা বাসনা বা চিন্তা বিধ্বস্ত মানব-মানসে বা মানবের সূক্ষ্ম-মস্তিষ্কে অধিদৈবের বা সুপ্ত চৈতন্যাভিমানীর ভবিষ্যঘটনা-চিত্রের অঙ্কন-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়; মানব জাগরিত হইলে, অপ্রভেত্ত, বিক্ষিপ্ত কিরণ-জালরূপ কেবল একটা অতীব অস্পষ্ট,—অতীব অপরিস্ফুট, একপ্রকার „স্মৃতিবিভ্রম" জাগ্রৎ চৈতন্তে অবশিষ্ট থাকে।

যাঁহারাই স্বপ্নে ভবিষ্যদ্দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ও ঘটনাবলী পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ইহার কতকগুলি অতিশয় আবশ্যক। অতএব সুপ্ত চৈতন্যাভিমানী বা অধিদৈব (Individuality), তাহা জাগ্রৎ চৈতন্যে কেন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ সহজে অনুমিত হয়; যেমন হয়ত কোনও পরমাত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুর ভবিষ্যৎ চিত্র; হয়ত কোনও অবশ্যম্ভাবী মহাবিপদের পরিচয়। কিন্তু, আবার এমন অনেক ভবিষ্যদ্দর্শন হয়, যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, যাহা অতি অনাবশ্যক, ইহাদিগকে স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিয়া দিবার কি উদ্দেশ্য, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। হয়ত বহু ঘটনাবলি-সমন্বিত কোন ভবিষ্যৎ দৃশ্যাবলির উহারা সংশ্লিষ্ট খণ্ডাংশমাত্র; স্থূল মস্তিষ্ক সমগ্র চিত্রটিকে ধারণা করিয়া রাখিতে পারে নাই, কেবল ইহার অনাবশ্যক কোন একটি অংশকে স্মরণে রাখিয়াছে।

এই যে প্রাগ্‌-দর্শন ঘটে, তাহা অনেক সময় কোনও সংভাব্য বিপদ-বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য। কখন কখন আমরা বিপদের এইরূপ পূর্ব্বাভাস বা পূর্ব্ব-সংবাদ পাইয়া সতর্ক হই, সাবধানে কার্য্য করি এবং বিপদ আসিলে তাহা হইতে মুক্ত হই। কিন্তু অধিক সময়েই আমরা আমা-

দিগের অন্তর্যামীর এই প্রকার নির্দেশ বাক্যকে গ্রাহ্য করি না, "স্বপ্ন অলীক" বলিয়া, তাহা উপেক্ষা করি; অথবা তাহা উপেক্ষা না করিলেও, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারায়, আমাদিগের সেই আশু-বিপদের প্রতিরোধ করিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। স্বপ্নে যে বিষয়ের অনুভূতি হইয়াছিল, তাহা যখন প্রকৃতই আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অনন্যোপায়ে তাহাতে আত্মসমর্পণ করি ও অনুতপ্ত হইয়া মনোবেদনার বোঝা বাড়াইয়া তুলি। আবার কখন কখন এমনটিও হয়,—যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শক্তির উপর আমাদিগের কোনও ক্ষমতা থাকে না, তাহাদিগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও প্রহত হইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা বিফল হয়; বহু আয়াসেও সম্মুখীন বিপদের হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। প্রারব্ধ, কর্ম্মফল-শক্তি ব্যাধের মত, পুরুষকারকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আমরা পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

স্বপ্নে ভবিষ্য-জ্ঞানের উদাহরণের অভাব নাই। আমাদের চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকের এরূপ স্বপ্ন-দর্শন হইয়াছে বা তাঁহারা এরূপ স্বপ্ন-কথা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন। আমার নিজের জীবনে ও আমার অনেক পরিচিতের ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে এরূপ ঘটনা অনেক

ঘটিয়াছে। এরূপ স্বপ্নের কথা মধ্যে মধ্যে সাধারণ বার্ত্তাবাহী পত্রিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ডেলি নিউস পত্রিকায় (The Indian Daily News) কলিকাতা ইট্‌লি নিবাসিনী এক গোয়ালিনীর স্বপ্নের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিম্নে তাহার বিবরণ দিলাম।

বৃদ্ধা গোয়ালিনীর স্বপ্ন।

ঐ বৃদ্ধা নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার পর্ণকুটীরে অগ্নি-সংযোগ হইয়াছে; সব ভস্মীভূত হইতেছে, কিছুতেই অগ্নির প্রকোপ নিবারিত হইতেছে না; অনল ভীষণ অসুরের মত বিরাট মুখ ব্যাদান করিয়া সমস্তই গ্রাস করিতে উদ্যত; মানবের সকল চেষ্টা, বিজ্ঞানের বিরাট উদ্যম, সমস্তই ব্যর্থ হইবার উপক্রম, যন্ত্রাদি সাহায্যে শ্রাবণের বারিধারা প্রায় যে জলবর্ষণ হইতেছিল. তাহা অগ্নির প্রকোপ নিবারণ না করিয়া যেন ঘৃতাহুতির মত তাহার শরীর পোষণ করিতেছিল। প্রথমে একখানি কুটীরে অগ্নি-সংযোগ হয়, এখন সমগ্র লোকালয় একটি বিশ্বগ্রাসী যজ্ঞকুণ্ডে পরিণত হইল। বৃদ্ধা কোনও ক্রমে জীবন রক্ষা করিল; কিন্তু, সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও পরম "আত্মীয়" গো-বৎসগণ, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ তাহার "শ্যামলী" "ধবলী",—তাহাদিগকে কিরূপে উদ্ধার করিবে? তাহারা যে গো-শালায় বন্ধনদশায় আছে! তাহাদিগের বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া, গো-শালার দ্বার উন্মুক্ত

করিয়া দিতে পারিলে,তাহারা হয়ত আত্ম জীবন-রক্ষা করিতে পারিত! এই চিন্তার যন্ত্রণা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার নিদ্রাও ভঙ্গ হইল। সে তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া, কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার গো-শালার দিকে, তাহার কুটীরপটলাভিমুখে নয়ন নিক্ষেপ করিল। বুঝিল, বাস্তবিক অগ্নি-সংযোগ হয় নাই; সে অগ্নি-সংযোগের স্বপ্ন দেখিয়াছিল মাত্র। কিন্তু, এই ভীষণ স্বপ্ন তাহার এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, সেইদিন নিশাকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, সে গো-শালায় যাইয়া ধেনুবৎসগণের বন্ধন মোচন করিয়া দিল, গো-শালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিল।

কিন্তু, সে রাত্রি শেষেও সেই স্বপ্ন, সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, সেই গো-বৎসগণের দাহ-চিত্র! বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া গো-গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহারা নিরাপদে আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাগত হইল। আবার রজনীতে শয্যাগমনের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাত্রের মত তাহাদিগের বন্ধন মোচনাদি করিয়া রাখিল। রজনী শেষে, আবার সেই স্বপ্ন এবং বৃদ্ধার উৎকণ্ঠিত মনে সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণ। এইরূপ উপর্য্যুপরি সে তিন দিন প্রতি রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং প্রতিদিন জাগরিত হইয়া দেখিত যে দাহকাণ্ড প্রকৃত নহে,—স্বপ্নমাত্র। তথাপি

তাহার মনে একটি ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল,—সে যে বার বার এই স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার মূলে একটি কোনও সত্য অবশ্যই নিহিত আছে; হয়ত অগ্নিকাণ্ড অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাকে সতর্ক করিয়া রাখিতে যেন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ স্বপ্নদান করিয়াছেন।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া চতুর্থ রজনীতে বৃদ্ধা আর নিদ্রা যাইল না। তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কোলাহলময়ী, সতত উদ্দামশালিনী কর্ম্মরতা নগরী যেন ক্ষণিক শান্তির জন্য নিদ্রিত; এমন সময় উৎকণ্ঠা-পরায়ণা, নিদ্রাহীনা বৃদ্ধার সতর্ক নাসারন্ধ্রে যেন গৃহদাহের তীব্রগন্ধ প্রবেশ করিল। এটা কি ভ্রম? তাহার উত্তেজিত অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা? না, ইহা একপ্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন? উত্তরোত্তর সেই দুর্গন্ধ তীব্রতর হইতে লাগিল; সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। তাহার কুটীরের পশ্চাতে সন্নিহিত অপরের পর্ণ-শালায় অগ্নিসংযোগ হইয়াছে! অগ্নি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনল-শিখা যেন অতি সন্তর্পণে উদগত হইতেছে; ভয়ে ভয়ে,—পাছে কেহ তাহার তস্কর-বৃত্তি দেখিতে পায়,—সমগ্র কুটীর-পল্লী ভস্মীভূত করিয়া সে যে জঠর-জ্বালা-নিবারণের-প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাতে বাধা

দেয়। সেই কুটীরের অধিবাসিগণ এখনও নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে; কাল যে তাহাদিগের মস্তকোপরি সমাসীন হইয়া, তাহার মহতী ধ্বংসলীলার সূত্রপাত করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও তাহারা এখনও জ্ঞাত নহে।

বৃদ্ধা অনল-শিখা দর্শনে, স্বপ্ন বুঝি সফল হইল—এই ভাবনায় বিহ্বল হইল। সে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেই বিকট আর্তনাদে সুপ্ত রজনীর শান্তি ভঙ্গ হইল; চতুর্দ্দিক হইতে সেই স্থান নরনারীপূর্ণ হইয়া গেল; দিগন্ত কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে অগ্নি প্রলয়কালীন করাল মূর্ত্তি ধারণ করিল। অগ্নি দর্শনে সকলে ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলের সমবেত চেষ্টায় গো-বৎস ও বালকবালিকাগণ অতি কষ্টে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। বহু উদ্যম ব্যর্থ করিয়া, বহু আয়াসে এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সেই অনলের ভীষণ লীলা উপশমিত হইয়াছিল। বৃদ্ধা যদ্যপি এই ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব হইতে না জানিত এবং তাহার জন্য কোনও রূপে প্রস্তুত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত অনেক প্রাণীই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত। এ কথা সেই সময় সকলেই বলিয়াছিল।)

এইরূপ সফল স্বপ্নের বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার স্থানাভাব, এবং বহু উদাহরণের

প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায় না; কারণ সকলেরই সেরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত অন্ততঃ দুই একটি শুনা আছে। আমার কোনও আত্মীয়, তাহার পরিচিত কাহারও মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বে, তাহার আভাস স্বপ্নে দেখিতে পান। এমন অনেকবার দেখা গিয়াছে যে, তিনি যে ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনি হয়ত তখন (স্বপ্নের সময়) নিরাময়, নিরাপৎ, সুস্থ ও সবল। তখন তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার যে আশু মৃত্যু ঘটিবে—এ কথা কিছুতেই কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অথচ দেখা গিয়াছে, তাঁহার স্বপ্ন অলীক নয়; তাহা প্রত্যেক বিষয়ে সত্য। কখনও কখনও তিনি রূপক ভাবে জাগরূক মস্তিষ্কে সেই ভাবী ঘটনা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; কখনও বা এরূপও দেখা গিয়াছে যে, তিনি যে ব্যক্তির মৃত্যু-চিত্র দেখিয়াছেন, ঠিক তাহার মৃত্যু না হইয়া অপর কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল; কিন্তু সে মৃত্যু-স্বপ্নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আর যে যে বিষয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা—মুমূর্ষুর মৃত্যুর সময় যেরূপ বিকৃত বা শান্ত মূর্ত্তি হইয়াছিল, এমন কি মুমূর্ষুর শেষ কথা পর্য্যন্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট চিত্রের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। কখনও বা মৃত্যুকালের শেষ চিত্র-খানি প্রতিবর্ণে স্বপ্নদৃষ্ট চিত্রের সহিত এক হইয়াছে,—অর্থাৎ, যে যে লোক তথায় উপস্থিত ছিল, সে সময়ে তাহারা যে যে কার্য্য করিয়াছিল, যে আকস্মিক ঘটনা

হয়ত উপস্থিত হইয়াছিল, সকল গুলিই যেন তদীয় স্বপ্ন-চিত্রের প্রতিচিত্র।

অধ্যাপক এবারক্রম্বি (Prof. Abercrombie) তাঁহার ইণ্টেলেক্‌চুয়েল্‌ পাওয়ারস্‌-(Intellectual Powers) নামক গ্রন্থে কয়েকটি সফল স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সেই পুস্তক হইতে তিনটি উদাহরণ আহরণ করিলাম। প্রথমটি ডেকার (D'Acre) সাহেবের মাতুলানীর বারংবার "নৌকাডুবি"র স্বপ্ন ; দ্বিতীয়টি সেনাপতি-টরেন্‌স্‌-পত্নীর "সিপাহী-বিদ্রোহে"র ভীষণ স্বপ্ন এবং তৃতীয়টি নিগ্রোভৃত্য-কর্ত্তৃক তাহার "প্রভু-পত্নীর গুপ্তহত্যা"র স্বপ্ন। এই স্বপ্ন তিনটিতে ভবিষ্যৎ ঘটনা সুস্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াও সব সময়ে যে তাহার প্রতিবিধান করা যায় না, তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে। সিপাহী-কর্ত্তৃক কাপ্তেন টরেন্‌সের জামাতা কাপ্তেন হেসের হত্যা পূর্ব্ব হইতে স্বপ্নে জানিতে পারিয়াও, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় নাই। অবশ্য তাঁহার পুত্র কন্যাদি নিরাপদ হইয়াছিল ; স্বপ্নানুযায়ী কার্য্য না করিলে, হয়ত তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহারা রক্ষা পাইবে বলিয়াই, হয়ত কাপ্তেন টরেন্‌সের পত্নী এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যথা-সময়ে চেষ্টা করিলে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা যে নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা আর দুইটি স্বপ্নে বেশ সপ্রমাণ হইবে।

ডেকার (D'Acre) নামক এক যুবক ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নার্থ এডিনবরা নগরে তাঁহার মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন।

নৌকা ডুবি।

একদিন অপরাহ্নে বাটী ফিরিয়া, তিনি মাতুল ও মাতুলানীকে বলিলেন,—"কল্য আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ইঞ্চ্‌কথে মাছ ধরিতে যাইব, ঠিক করিয়াছি।" ইহাতে অবশ্য তাঁহারা কেহই অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু, সেই রজনীতেই মাতুলানী স্বপ্ন দেখিলেন যে, যে নৌকাতে তাহারা মৎস্য ধরিতে যাইতেছে, তাহা যেন জলমগ্ন হইতেছে। আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"হায়! হায়! নৌকা ডুবিতেছে! উহাদিগকে রক্ষা কর! উহাদিগকে রক্ষা কর!" এই শব্দে তাঁহার স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি পত্নীকে জাগাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি বোধ হয় পূর্ব্বে ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলে। উহা কিছুই নহে; নিদ্রা যাও।" এই বলিয়া উভয়ে পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আবার সেই স্বপ্ন! বার বার তিনবার!! শেষ বার দেখিলেন, নৌকা ডুবিয়াছে এবং সকলেই প্রাণ হারাইয়াছে।

ইহাতে ডেকারের মাতুলানী এরূপ চিন্তিত ও কাতর হইয়া উঠিলেন যে, তৎক্ষণাৎ (প্রভাতের অপেক্ষা না

করিয়া) তিনি ভাগিনেয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা, আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। বল, রাখিবে?" ডেকার প্রতিশ্রুত হইলে, মাতুলানী বলিলেন,—"কল্য তুমি মাছ ধরিতে যাইতে পারিবে-না।" ডেকার কলেজের ছাত্র ও নব্য যুবক। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। যাহা হউক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মাতুলানীর একান্ত নির্ব্বন্ধে যাওয়া স্থগিত করিলেন। একটা মিথ্যা "ওজর" করিয়া বন্ধুদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যাইতে পারিবেন না। বন্ধুগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিল। তখন আকাশ নির্ম্মল ও পরিস্কৃত—মেঘের বা ঝটিকার কোন চিহ্নও ছিল না। কিন্তু বেলা প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল এবং নৌকাখানি আরোহিগণের সহিত জলমগ্ন হইল,—একটি জীবনও রক্ষা পাইল না।

অধ্যাপক এবারক্রম্বি তাঁহার গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যালিডোনিয়েন্ মারকারী-(Caledonian Mercury) নামক তাৎকালিক এক সংবাদ পত্রে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

টরেন্স্ পত্নীর স্বপ্ন।

সেনাপতি টরেন্স্ সাহেবের পত্নী বিলাতে বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার কন্যা ও জামাতা সন্তানাদি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন। সিপাহী-

বিদ্রোহের সূচনা হইবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, টরেন্স্-পত্নী একদা রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা ও জামাতা সিপাহীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। একটি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং এই সংগ্রামে তাঁহার জামাতা সিপাহীহস্তে নিহত হইলেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং জামাতাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন,—"তুমি অবিলম্বে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বিলাতে চলিয়া আইস"। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি পুত্রকন্যাদিগকে পর জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত রহিলেন। যথাসময়ে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এই জামাতা কাপ্তেন হেস্ সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌ সহরে ভীষণ অবরোধে বন্দী হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহাকে ধরিয়া প্রথমে তাঁহার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং তৎপরে তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিল।

নিগ্রো ভৃত্য-কর্ত্তৃক তাহার প্রভুপত্নীর হত্যাস্বপ্ন।

একটি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক একদা রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন; এমন সময় একটি নিগ্রো-ভৃত্য সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। এই স্বপ্নটি সেই রজনীতে তিনি পুনঃ পুনঃ দেখিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া পরদিন মাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া

প্রকৃতই সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট নিগ্রো-চাকর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই নিগ্রো কোথা হইতে আসিল? ইহাকে ত পূর্ব্বে দেখি নাই।" মাতা বলিলেন,—"ইহাকে সম্প্রতি নিযুক্ত করিয়াছি।" তিনি মাতাকে আর কিছুই না বলিয়া অপর এক জনকে পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিতে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে বলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় ঐ ব্যক্তি সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন —নিগ্রো চাকর বস্ত্রে কতকগুলি কয়লা বাঁধিয়া কর্ত্রীর ঘরের নিকটে যাইতেছে। "কোথায় যাইতেছ?"— এই প্রশ্নে নিগ্রো যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এঁ্যা যোঁ করিয়া সে বলিল,—"প্রভুর ঘরে আগুনটা জ্বালাইয়া দিতে যাইতেছি।" "এই গ্রীষ্মকালে আগুনের দরকার কি?"— ইহার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, কয়লার মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা রহিয়াছে!

ইহার বহুকাল পরে ঐ নিগ্রো আর একজনকে খুন করে এবং তাহার ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্ব্বে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। "তুমি সে রাত্রিতে কয়লা লইয়া যাইতেছিলে কেন?"

সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে, প্রভুপত্নীকে হত্যা করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল।

আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত মাখন লাল রায় চৌধুরী বি-এ, বি-টি, মহাশয় একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত "অলৌকিক রহস্য"-নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাখন বাবু অনেকের নিকট সুপরিচিত। তিনি বহু ধর্ম্মপুস্তকের রচয়িতা ও এখন জলপাইগুড়ি সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। নিম্নে তাঁহার প্রকাশিত স্বপ্নবৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ করিলাম।

"কলিকাতা-নিবাসী আমার জনৈকবন্ধু ও আত্মীয় খগেন্দ্রনাথ। (ইনি নাম ধাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক) বাল্যকাল হইতে খুব নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ। ইনি প্রথমে কুলগুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া খুব উৎসাহের সহিত সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপে বহুবর্ষ কাটিল; কিন্তু শান্তি পান না, বরং অশান্তি বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি যোগমার্গে দীক্ষিত হইলেন, ও কয়েক বৎসর সোৎসাহে যোগাভ্যাস করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা মিটিল না, সর্ব্বদাই যেন একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন, প্রাণ যেন আর একটা কিছু চায়। এই অশান্তি ও আকুলতা ক্রমে এতই প্রবল হইল যে, কয়েকদিন তিনি সমস্ত সাধন কার্য্য ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট কেবল শান্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক ঐ সময়ে, একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, রেল গাড়ীতে তিনি কোথায় যাইতেছেন। গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামিল, ষ্টেশনটি বামদিকে। তিনি অবতরণ করিলেন এবং বাগানের মধ্যস্থিত এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কোথায় যাইতে লাগিলেন। পথের দুইদিকে আম, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ অবস্থিত। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি একখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ী দেখিতে পাইলেন। ইহার একটি দরজার উপর কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণা যুবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বন্ধুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বন্ধুর মনে হইল, ইহারা চণ্ডাল কন্যা। সে যাহা হউক, তিনি ঐ বাটীর একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন,—এক দীর্ঘকায়, দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু মহা-পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বন্ধু ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় লইলেন।

"এই স্বপ্ন দেখিয়া প্রথমে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, ইহার অর্থ কি। কিন্তু কিছুকাল পরে এরূপ এক ঘটনা ঘটিল, যদ্দ্বারা তিনি স্বপ্নের সার্থকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন। একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি বন্ধুর সহিত আমাকে কোন দূরদেশে যাইতে হইল। যেদিন আমরা যাত্রা করিব, সেইদিন প্রাতঃকালে উক্ত আত্মীয় ঘটনাক্রমে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

আমাদিগের সহিত যাইবার তাঁহার কোন কথা ছিল না; এমন কি তিনি জানিতেন না যে, আমরা সে দিন দূরদেশে যাইব। এদিকে আমাদেরও একটি সঙ্গীর অভাব ছিল; যাঁহাদিগের যাইবার কথা ছিল, তাঁহাদিগের একজন যাইতে পারিলেন না। সুতরাং উক্ত আত্মীয়কে আমরা বলিলাম,—'চল, অমুকস্থানে বেড়াইয়া আসি'। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন; কিন্তু উপযুক্ত বস্ত্রাদি সঙ্গে আনেন নাই। 'তার জন্য চিন্তা কি'—বলিয়া, আমরা তাঁহার যাহা প্রয়োজন, প্রদান করিলাম।

"যথাসময়ে ট্রেনে উঠিয়া রাত্রিকালে আমরা এক ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনটি আমাদিগের বামদিকে ছিল। গন্তব্যস্থানে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সে বাটীর কোন ব্যক্তির মুখে শুনা গেল যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক সাধু বাস করেন। শুনিবামাত্র ঐ আত্মীয়টি বলিলেন—'চল, তাঁহাকে দেখিতে যাই'। আমরা সকলেই বাহির হইলাম। প্রথমে আমাদিগকে ষ্টেশনে আসিতে হইল। ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত সাধুর আলাপ পরিচয় ছিল; সুতরাং তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া এক উদ্যান মধ্যস্থ অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া আমরা গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়াই এক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন,—'এইখানেই তিনি থাকেন'। এই সময়ে

আমাদের আত্মীয়ের কিছু ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তিনি যেন কেমন উন্মনা ও ভক্তিতে বিভোর হইয়া গেলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত আমরা কিছুই শুনি নাই; সুতরাং তাহার ভাবাধিক্যের যে কোন অস্বাভাবিক কারণ আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

"সে যাহা হউক, আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—এক সুবিশালবপু, উন্নত-ললাট, প্রশান্ত-মূর্ত্তি, সদানন্দ পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন এবং দীর্ঘকেশরাজি মস্তকোপরি চূড়াকারে বদ্ধ। আমাদিগকে দেখিবামাত্র তিনি হাস্যমুখে ও সাদরে সকলকে নিজের কাছে বসাইলেন। আমাদের আত্মীয়টি সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন মহাপুরুষ তাঁহার সুবিশাল বাহুদ্বারা আত্মীয়কে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন,—যেন কতদিনের আলাপ,—কত কালের পরিচয়! যেন তাঁহার হৃদয় হইতে স্নেহ উথলিয়া পড়িতে লাগিল, প্রেমে নয়ন উজ্জ্বল হইল। এ দৃশ্য বড়ই মধুর। আমরা ক্ষণকালের জন্য অবাক্ হইলাম। অতঃপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ মধুর আলাপের পর, তাঁহার পদধূলি লইয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে কালকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

"ট্রেনে উঠিয়া আমাদিগের আত্মীয়টি তাঁহার বহুকালের স্বপ্ন বিবৃত করিয়া বলিলেন,—'আমরা যখন বাগানের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, তখন যেন আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল;—যেন কোন কোন স্থান, কোন কোন গাছ আমার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় এরূপ দেখিয়াছি বা কবে দেখিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে সেই "ইটবেরুনো" বাড়ীটি এবং কোণে আমগাছ যেমন দেখা, অমনি চিনিতে আর কিছুই বাকি রহিল না— স্বপ্নের সকল কথা মনে পড়িল। তখন প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া যখন দেখিলাম যে, স্বপ্নে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বটেন—সেই মুখ, সেই চোক্, সেই দীর্ঘ শরীর,— তখন আর আমায় পায় কে ?'

"আত্মীয়টি ঐ সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই উপদেশ মত এখন কার্য্য করিতেছেন। তিনি বলেন,—এখন তিনি বেশ আনন্দ পাইতেছেন। আমরা তাঁহার স্বপ্নের চণ্ডাল-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—'আমি যে দিন দীক্ষা গ্রহণ করি, সেই দিন ঠিক ঐরূপ ঘটিয়াছিল। সুতরাং উহাও মিথ্যা হয় নাই।"

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃ-দেব সুপ্রসিদ্ধ রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও তাঁহার ভগিনীর মৃত্যুসম্বন্ধে যে দুইটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত "অলৌকিক রহস্য"-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে দুইটিই উল্লেখযোগ্য। আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমার বয়স ২০ বৎসর। আমার পিতৃদেব কলিকাতায় ছিলেন। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম যে, তিনি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ গৃহে বজ্রাঘাত হইল; চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু পিতৃদেবকে দেখিতে পাইলাম না। এমন সময়ে ভয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাতঃকালেই স্বপ্নের বিষয় লিখিলাম। আমি তখন কোন খ্যাতনামা বন্ধুর বাটীতে অতিথি ছিলাম। তাঁহাকে স্বপ্নের বিষয় বলিলাম। তিনি বলিলেন,—অল্পবয়সে অল্পদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্য মনস্তাবশতঃ এই স্বপ্ন দেখিয়াছ। এরূপ বলিয়া তিনি আমাকে উপহাস করিলেন। দুই দিন পরে পত্র পাইলাম, পিতৃদেবের

পিতৃমৃত্যু।

জ্বর ও প্লুরিসি হইয়াছে। আমি আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট দুই দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রথমে অবকাশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু বারংবার অনুরোধ করায়, আমাকে সামান্য বালক বলিয়া উপহাস করিয়া, অবশেষে অবকাশ দিলেন। আমি কলিকাতায় যাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে আমার ভ্রাতা ও আমার ভগিনীপতি আমাকে লিখিলেন যে, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন নাই, পিতাঠাকুর অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন,—কেবল সামান্য জ্বরমাত্র আছে।

"আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় হইতেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলাম। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া বলিলেন,—শিরোবেদনার জন্য তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। সারাদিন তাঁহার সঙ্গে বহরমপুরের নানা প্রকার গল্প করিলাম। পরদিন কলিকাতার খ্যাতনামা তিনজন চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—শিরোবেদনা ও সামান্য জ্বরের জন্য ভাবনার কোনই কারণ নাই।

"সেই দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপাধি বিতরণের দিন। আমারও উপাধি লইবার কথা ছিল; কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি উপাধি লইতে (convocation)

যাবে না?' আমি বলিলাম,—'আপনার অসুখের জন্ত যাইবার ইচ্ছা নাই।' তিনি বিরক্তি সহকারে আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া উপাধি লইবার জন্য বেশভূষা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন যদিও আমি নির্গুণ, তথাপি তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে আমিই কেবল উপাধিযোগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমি ক্ষীণদেহ বলিয়াই হউক, কিংবা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম বলিয়াই হউক, তিনি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, আমি যখন উপাধি লইব, তিনি উপস্থিত থাকিয়া হর্ষানুভব করিবেন। অসুস্থতাবশতঃ তিনি স্বয়ং যাইতে পারিবেন না ও আমিও যাইব না, এই জন্ত তিনি দুঃখিত হইলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে গমন করিলাম। উপাধি লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হইতেছে, ইহা দেখিয়া বারংবার তিনি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অবশেষে আমি যখন প্রত্যাগমন করিলাম, তখন তিনি আমার উপাধি-পত্র-হস্তে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ইহার একঘণ্টা পরে অকস্মাৎ তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকগণ এই ব্যাধি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্ত

কিছুতেই কিছু হইল না। রবিবার প্রত্যূষে পিতৃদেব স্বর্গলাভ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, পিতার পাঠা-গারে বজ্রাঘাত হইয়াছে ও পিতৃদেব অদৃশ্য হইয়াছেন। সন্ন্যাস-রোগরূপী বজ্র তাঁহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেল।"

"আমার ৺ পিতৃদেবের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের সময় আমি কর্ম্মোপলক্ষে বহরমপুর ছিলাম। আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী সে সময়ে কলিকাতায় আমার পৈতৃক বাটীতেই ছিলেন। সপিণ্ডীকরণের পর-দিন প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই তিনি সকলকে বলিলেন,—'আমি পূর্ব্ব রাত্রিতে এক অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন ৺ পিতৃদেব হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাঁহার শয়নাগারের দরজায় সজোরে আঘাত করিয়া, আমাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। পিতাঠাকুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,—"আমার বড় খিদে পেয়েছে, ঘরে যা আছে, দে"। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"কেন, তোমার খাওয়া হয় নাই?" তিনি বলিলেন,—"না, আমাকে তৃপ্তি করিয়া খাওয়ায় নাই।" ইহার পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।'

ভগিনী-মৃত্যু।

"সেইদিন কি তাহার পরদিন রাত্রিতে আমি বহরমপুরে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক অল্প আলোকযুক্ত ঘরে, ৺ পিতৃ-দেব ও কলিকাতাস্থ বাগবাজারের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী

৺ গঙ্গাধর, দুইজনে দুই আসনে বসিয়া আছেন। আমি ঘরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলাম। ৺ পিতৃদেব বিমর্ষবদনে আমার দিকে হাত তুলিয়া কথা কহিতে নিষেধের সঙ্কেত করিলেন। গম্ভীরভাবে তিনি আমায় বলিলেন,—'শীঘ্রই, বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই, তোমার স্ত্রীর কি কোন ভগিনীর মৃত্যু হইবে।' আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল। ভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

"প্রাতে উঠিয়াই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বপ্নের বিষয় লিখিয়া সকলের কুশল সমাচার জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমার ভগিনীর স্বপ্নের কথা আমি তখন কিছুই জানিনা।

"কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্রে জানিলাম যে, আমার এক ভাগিনেয়ীর রক্তামাশয় হইয়াছে। আমি ভাবিলাম,—যে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা। দুইদিন পরে ভ্রাতা লিখিলেন যে, ভাগিনেয়ীর বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার মাতার অকস্মাৎ রক্তামাশয় ও ১০৫° ডিগ্রি জ্বর হইয়াছে। ইনিই সপিণ্ডীকরণের রাত্রিতে ৺ পিতৃদেবের বিষয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আমি হতাশ্বাস হইলাম। বহু চিকিৎসাসত্ত্বেও তিন চারি দিনের মধ্যে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

"ভগিনীর মৃত্যুর পর শুনিলাম, তিনি মাতাঠাকুরাণী ও

অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট এই স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই আমার পত্রে আমার স্বপ্নের বিষয় জানিয়াছিলেন।"

অধ্যাপক এবারক্রম্বি-সংগৃহীত ডেকারের (D' Acre) জীবনে যেরূপ ঘটিয়াছিল, বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে ঠিক সেইরূপ একটি ঘটনা হইয়াছিল। যখন তিনি কলিকাতায় মিউনিসিপাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে সমাসীন ছিলেন, আমি তাঁহার নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছিলাম।

তখন তিনি, বোধ হয় (আমার ঠিক এখন স্মরণ নাই) পূর্ব্ববঙ্গে কোন স্থানে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। একদা রাত্রিকালে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন—যেন তাঁহার (অমৃত বাবুর) ৺ পিতাঠাকুর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে এক নদীবক্ষে মহা ঝটিকার অভিনয়-চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। ঝটিকার দারুণ প্রকোপে নদীবক্ষ বিলোড়িত হইতে লাগিল; তাহার ভৈরব ঘাত-প্রতিঘাতে জলরাশি ত্রস্ত হইয়া সৈকত ভূমিতে আশ্রয় লইবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। নদী-সন্নিহিত বৃক্ষরাজি পবনবেগে আসিয়া নদীগর্ভে পতিত হইতে লাগিল। নদী বক্ষঃস্থিত অনেক তরণী অচিরে জলমগ্ন হইয়া গেল। তাহার মধ্যে

জলমগ্ন।

একটি দৃশ্য অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। একখানি সুবৃহৎ বাষ্প-পোত বাত্যাতাড়িত হইয়া ঘুরিতেছে; তাহার কর্ণ নদীবক্ষে ভাসমান বৃক্ষগুল্মে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আরোহিবর্গের সকলে জীবন-আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বৃদ্ধা স্তম্ভিতা হইলেন। তিনি আর কেহ ন'ন—বৃদ্ধার নয়নমণি অমৃত বাবু। তাঁহাকে তথায় দেখিবামাত্র তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তাহার পরদিন অমৃত বাবু আদালত হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন,—বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে পরদিন ষ্টীমার করিয়া কোনও দূরস্থানে যাইতে হইবে; অতএব সমস্ত দ্রব্য যেন প্রস্তুত রাখা হয়। বৃদ্ধা ইহা শুনিয়া অধীর হইয়া বলিলেন,—"আমি যে মর্ম্মঘাতী স্বপ্ন দেখিয়াছি। তোমার এবার জলপথে কিছুতেই যাওয়া হইবে না।" এই বলিয়া তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। মাতার আগ্রহাতিশয্যে, তাঁহাকে জলপথে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্থলপথে যাত্রা করিলেন। তাহার পরদিন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। যে ষ্টীমারে তিনি যাত্রা করিতেন, তাহা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং বহু আরোহীও তাহার সহিত জলমগ্ন হইয়াছিল।

এইবার আমরা ষ্টেড্ সাহেব-কৃত "রিএল গোষ্ট ষ্টোরিজ"-

নামক * পুস্তক হইতে একটি সফল স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিব।

কর্ম্মকারের স্বপ্ন।

এই বৃত্তান্তের স্বপ্নদ্রষ্টা বিলাতের একটি বৃহৎ কারখানার কর্ম্মকার ও প্রধান কারিকর। সেই কারখানায় স্রোতশ্চালিত যন্ত্র (water mill) সাহায্যে কার্য্য হইত। কোন সময়ে তাহার প্রধান চক্রখানি একটু বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রধান কারিকর তাহা জানিত এবং ইহার সংস্কার করিতে হইলে, সে কার্য্য যে তাহারই তত্ত্বাবধানে হইবে, ইহাও সে জানিত। রজনীতে কারিকর স্বপ্ন দেখিল—যেন পরদিন কারখানা বন্ধ হইবামাত্র তাহার অধ্যক্ষ আসিয়া আদেশ করিলেন যে, রাত্রির মধ্যেই ঐ চক্রখানির সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সংস্কার-ব্যাপারে কিছু জটিলতা ছিল; অতএব তাহারই উপর তাহা করিবার ভার প্রদত্ত হইল। সে প্রভুর আদেশ মত চক্রের জীর্ণোদ্ধার করিতে চক্রনেমির উপরিভাগে আরোহণ করিল, এবং অতি সাবধানে কার্য্য করিতে করিতে দৈবক্রমে তাহার পদস্খলন হওয়ায় ঘূর্ণায়মান ত্রুইখানি চক্রমধ্যে তাহার পা জড়িত হইয়া গেল। বহু কষ্টে তথা হইতে তাহাকে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইল, তখন সে জ্ঞানশূন্য। তাহার পর সে যেন কোনও বৃহৎ হাঁসপাতালে নীত হয়। তথায়

Real Ghost Stories by Mr. W. T Stead—page 77

তাহার আহত পদ কর্ত্তিত হয় এবং বহুদিন পরে সে যেন আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু চির জীবনের জন্য তাহার একটি পদ নষ্ট হইয়া রহিল। এই হইল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

কর্ম্মকার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাহার পত্নীকে তাহা জ্ঞাপন করিল এবং দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে কর্ম্মস্থল হইতে কোনও ক্রমে সরিয়া পড়িবে।

প্রকৃতই সেই দিবসের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই অধ্যক্ষ আদেশ করিলেন যে, দিবাবসানে দৈনিক কার্য্যান্তে সেই চক্রখানির জীর্ণোদ্ধার করিতে হইবে। কার্য্যটি জটিল বলিয়া তাহার ভার প্রধান কর্ম্মকারের উপরই ন্যস্ত হইল। কর্ম্মকার কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছে যে, সে তাহার বহুপূর্ব্বে কার্য্যস্থান হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তদনুসারে সে কর্ম্মস্থল হইতে সঙ্গোপনে বহির্গত হইয়া, নিকটবর্ত্তী এক বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। সেই স্থানে তাহাদিগেরই কারখানার কাষ্ঠের গোলা অবস্থিত ছিল। সে তথায় অতি সন্তর্পণে, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল যে, একটি দুর্বৃত্ত তস্কর, সেই কাষ্ঠের গোলা হইতে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড অপহরণ করিয়া পলাইতেছে। সে দেখিবামাত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সেই

কাষ্ঠখণ্ডগুলি এত প্রয়োজনীয় যে, সে গুলির উদ্ধার করিতে যাইয়া, তাহার পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত তাহার সঙ্কল্প ও তদনুযায়ী কার্য্যস্থান হইতে তাহার পলায়ন—ইহার কিছুই সেই সময়ে তাহার স্মরণে আসিল না। সে সেই তস্করকে লাঞ্ছিত করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলির উদ্ধার করিল এবং মহানন্দে তাহার পূর্ব্ব পরিত্যক্ত কার্য্যালয়ে একেবারে অধ্যক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়ে তথাকার দিবসের কার্য্য শেষ হইয়াছে মাত্র এবং কার্য্যাধ্যক্ষ জীর্ণ চক্রখানির সংস্কার করিবার জন্য তখন তাহারই অন্বেষণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেই কর্ম্মকার ধৃত তস্করের সহিত, দুষ্প্রাপ্য ও অতি প্রয়োজনীয় কাষ্ঠখণ্ড লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহার সংজ্ঞা আসিল,—তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত ইত্যাদি স্মরণে আসিল। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। তাহাকে অবশ্য সেই চক্রের সংস্কারের জন্য জটিল চক্রজালের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

স্বপ্ন-বিষয় স্মরণে রাখিয়া সে অতি সন্তর্পণে কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু প্রারব্ধ খণ্ডন করিবার শক্তি কাহার আছে? তাহার পদস্খলন হইল এবং ঠিক যেইরূপ স্বপ্নানুভূতি হইয়াছিল, দুইখানি চক্রমধ্যে তাহার চরণ আবদ্ধ হইয়া পেষিত হইল। অন্যান্য কর্ম্মচারীর সাহায্যে যখন সে ভূতলে

আনীত হইল, তখন তাহার কোনও সংজ্ঞা নাই। সে এই অবস্থায় ব্রাডফোর্ড হাঁসপাতালে (Bradford Infirmary) নীত হইল। তথায় তাহার এক পদ কর্ত্তিত (amputated) হয়। যাহা স্বপ্নে সূচিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই প্রতি বর্ণে ঘটিয়াছিল। আমরা এই উদাহরণে দেখিলাম যে, বহু চেষ্টায়ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা রোধ করা গেল না। আবার কখন কখন যে ইহাকে রোধ করা যায়, তাহাও দেখিয়া আসিলাম।

৩। রূপক স্বপ্ন।

ইহাও ঠিক স্বপ্ন নহে। ইহাও সুষুপ্তি-চৈতন্যাভিমানী, অধিদৈব বা অহং-প্রত্যয়ীর (Individualityর) কার্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সুষুপ্তিকালে মানবচৈতন্য শুদ্ধ ভাবরাজ্যে অবস্থান করেন এবং সে অবস্থায় তিনি যে ভাষায় ভাব প্রকাশ করেন, তাহার নাম "পশ্যন্তী বাক্।" যেমন জাগ্রৎ চৈতন্যে বহু বাক্য সংযোজনা করিয়া আমরা কোনও একটি ভাব প্রকাশ করি, ঐ চৈতন্যের তাহা করিতে হয় না। একটি সামান্য চিত্রে একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি-চৈতন্যে কোন একটি অত্যাবশ্যক ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিয়া, মনে করুন, আমি তাহা আমার স্থূল মস্তিষ্কে অঙ্কিত করিয়া দিলাম। আমি কিরূপে তাহা করিলাম? স্থূল

জগতে যেমন হয়, অবশ্য সেইরূপ শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া আমি তাহা করি না; একটি সামান্য চিত্রে (রূপক আদর্শে) সেই কার্য্য সম্পাদন করি। তাহার পর যখন আমি জাগরিত হই, তখন সেই অঙ্কিত ভাব চিত্রটি—রূপক-আদর্শটি স্থূল চৈতন্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া লই। সঙ্কেত-সাহায্যে ইহা স্থূল ভাষায় অনূদিত হইতে পারে, তাহা যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিতে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঘটনাটিও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ চৈতন্যে জাগিয়া উঠে; ঘটনাটি উপস্থিত হইলে, আমি বুঝিতে পারি —আমি প্রকৃতই ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা না হইয়া, যদ্যপি আমি সেই সঙ্কেত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বিস্মৃত হইয়া যাই, তাহা হইলে সেই ভাবচিত্রের আদৌ অনুবাদ হইতে পারে না বা কেবল আংশিক ভাবে হয়।

পূর্ণ অনুবাদ হইলে যাহা হয়, তাহা আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্নবৃত্তান্তে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা তথায় উভয় বিভাগের উদাহরণও দিয়াছি। এই বিভাগে আমরা দুই প্রকার স্বপ্নবিষয় বিচার করিব; যথা,—

১। প্রথম বিভাগে আলোচিত দূর-দর্শন বা জ্ঞানাভাস—কিন্তু প্রকৃত সঙ্কেতের বিস্মরণ হেতু তাহা আংশিকভাবে স্থূল মস্তিষ্ককর্ত্তৃক অনূদিত হয় বা রূপকরূপে প্রতীয়মান হয়;

২। প্রাগ্‌দর্শন—কিন্তু তাহাও প্রকৃত সঙ্কেতের বিস্মরণ হেতু আংশিকভাবে বা রূপকরূপে প্রতীয়মান হয়। আমরা এই উভয় প্রকারের উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রব।

১। সদ্‌-দর্শন (রূপকে)।

আমি ইহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমতী আনা কিংস্ফোর্ড এম. ডি (Anna Kingsford M. D.)-প্রণীত পুস্তক (Dreams and Dream-stories) হই'ত "ধ্বংসোন্মুখ বাষ্পীয় যান" নামক স্বপ্ন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই স্বপ্নের দ্রষ্ট্রী হইতেছেন লেখিকা স্বয়ং। তিনি বিদুষী ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্রী*। বায়ুরোগাক্রান্ত (Hysterical) বা অলস প্রকৃতির লোক যেরূপ স্বপ্ন দেখে, তাঁহার স্বপ্ন সেই জাতীয় নহে। তিনি স্বয়ং একজন বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত তিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অহিফেন, গঞ্জিকা বা কোনরূপ মাদক দ্রব্য কখনও সেবন করেন নাই। আমি লেখিকার চরিত্রের পরিচয় দিতেছি,

* The authoress of (1) Clothed with the Sun, (2) Dreams and Dream stores, (3) Perfect Way or the Finding of Christ, (4) Perfect Way in Diet and (5) Virgin of the World

তাঁহার উদ্দেশ্য—পাঠক যেন না মনে করেন যে, তাঁহার স্বপ্নদর্শন কোনওরূপ মস্তিষ্কের উত্তেজনায় বা বায়ুর অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে হইত। তিনি মৎস্য বা আমিষ আহার করিতেন না, এবং সাত্ত্বিক ও পরিমিতভোজিনী ছিলেন। তাঁহার লিখিত স্বপ্নকাহিনীর প্রায় সকল গুলিই তিনি প্রভাতে দেখিয়াছিলেন। * এই স্বপ্নগুলি অতিশয় শিক্ষাপ্রদ এবং নানা রহস্য ও জটিলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছে।

এইবার আমরা তাঁহার স্বপ্নটি বিবৃত করিব এবং স্বপ্ন-দ্রষ্টীর বর্ণনানুযায়ী উত্তমপুরুষ ব্যবহার করিব।

---

* এই জাতীয় স্বপ্ন প্রায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকেরাই দর্শন করেন এবং প্রভাতেই দৃষ্ট হয়। ফিলসট্রেটাস্ এপলোনিয়াস্ টায়েনাসের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন,—

"...The Oneiroscopists, or Interpreters of visions, were wont never to interpret any vision till they have first enquired the time at which it befell; for, if it were early and of the morning sleep, they then thought that they might make a good interpretation there of (that is, that it might be worth the interpreting), in that the soul was then filled for divination, and disincumbered. But if in the first sleep, or near midnight, while the soul was as yet clouded......, they being wise, refused to give any interpretaion. Moreover, the gods themselves...send their oracles only into abstemious minds. The priests taking him, who doth so consult, keep him one day from meat and three days from wine, that he may in a clear soul receive the oracles"

"আমি ও আমার বন্ধু মিঃ এডোয়ার্ড্ মেট্‌লণ্ড্ (Mr. Edward Maitland) যেন একখানি বাষ্পীয় ট্রেনে আরোহণ করিয়া চলিতেছি। সেই ট্রেনে অনেক আরোহী। আমরা দুইজন ব্যতীত অপর সকলের উপর যেন মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি—কেহ এমন কোনও দোষ করেন নাই যে, তাহার জন্য এই নিদারুণ পরিণাম হইতে পারে। তবে তাঁহারা এমন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী; এমন একটি মত পোষণ করিতেছেন, এমন একটি ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেছেন, যাহার অস্তিত্বলোপ হইবার সময় আসিয়াছে, যাহার মরণ-ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে।

ধ্বংসোন্মুখ বাষ্পীয় যান।

"গভীর, অস্বাভাবিক তমিস্রাময়ী রজনী অমানিশার গগনে একটি মাত্রও তারকা নাই; নির্জ্জন প্রদেশে কোথাও কোনও কুটীর-মধ্যস্থ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; একটি ক্ষুদ্র খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিও লক্ষিত হইতেছে না। ট্রেন বায়ু-গতিতে ছুটিতেছে; কোথায় যে তাহার গন্তব্যস্থান, তাহা আমরা কেহই জানিনা।

"আমি ট্রেনের পশ্চাদ্ভাগের একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছি। ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশের কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা যায় কি না, মুক্তবাতায়ন-পথে

তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে আমার কর্ণ-বিবরে যেন অমানুষী একটি ধ্বনি প্রবেশ করিল। আমি সহযাত্রিগণের মুখপানে চাহিলাম; দেখিলাম,—সকলেই নীরব, কাহারও অধর ওষ্ঠে বাক্যস্ফুরণের কোনও চিহ্ন নাই। কি সেই মর্ম্মঘাতী অদৃষ্টবাণী! স্মরণে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে :

" এই ট্রেনের সকলের কিরূপ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহা জান? অদূরে সম্মুখে অভ্রস্পর্শী বিশাল গিরি-গহ্বর বিদ্যমান। সেই গহ্বরের চারিধারে প্রস্তরস্তূপ। এই লৌহবর্ত্ম ঠিক গহ্বরমুখে আসিয়া নিরস্ত হইয়াছে। নিম্নে, স্তূপের তলদেশে বারিধি-তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। আরোহিবর্গ লইয়া ট্রেনখানি, দেখিতেছ না, বায়ুগতিতে সেই দিকে ধাবিত হইতেছে? দেখিতেছ না, সকলেই তন্দ্রানিমগ্ন? তাহার উপর ট্রেনের চালক নাই। সিন্ধু-জঠরে সকলের যুগপৎ সমাধি অবশ্যম্ভাবী "

"আমি নির্ব্বাক্। এ কি অদৃষ্টবাণী? সকলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিতে এ কি বিধাতার সতর্ক বাক্য? প্রকোষ্ঠের উজ্জ্বল আলোক সকলের উপরই পড়িয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া বোধ হইল না যে, তিনি আমার মত এই হৃদয়ভেদী ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। আবার সেই কণ্ঠস্বর!

"'সাবধান! বাঁচিবার একটি মাত্র উপায় আছে। এক্ষণেই ট্রেন হইতে লম্ফ ত্যাগ কর।'

"উন্মত্তের মত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, আমি প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পাদপীঠে অবতরণ করিলাম। ট্রেন বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিতেছে। তাহার সকল অঙ্গ যেন সেই অপ্রাকৃত গতির মত্ততায় ঘন ঘন কম্পমান! বিদ্যুদ্‌গতিতে বায়ু ভেদ করিয়া যাওয়ায়, প্রকোষ্ঠ বাহিরে আমি, আমার মনে হইতেছিল, যেন প্রবল প্রভঞ্জন প্রলয়ের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে আমার পরিধেয় বসনাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; কেশদাম ভ্রষ্টগুচ্ছ হইয়া মুখের চারিধারে, চক্ষের মধ্যে ও কর্ণবিবরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এ অবস্থায় লম্ফ দিবার চেষ্টাও অসম্ভব!

"এতক্ষণ আমি তোমার কথা ভাবি নাই। তুমি যে এই ট্রেনে আছ, সে কথাও আমার স্মরণে ছিল না। আমি অতি সন্তর্পণে কক্ষ হইতে কক্ষান্তর অতিক্রম করিয়া, ইঞ্জিন্ (engine) গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেন যে এরূপ করিতেছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। সে সময় অর্দ্ধ-উন্মত্ত আমি,—আমার কোনও কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল না। এক কক্ষের পাদপীঠ হইতে অপর কক্ষের পাদপীঠ এইরূপভাবে অতিক্রম করিতেছিলাম। আমি প্রকোষ্ঠান্তর্গত উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে কক্ষাভ্যন্তর পরীক্ষা

করিতেছিলাম—কেহ এই আসন্ন বিপদের বিষয় জ্ঞাত আছে কি না। বুঝিলাম, কেহই ইহার একবিন্দুও অবগত ছিল না; সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছিল। অবশেষে দেখি, এক প্রকোষ্ঠে তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ। আমি উচ্চস্বরে, আবেগভরে তোমাকে আহ্বান করিলাম। বলিলাম—'শীঘ্র বাহির হও! আত্মজীবন রক্ষা কর! মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলকেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।'

"তুমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলে; প্রবলবেগে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রকোষ্ঠের বাহিরে, পাদপীঠের উপর, আমার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে। সে সময়ে সেই বাষ্পীয় যানের গতি এত তীব্র যে, তাহা মানব কল্পনারও অতীত। অতি প্রবলভাবে তাহা কম্পমান হইতেছিল। আমি বলিলাম,—'শীঘ্র ঝম্প প্রদান কর! আত্ম-জীবন রক্ষা কর! এক্ষণে আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। সম্মুখে অতলস্পর্শ গহ্বর; তদভ্যন্তরে ক্রুদ্ধ সাগরের তরঙ্গলীলা; লৌহবর্ত্ম গহ্বরমুখ অবধি গিয়াছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ—বাষ্পশকটশ্রেণীর চালক নাই!'

"এই কথা শ্রবণ করিয়াই তোমার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তুমি আমার দিকে কঠোরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে,—যেন আমার হৃদয় ভেদ করিয়া আমার অন্তরের অন্তস্তলে

কি ইচ্ছা বীজভাবে সুপ্ত রহিয়াছে, তাহা বাহির করিতে চাও। তাহার পর স্থিরভাবে উত্তর করিলে,—

" 'না, তাহা কখনই হইতে পারে না। এতগুলি নিশ্চিন্ত সহযাত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ত্যাগ করিয়া, আত্মজীবন রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতে পারি না। বরং তুমিই আমার অনুসরণ কর। চল দেখি, এই ট্রেনের গতি রোধ করিতে পারি কি না। আমার প্রাণের বিশ্বাস,—তাহাতে আমরা সমর্থ হইব।'

"এই কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ইঞ্জিন (engine)-গাড়ীখানির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে। তোমার এই উন্মত্তের ন্যায় আচরণে, তোমার উপর আমার আন্তরিক ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল। তথাচ আমি তোমার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এখন আমরা ইঞ্জিন গাড়ীখানির সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। ইঞ্জিনখানির মধ্যে যে উজ্জ্বল দীপ ছিল, তাহার আলোকে দেখিতে পাইলাম, সত্য সত্যই তাহার মধ্যে কেহ ছিল না—ট্রেনের কোনও চালক ছিল না।

"তুমি সেই সময়ে ইঞ্জিন গাড়ীতে ঝম্প প্রদান করিতে যাইতেছ। আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। তোমার আসন্নমৃত্যু দেখিয়াও কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? আমি আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম,—'অসম্ভব!

অসম্ভব! এই অসমসাহসিক কার্য্য মনুষ্য-শক্তির অতীত! নিরস্ত হও! এই একটি মাত্র অনুরোধ রক্ষা কর! আর কখনও কোন অনুরোধ করিব না।'

"সেই সময় তুমি প্রথম শকটের পাদপীঠ হইতে ইঞ্জিন-গাড়ীখানিতে লম্ফপ্রদানোন্মুখ হইয়া কুঞ্চিতভাবে পাদপীঠে অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়াছ। তুমি কতকটা আমার অনুরোধ আপত্তিতে, কতকটা প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সেই বাসনা ত্যাগ করিলে এবং আমাকে বলিলে,—'ঠিক বলিয়াছ'। এ অবস্থায় লম্ফপ্রদান অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও, অপর উপায়ে ট্রেনখানিকে রক্ষা করিতে হইবে। যে শৃঙ্খলে ইহা ইঞ্জিন গাড়ীখানির সহিত সংযুক্ত আছে, তুমি একটু সাহায্য করিলে, তাহা মুক্ত করিতে পারিব।'

"বহু কষ্টে আমাদিগের দুইজনের মিলিত চেষ্টায় ইঞ্জিন-গাড়ীখানি শৃঙ্খলমুক্ত হইল। মুক্ত হইয়া উহা দানবের মত বহুগুণ বিক্রমে ছুটিয়া গেল। তাহার চক্র-বর্ত্ম-সংঘর্ষণজনিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি পশ্চাতে সুদীর্ঘ অগ্নিময় সর্পের আকার ধারণ করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ইঞ্জিনখানি কোথায় অদৃশ্য হইল। ইত্যবসরে শকট শ্রেণীও গতিহীন হইয়া স্থির হইল। সম্মুখে দেখি—এক অতলস্পর্শী গহ্বর! বারিকণা আমাদিগের গাত্র সিক্ত

করিতে লাগিল। অদৃশ্যবাণীর প্রত্যেক কথাই সত্য। কিন্তু আমরা এখন সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ। আরোহীদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দিলাম। তাহারা মহাহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

ইহাই ডাঃ কিন্‌স্‌ফোর্ডের স্বপ্নবৃত্তান্ত। এখন দেখা যাউক, তাঁহার বন্ধু এডওয়ার্ড্ মেটল্যাণ্ড্ সাহেব ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই স্বপ্নটি একটি মহতী শিক্ষা দিয়াছে।—জড়বিজ্ঞানের শিক্ষায় এবং জড়বাদী, নাস্তিক, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া, কিরূপে অন্ধ মানবসম্প্রদায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া নাশের পথে ছুটিতেছে। এখানে ট্রেনের সহিত জড়বিজ্ঞান এবং সুপ্ত আরোহিবর্গের সহিত অন্ধ জড়-বিজ্ঞানানুসারী মানবকুলের সুন্দর উপমা হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের মত হইতেছে—জগৎ, মানব সকলেই প্রকৃতির খেলা; ঈশ্বরের বা কোনও জ্ঞানবান্ সৃষ্টিকর্ত্তার বা নিয়ন্তার বা চালকের কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। "The world is created by the fortuitous concourse of blind atoms"—এই ভাবটি "ট্রেনের কোনও চালক নাই"—ইহার দ্বারা বেশ ব্যক্ত হইয়াছে।

(২) প্রাগ্‌দর্শন (রূপকে)।

প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী সার নোএল পেটন (Sir Noel Paton) এইরূপ একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীমতী ক্রোকে (Mrs. Crowe) একখানি পত্র দেন। তাহাতেই এই স্বপ্নটির উল্লেখ ছিল। আমরা স্বপ্নটির কিয়দংশ ভাবান্তরিত করিয়া দিলাম। যাঁহারা মূল স্বপ্নটি পাঠ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে প্রসিদ্ধ পুস্তক-দি নাইট সাইড্ অভ্ নেচার (The Night Side of Nature) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহার ৫৬শ পৃষ্ঠায় স্বপ্নটি উদ্ধৃত আছে।

প্রসিদ্ধ শিল্পী লিখিতেছেন,—

"আমার পরমারাধ্যা মাঠাকুরাণীর সে স্বপ্নট এইরূপ।

সার নোএল্ পেটন-জননীর স্বপ্ন।

জননী অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সুদীর্ঘ, জনশূন্য প্রদর্শন-প্রকোষ্ঠে (gallery) দণ্ডায়মানা। তাঁহার একপার্শ্বে আমার স্নেহময় পিতা, অপর পার্শ্বে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তৎপার্শ্বে আমি এবং আমার অপর ভ্রাতা ও ভগিনীগণ বয়ঃক্রমানুসারে পর পর অবস্থিত। আমরা সকলেই নিস্তব্ধ, স্পন্দহীন; কাহারও শ্বাস-প্রশ্বাসের অতি ক্ষীণ শব্দও যেন অনুভূত হইতেছে না। এইরূপে আছি, এমন সময় মা

দেখিলেন,—কি একটা প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এক অবর্ণনীয়, এক অচিন্তনীয়, ভীতিপ্রদায়িনী মূর্ত্তি! ইহার আর অধিক পরিচয় কি দিব? ইহা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল—চোরের মত অতি সন্তর্পণে সোপানত্রয় অবরোহণ করিয়া, ইহা সেই ভীতিজনক, তিমিরাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠতলে আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়—মসীময় অন্ধকারেও সেই ঘনীভূত-অন্ধকারময়ী মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। জননীর ধারণা হইল—ইহাই মৃত্যুমূর্ত্তি!

'তাহার স্কন্ধদেশে গুরুভার এক ভীষণ কুঠার। মা ভাবিলেন,—তাহার নির্দ্দয় একটি আঘাতে তাঁহার সন্তানগণ নিহত হইবে। সেই ভীষণ মূর্ত্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভগিনী এলেক্সিস্ (Alexes) আমাদিগের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া তাহার দিকে বেগে ধাবমানা হইল এবং মা ও তাহার মধ্যে ব্যবধান করিয়া—মাকে যেন আচ্ছাদন করিয়া—দণ্ডায়মানা হইল। সেই নির্দ্দয় ভীমমূর্ত্তি ভগিনী ক্যাথারিন্‌কে (Chatherine) লক্ষ্য করিয়া তাহার কুঠার উত্তোলন করিল। স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা মা আমার, চেষ্টা করিয়াও তাহা প্রতিহত করিতে পারিলেন না। সম্মুখস্থিত কাষ্ঠাসন উত্তোলিত করিয়া কুঠারের গতি নিরস্ত করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, তাহা

তদুদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সম্মুখস্থিত ভগিনী এলেক্‌সিস্ আহত হইবেন। অতএব তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিবৃত্ত হইতে হইল। কি ক্ষোভ! কি যাতনা! সঙ্কল্প থাকিতেও,—শক্তি থাকিতেও,—সুযোগ উপস্থিত হইয়াও কি বিড়ম্বনা? তিনি প্রিয় কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই নির্দ্দয় কাল তাহাকে গ্রাস করিল। কুঠার নামিল, হতভাগিনী ক্যাথারিন্ তাহার আঘাতে দ্বিখণ্ডিতা হইয়া ভূতলে পড়িল।

"ভগিনী ক্যাথারিনের পার্শ্বাবস্থিত, আমাদিগের পরিবারের জীবনস্বরূপ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া আবার সেই অপ্রসাদা, অদমনীয়, নির্দ্দয় কুঠার পতনোন্মুখ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্যক্রমেই হউক, এবার ভগিনী এলেক্‌সিস্ আর সেখানে নাই। কি ভাবিয়া সে সেই বীভৎস মূর্ত্তির সম্মুখ ত্যাগ করিয়া কোথায় অপসৃত হইয়াছে। স্নেহময়ীর সংকল্পকে বাধা দিবার এবার আর কিছুই ছিল না। জননী, নৃশংসের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াই, বীরের মত হুঙ্কার করিয়া সেই কাষ্ঠাসন তাহার মস্তকে সবলে নিক্ষেপ করিলেন। কৃতান্তমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। জননীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"এই স্বপ্নদর্শনের পর তিনমাস অতিবাহিত হইয়াছে; তখন ভাই ভগিনী আমরা সকলে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

করি। অকস্মাৎ আমরা সকলেই স্কার্লেট্ (Scarlet)-জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। ভগিনী ক্যাথারিন্ অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভগিনী এলেক্সিস্ এরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল যে, তাহার জন্য সন্তান-জীবন-সর্ব্বস্ব মা আমার, ক্যাথারিণের সম্যক্‌রূপে সেবা করিতে সমর্থ হ'ন নাই। হতভাগিনী পরিচর্য্যার অভাবে, আসন্ন মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ এলেক্সিসের চিন্তায় অনন্যমনা স্নেহময়ী কর্ত্তৃক যেন উপেক্ষিতা হইয়াই, অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল

"আমিও সেই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। সকলেই আমার জীবনবিষয়ে হতাশ হইয়াছিল, কিন্তু মা আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাশ হ'ন নাই আমি মৃত্যুকবলে পতিত হইয়াও, অতি সহজেই রোগমুক্ত হইয়াছিলাম।

"আমার কনিষ্ঠ ও সকলের প্রীতিভাজন ভ্রাতার পরিচর্য্যা ও যত্নের কোনরূপ ত্রুটী না হইলেও জননী তাহার জীবন সম্বন্ধে সেরূপ আশান্বিত ছিলেন না। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—তাহার মস্তকোপরি কুঠার পতনোন্মুখ; সেই সময়ে তাঁহার করনিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাসনের আঘাতে সেই ভীষণ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই পতনোন্মুখ কুঠার তাহার মস্তকে পড়িয়াছিল কিনা—এটি তিনি আদৌ স্মরণে আনিতে পারেন নাই। তাই জননী আমার ভ্রাতার বিষয়

কোনও একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সে সুস্থ হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই আবার পুনরাক্রান্ত হইল এবং বহু আয়াসে জননীর অমানুষিক উদ্যমে ও আত্মোৎসর্গে সে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিল। কিন্তু, এলেক্‌সিস্ কিছুতেই রক্ষা পাইল না। একবৎসর দশমাস ধরিয়া হতভাগিনী বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবশেষে ভবলীলা সংবরণ করিল। এইরূপে স্বপ্নটি সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল।"

বস্তুতঃ স্বপ্নটি অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। বিভীষণ মূর্ত্তির সহসা আবির্ভাব, সমগ্র পরিবারবর্গকে যুগপৎ আক্রমণ, ক্যাথারিনের ও এলেক্‌সিসের মৃত্যু-প্রণালী—এইরূপে প্রতি ঘটনাটি স্বপ্নানুযায়ী ঘটিয়াছিল। এরূপ বহু স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪। ধারাবাহিক ও বর্ণনাত্মক স্বপ্ন।

নিদ্রাকালে মানব-চৈতন্য যখন সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তখন তদবস্থায় দৃষ্ট প্রকৃত ঘটনাবলি কখন কখনও অল্পবিস্তর, যথাবৎ জাগ্রৎ চৈতন্যে প্রতিভাত হয়।

এ এক প্রকার ধারাবাহিক স্বপ্ন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত সামান্য পার্থিব ঘটনা হইতে, অথবা একটি সামান্য

ভাব হইতে মানব-চৈতন্য নিদ্রাকালে কল্পনাসাহায্যে যে অভিনব উপন্যাস রচনা করে, তাহা অন্য প্রকার ধারাবাহিক স্বপ্ন। আমরা এই শেষোক্ত প্রকার স্বপ্নের অনেক উদাহরণ দিয়াছি। স্বপ্নরহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে সমস্ত কৃত্রিম স্বপ্নের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি। সে সমস্ত এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। প্রথম প্রকার স্বপ্নেরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা তাহার কতকগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট করিব।

আমরা প্রথম উদাহরণ এণ্ড্রু ল্যাং (Mr. Andrew Lang) সাহেবের "ড্রিম্‌স্ এন্‌ড্ গোষ্টস্" (Dreams and Ghosts)-নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিব।* এই স্বপ্নটি প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার ব্রেরে দে বয়মণ্ট্ (Dr. Brierre De Boismont)-সাহেব কর্তৃক বর্ণিত। এই আশ্চর্য্য স্বপ্নকাহিনীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

কুমারী চারলটির স্বপ্ন।

"কুমারী চা—বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার খুল্লতাতের নিকট থাকিত। তাহার খুল্লতাত একজন প্যারিসের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং তথাকার ইন্‌ষ্টিটুটের (Institute) একজন সদস্য।

* Mr. Andrew Lang's "Dreams and Ghosts"—page 35

কুমারীর প্রকৃতি অতি ধীর, তাহার চিত্ত অবিক্ষিপ্ত। তাহার জননী সুদূর পল্লীতে বাস করিতেন। তিনি তথায় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। রজনীতে কুমারী স্বপ্ন দেখিল—তাহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িত; তাঁহার বদন বিবর্ণ, তাহাতে যেন মৃত্যুচ্ছায়া পড়িয়াছে; তাঁহার দেহে এক কণাও রক্ত যেন অবশিষ্ট নাই। তিনি শেষ মুহূর্ত্তে প্রবাসী প্রিয় সন্তান দুইটিকে দেখিতে চাহিলেন,—একজন কুমারী স্বয়ং, অপরটি তাহার ভ্রাতা—স্পেন দেশের একজন ধর্ম্মযাজক।

"কুমারী চা—স্বপ্নে শুনিল, তাহার জননী ডাকিতেছেন,—'চার্‌লটি! চার্‌লটি! চার্‌লটি!' মাতার শয্যাপার্শ্বস্থিত পরিচারকবর্গের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তথায় লইয়া আসিল। কুমারীর "ডাক" নাম (Christian name) যেমন চার্‌লটি, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ধর্ম্ম-সন্তানের (god-child) নামও তাহাই। জননী ইঙ্গিত করিলেন,—'আমি ইহাকে দেখিতে চাহিতেছি না, আমি আমার দুহিতাকে ডাকিতেছি।' তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মহা ক্ষোভ উপস্থিত হইল, এবং নৈরাশ্যে তিনি জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন।

"পরদিন কুমারী চার্‌লটির মলিন ও দুঃখবিজড়িত মুখ দেখিয়া, তাহার খুল্লতাত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

চার্লটি পূর্ব্বরজনীর স্বপ্ন-বিষয় তাঁহার নিকট পরিচয় দিল। তাহা শুনিয়া ডাক্তার ডি—বলিলেন,—স্বপ্নটি প্রকৃত এবং সত্য সত্যই তাহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ডি—পত্রের বিশেষ বিবরণ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। চার্লটিও তাহার সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক বুঝিলেন না।

কএক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তাহার খুল্লতাত ডাক্তার ডি—বিদেশে গিয়াছেন। কুমারী খুল্লতাতের আদেশ মত তাঁহার পুরাতন পত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেছে। সেগুলি তাঁহার গুপ্ত পত্র—কাহাকেও পূর্ব্বে দেখান নাই। চার্লটি প্রত্যেক খানি পড়িয়া তাহা নানা বিভাগে সন্ন্যস্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একখানি পত্র পাঠ করিয়া সে স্তম্ভিত হইল—তাহার পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বলিখিত স্বপ্নবৃত্তান্তে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ পত্রে যথাযথ বর্ণিত আছে। পত্রখানি ডাক্তার ডি—কুমারীর মাতার মৃত্যুর পরদিনেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাহা পাঠ করিয়া পাছে তাহার প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগে—জীবনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাই তিনি চার্লটিকে এই পত্র সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই এবং তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।”

নিম্নবর্ণিত স্বপ্নবৃত্তান্তটি কোনও মৃত্যুঘটনামূলক নহে।

ডাক্তার লি (Dr. F. G. Lee) "গ্লিম্প্‌সেস্ ইন্ দি টোয়েলাইট্"-পুস্তকে ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। *

ডাক্তার লির-জননীর স্বপ্ন।

"জননী স্বপ্ন দেখিলেন,—তাঁহার পুত্র এক অদ্ভুত জাহাজে একখানি কাষ্ঠময় সোপানের পাদদেশে দণ্ডায়মান। সেই সোপানাবলি জাহাজের গর্ভতল হইতে তাহার ছাদের উপর প্রলম্বিত। পুত্রের বদন বিবর্ণ, দেহ অতি ক্ষীণ। সে তাহার জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—'মা, আমার নিদ্রা যাইবার কোনও স্থান নাই।'

"কএক দিন পরে জননীর নিকট একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে। তাহাতে একখানি বিচিত্র জাহাজের চিত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। স্বপ্নে জননী যেমন যেমন দেখিয়াছিলেন, জাহাজখানি সম্পূর্ণরূপে তদনুরূপ। পত্রে এইরূপ বর্ণনা ছিল,—(যে দিন স্বপ্নদর্শন হইয়াছিল, ঠিক সেইদিন, সেই সময়ে) প্রবল ঝটিকাতাড়িত হইয়া জাহাজখানি প্রায় চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার শয্যা সাগর-সলিলে সিক্ত হইয়াছিল। পত্রের শেষ ছত্রটি এই প্রকার—'মা, আমার নিদ্রা যাইবার কোনও স্থান ছিল না'।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্বপ্নেই প্রেমের বন্ধনে ও তীব্র উৎকণ্ঠায়

* Glimpses in the Twilight—Page 108.

আকৃষ্ট হইয়া স্বপ্নদ্রষ্টা সূক্ষ্ম-দেহে প্রকৃতই আকর্ষণ-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিল ও সূক্ষ্মদেহে সকলের অগোচরে প্রকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, জাগরিত হইয়া পূর্ণভাবে সকল কথা স্মরণে রাখিয়াছিল।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের এবং আমার সম্পূর্ণ গোচরে ঘটিয়াছিল। "গুপ্ত"—বাবু আমার অনেক দিনের পরিচিত। তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া, অতি ব্যগ্রতা-সহকারে বলিতে লাগিলেন ;—

"গুপ্ত"-বাবুর স্বপ্ন।

"আমার একমাত্র কন্যা হিন্দু-সমাজের বিবাহোপযোগী বয়স অতিক্রম করিতে বসিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও বেশ মনোমত পাত্র মিলিতেছে না ; কিন্তু তবুও অনুপযুক্ত পাত্রকে কন্যা সমর্পণ করিতে পারি নাই, পাত্র অনুসন্ধান করিতেও শ্রান্ত হই নাই। অবশেষে, (আমি সে সময় ভাবিয়াছিলাম) আমার এবং দুহিতার ভাগ্যবশতঃ, একটি পাত্রের সন্ধান পাইলাম। পাত্রের মাতুল স্বয়ং আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন : পাত্রের পিতা পরলোকগত, অতএব তাহার মাতুলই প্রধান অভিভাবক। পাত্রটি সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং স্বাধীন ব্যবসায়ে তাহার মাসিক আয় ১৫০৲ টাকা।

"এই শেষোক্ত শুভ বিষয়টিই আমার চিন্তার ও ভাবনার বিশেষ কারণ হইয়াছিল। পাত্রের স্বাধীন ব্যবসায় একখানি মুদিখানার দোকান। শৈলেন্দ্র (আমরা এই নামে পাত্রকে অভিহিত করিব) কি স্বয়ং তৈলাদি বিক্রয় করেন? স্বয়ং মানদণ্ড ধরিয়া তণ্ডুলাদি পরিমাণ করেন? তিনি নিজেই কি বিক্রয়িক? না, অনুচরবর্গের দ্বারা এই সমস্ত (রাজধানী-নিবাসী সভ্যের নিকট) হেয় কার্য্য সম্পাদিত করেন? এইরূপ চিন্তা আমাকে দিবারাত্র অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

"এক সপ্তাহ পরে শৈলেন্দ্রকে দেখিতে যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, সকল সন্দেহ দূর করিবে, ইহাই আমি স্থির করিলাম। যে দিন যাইবার কথা, তাহার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম,—

"আমি শৈলেন্দ্রের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। বেশ সুন্দর পথ। কিয়দ্দূর যাইয়াই বামপার্শ্বে একটি পরিচ্ছন্ন মুদির দোকান দেখিলাম। সম্মুখেই একটি শ্রীহীন বাতুল-বুদ্ধি পুরুষ দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইল যে, এই লোকটি শৈলেনের একজন অনুচর। কিয়দ্দূরে দেখি, আর একজন লোক মানদণ্ড লইয়া চাউলের পরিমাণ করিতেছে। লোকটি বেশ রূপবান্ না হইলেও শ্রীহীন নহে এবং একবারে যে বুদ্ধিহীন, তাহা মনে হইল না। ইনিই শৈলেন্দ্র।

"আমি সেই দোকানের পার্শ্ব দিয়া শৈলেন্দ্রের বাটী উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় এক প্রহর অতিবাহিত হইয়াছে। বাটীটি নূতন ও সুগঠিত। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 'পায়খানায়' যাইলাম; এক ভৃত্য পাত্রে জল দিয়া গেল। পায়খানার গবাক্ষপথ দিয়া বহিঃ প্রকৃতির বেশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। আমি তদ্দ্বারা পল্লী-চিত্রের মনোহারিণী শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম। জলশৌচাদি সমাপ্ত হইলে, সেই ভৃত্য আসিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। আমি ভাগীরথীতে স্নান করিতে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়াছি, শুনিতে পাইলাম,—দুইটি স্ত্রীলোক স্নানার্থে যাইতে যাইতে শৈলেন্দ্রের বিষয় কথাবার্ত্তা করিতেছে। আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—'কোন্ ভাগ্যহীনার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! তা না হইলে এরূপ হত-ভাগার সহিত বিবাহ হইবে?' কর্ণে ইহা প্রবেশ করিবামাত্র আমি স্তম্ভিত হইলাম। ইত্যবসরে আমি গঙ্গা-সৈকতে উপস্থিত হইলাম ও স্নানার্থ জলে নিমজ্জিত হইলাম। আমার নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল।

"এইটুকু স্বপ্নবৃত্তান্ত। পরদিন আমি শৈলেন্দ্রকে দেখিতে তাহাদিগের পল্লীমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত আমি একবারে বিস্ময়-জড়িত! স্বপ্নে যেমন যেমন দেখিয়াছিলাম, গ্রামটি

অবিকল সেইরূপ। সেই পথ। সেই বৃক্ষরাজি। সেই মুদিখানার দোকান। তবে স্বপ্নে যে শ্রীহীন পরিচারককে ও শৈলেন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, প্রকৃত ঘটনায় তাহাদিগকে তথায় দেখি নাই। শৈলেন্দ্রের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই আমি দেখি, সেই স্বপ্নদৃষ্ট কদাকার পুরুষটি একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছে। বাটীটি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক্ তাহার প্রতিকৃতি। সেই পায়খানা, তাহার সেই গবাক্ষ, গবাক্ষ মধ্য দিয়া প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যদর্শন! স্বপ্নের সকল অংশই মিলিল, কেবল এই কয়টি বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল ;—

(১) শৈলেন্দ্রের বর্ণ ও শ্রী স্বপ্নদৃষ্ট হইতে অনেক ভাল ; স্বপ্নদৃষ্ট হইতে তাহার প্রতিভাজ্যোতি অনেক উজ্জ্বল।

(২) শৈলেন্দ্রকে বাটীতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে দোকানে দেখিতে পাই নাই।

(৩) গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতে যাইতে আমার সহিত কোনও স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হয় নাই ; তবে গঙ্গার ঘাটে ঐরূপ দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহারা শৈলেন্দ্রের বিষয় কোনও কথা বলে নাই।”

পাঠক, বলিতে হইবে কি যে, ইহাও স্বপ্নে সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ, এবং জাগ্রৎ-চৈতন্যে সেই স্মৃতি আনয়ন? তবে দুই এক স্থলে যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ—

স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অবস্থা। আমি সেইটি বুঝাইবার জন্যই এই বৃত্তান্তটির পূর্ব্বভাগে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অবস্থা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। রঞ্জিত চিত্তে ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়াই, স্বপ্নের চিত্রখানি স্থানে স্থানে বিসদৃশ হইয়াছে। স্বপ্নদ্রষ্টার চরিত্রে দুইটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে,—

১। তাঁহার সঙ্কল্প যে, মনোমত পাত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবে না।

২। তুলাদণ্ড লইয়া ক্রয়বিক্রয়াদি করা অতিশয় মর্য্যাদাহানিকর।

আমরা আরও দুই একটি প্রমাণ-সিদ্ধ ও চিত্তাকর্ষিণী স্বপ্নকথা উদ্ধৃত করিয়া এই বিভাগ শেষ করিব। এগুলি আমার বন্ধুবর, অধুনা জলপাইগুড়ি জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী "অলৌকিক রহস্য" মাসিক-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড।

এডমণ্ড নরওয়ে নামক এক ইংরাজ ওরিয়েণ্ট জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ জাহাজ মানিলা হইতে কেডিজে আসিতেছিল। ৮ই তারিখে উহা সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সেইদিন রাত্রিকালে এডমণ্ড যে একটি ভয়কর স্বপ্ন

দেখেন, তাহা তিনি পরদিবস এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন ;— "জাহাজ ওরিয়েণ্ট,

ম্যানিলা হইতে কেম্ব্রিজ,

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০।

রাত্রি ৭৷৷০টার সময় সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ প্রায় ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ৮টার সময় নীচের কামরায় আসিলাম। আমার ভ্রাতা নেবেলকে একখানি পত্র লিখিলাম। ৯—৪৫ মিনিটে শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে দেখিলাম—দুইটি লোক ভ্রাতাকে আক্রমণ ও হত্যা করিল। ভ্রাতা অশ্বারোহণে ওয়েড্‌ব্রিজ্‌ নামক স্থানে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এই ঘটনা ঘটিল। এক ব্যক্তি অশ্বের লাগাম ধরিয়া দুইবার পিস্তল ছুড়িল, কিন্তু কোন শব্দ হইল না। ইহাতে সে ভ্রাতাকে এই পিস্তল নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিল। ভ্রাতা অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তখন তাহারা উভয়েই তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্কন্ধ দেশ ধরিয়া রাস্তার উপর দিয়া তাহাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া গেল এবং এক স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি ৪টার সময় জাহাজের তত্ত্বাবধানের জন্য আমার নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। আমি তখন পর্যন্ত ঐ স্বপ্নটি দেখিতেছিলাম। ইতি,

এড্‌মণ্ড্‌ নর্‌ওয়ে।

এই ত গেল ঘটনাস্থল হইতে শত শত মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপরের দৃশ্য! এখন প্রকৃত ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখা যা'ক্, ব্যাপারটা কত দূর সত্য। নেবেল নরওয়ে ঐ দিবস (৮ই ফেব্রুয়ারী) কোন কার্য্যোপলক্ষে বড্মিনে যান। ফিরিতে রাত্রি হয়। প্রায় ৯॥ টার সময় তিনি একাকী অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়েড্ব্রিজে তাঁহার গৃহ; সুতরাং ওয়েড্ব্রিজের রাস্তা ধরিয়া তাঁহাকে আসিতে হইতেছিল। তিনি ৩।৪ মাইল আসিলে, লাইট্ফুট্ ও জেম্স্ নামে দুই ভ্রাতা তাঁহাকে আক্রমণ ও হত্যা করে। বড্মিনের আদালতে হত্যাকারী-দের বিচার হয় এবং উহারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, ১৮৪০, ১৩ই এপ্রিল তারিখে উভয়েরই প্রাণদণ্ড হয়। বিচারকালে উইলিয়াম লাইট্ফুট্ নিজ মুখে যাহা স্বীকার করিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন স্বপ্নটি কত দূর সত্য।

"আমি ৮ই তারিখে বড্মিনে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় রাস্তায় আমার ভাই জেম্সের সহিত দেখা হয়। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমাদের কিছু পয়সার দরকার; সুতরাং এক মাঠে লুকাইয়া রহিলাম। খানিক পরে এক অশ্বা-রোহীকে আক্রমণ করিলাম। জেম্স্ দুইবার পিস্তল ছুড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। ইহা দেখিয়া সে ঐ

পিস্তলের দ্বারা উহাকে আঘাত করিল। আমি বরাবরই জেম্‌সের সঙ্গে ছিলাম। নরওয়ে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। আমরা তাহাকে টানিয়া রাস্তার ধারে জঙ্গলের নিকট আনিলাম।"

অধ্যাপক এবারক্রম্বি তাঁহার "ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ পাওয়ার্‌স্- (Intellectual powers) নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত স্বপ্নটির উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক হইতে ইতি পূর্ব্বে আরও দুই একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। রেভারেণ্ড্ উইল্‌কিন্স্ একজন শিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে তিনি ডিভন্ সায়ারে বাস করিতেছিলেন, একদা রাত্রিকালে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন; রেভারেণ্ডের নিজের পত্র খানি অধ্যাপক এবারক্রম্বি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে এই স্বপ্নের বিবরণ সংগ্রহ করিলাম।

মাতা ও পুত্র।

"আমি নিদ্রা যাইবার অল্পক্ষণ পরেই স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি লণ্ডনে যাইতেছি। যাইবার পথে গ্লশেষ্টার সায়ার অবস্থিত; এইস্থানে আমার পিতা ও মাতা বাস করিতেন। সুতরাং ভাবিলাম, তাঁহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। রাস্তায় কি ঘটিয়াছিল, অথবা কি দেখিয়াছিলাম, স্মরণে নাই। একবারেই তাঁহাদের দরজার সম্মুখে

উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ, চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিলাম না। কাজেই পশ্চাতের দরজা খুলিয়া বাটীতে ঢুকিলাম।

"কিন্তু যে ঘরে যাই, সেই ঘরেই দেখি, সকলে ঘুমাইতেছে। এইরূপে এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতে যাইতে, উপরতালার যে ঘরে পিতা ও মাতা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম— পিতা নিদ্রিত, কিন্তু মাতা জাগিয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলাম—'মা, আমি অনেক দূরে যাইতেছি, তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া মা আমার দিকে চাহিয়া একবারে চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 'হায়, হায় পুত্র, তবে তুমি কি জীবিত নাই?'

"ইহার পরেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। একটা সামান্য স্বপ্ন বলিয়া ২।৩ দিন এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু শীঘ্রই পিতার নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র পাইলাম—'বৎস, তুমি জীবিত আছ কি না, জানিনা। যদি জীবিত থাক, ইহা পাঠমাত্র স্বহস্তে কুশল সংবাদ লিখিবে। তোমার মাতা তোমার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহার কারণ এই;—

'অমুক রাত্রিতে (যে রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম) আমি ঘুমাইতেছিলাম এবং তোমার মা জাগিয়া

ছিলেন। তিনি শুনিলেন, কে একজন সদর দরজা ঠেলাঠেলি করিল; কিন্তু ইহা আবদ্ধ দেখিয়া পিছনের দ্বারের নিকট আসিল এবং ইহা খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ উপর তালায় পদশব্দ শোনা গেল এবং অকস্মাৎ তুমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলে—"মা, আমি অনেক দূরে যাইব, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তোমার মা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হায় তবে কি তুমি জীবিত নাই!" এই কথা হইবামাত্র তুমি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলে, তিনি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের পর হইতে তোমার মা, তোমার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত আছেন। ইতি—"

"পিতার এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম; আমার বাসস্থান হইতে তাঁহাদের গৃহ প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং আমি শয্যায় নিদ্রিত! অথচ মাতা আমাকে দেখিতে ও আমার কথা শুনিতে পাইলেন কিরূপে?"

শেষ সাক্ষাৎ।

ধর্ম্মভীরু ও ভক্ত ব্যাক্‌ষ্টারের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি তাঁহার একটি বন্ধুর নিকটে যে এক অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একখানি পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি এই। রোচেষ্টার-

নিবাসী গফ্ সাহেবের পত্নী মেরি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায়, ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে এক ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। পিত্রালয় তাঁহার বাটী হইতে ৯ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই স্থানেই তিনি ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন (৩রা জুন) তিনি শিশু দুইটিকে একবার দেখিবার জন্য বড়ই কাতর হন। যিনি তাঁহার নিকট আসেন, তাঁহাকেই তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া বলেন—"আমার ছেলে দুটিকে একবার দেখাও, তোমাদের পায়ে পড়ি। অথবা আমাকে সেখানে লইয়া চল। আমি একবার তাহাদিগকে দেখিলে সুখে মরিব। ইত্যাদি।" রাত্রি দশটার সময় একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি বলিলেন,—"ভগবানের অসীম কৃপার উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে এবং মরিতেও আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু ছেলে দুটিকে একবার শেষ দেখিব, ইহাই ইচ্ছা।" কিন্তু শিশুদ্বয়কে সে রাত্রিতে আনিবার সুবিধা হইল না এবং তাঁহাকেও স্থানান্তরিত করিতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন না। সে যাহা হউক রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত তিনি এক প্রকার নিস্পন্দ ও অচেতন-প্রায় রহিলেন। যিনি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন, তিনি বলেন,—তৎকালে তাঁহার চক্ষু স্থির, হস্তপদ অসাড় ও

নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং প্রাতঃকালে তিনি হাস্যমুখে সকলকে বলিলেন—'আমি ছেলে দুটিকে দেখিয়া আসিয়াছি।' ইহা বিকারের প্রলাপ ভাবিয়া আত্মীয়গণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এদিকে ধাত্রী সন্ধ্যার পর ছেলে দুটিকে ঘুম পাড়াইয়া বড়টিকে একটি ঘরে শয়ন করাইলেন এবং ছোটটিকে পার্শ্বের ঘরে নিজের কাছে শোয়াইলেন। রাত্রি ২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন—বালকদিগের মাতা মেরি যে ঘরে বড়টি ঘুমাইতেছিল, সেই ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া তাঁহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং ছোট শিশুটির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ধাত্রী লক্ষ্য করিলেন, মাঝে মাঝে মেরির চক্ষুর পলক পড়িতেছে, মুখ নড়িতেছে; কিন্তু কোন কথা বাহির হইতেছে না। এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট কাটিল এবং ধাত্রীও ক্রমশঃ ভয়-বিহ্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"তুমি কে?" ইহাতে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল। ধাত্রী চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া যখন উহা আর দেখিতে পাইলেন না, তখন আরও ভীত হইয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন এবং নিকটস্থ নদীতটে

অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে প্রতিবেশীদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। একজন প্রতিবেশী মেরির পিত্রালয়ে তাঁহার সংবাদ লইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। সেই দিন অপরাহ্ণে মেরি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আমেরিকার উত্তরাংশে ফণ্ডি উপসাগরে (Bay of Fundy) একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ বরফে আবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ক্লার্ক একরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। কাপ্তেনের পিতামহী তখন ইংলণ্ডের লাইম্ রেজিস্ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। কাপ্তেন তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাপ্তেন স্বপ্ন দেখিলেন—যেন তিনি লাইম্ রেজিসে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখ দিয়া অনেক লোক পিতামহীকে গোর দিতে লইয়া যাইতেছে। তিনি একে একে সকল ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিলেন। কাহারা শোক করিতেছিলেন, কাহার পর কে যাইতেছিলেন এবং কেই বা পুরোহিত ছিলেন—তিনি সমস্তই দেখিলেন ও মনে করিয়া রাখিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কারণ তখনও রাস্তা ভিজা ছিল, ও স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়া ছিল। তখনও ঝড় বহিতে-

স্বপ্নে কবর দর্শন।

ছিল। একটা ঝটিকা আসিয়া মৃতদেহের আবরণ বস্ত্রখানি কতকটা উড়াইয়া দিল। তাঁহাদের একটি নির্দ্দিষ্ট গোরস্থান ছিল; বংশের সকলকেই সেই স্থানে গোর দেওয়া হইত। কাপ্তেন ঐ স্থানটি উত্তমরূপে জানিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিতামহীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল না! উহার কিছু দূরে অন্য এক স্থানে তাঁহার কবর প্রস্তুত ছিল। সে যাহা হউক, মৃতদেহ কবরের নিকট নীত হইলে, কাপ্তেন দেখিলেন, কবরের গর্ত্তে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছে এবং ঐ জলে দুইটা মরা ইন্দুর ভাসিতেছিল। অতঃপর কাপ্তেন তাঁহার মাতাকে তথায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলেন যে, বেলা ১০ টার সময় গোর হইবার কথা ছিল, কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায় ৪টা পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হইল। ইহাতে কাপ্তেন বলিলেন—'আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ বিলম্ব না হইলে হয়ত আমি আসিয়া জুটিতে পারিতাম না।' এই স্বপ্নটি কাপ্তেনের এরূপ বাস্তব মনে হইয়াছিল যে, পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি তারিখটি লিখিয়া রাখিলেন।

"বহুদিবস পরে তিনি বাটীর এক পত্র পাইলেন। ইহাতে লেখা ছিল,—পিতামহী মারা গিয়াছেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার গোর হইয়াছে। ইহার চার বৎসর পরে কাপ্তেন লাইম্ রেজিসে প্রত্যাগত হন এবং পিতামহীর কবরের

তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যাহা জানিলেন, তাহা এই ;—

'স্বপ্নে যে যে ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, যিনি পুরোহিত ছিলেন, যাঁহারা যাঁহারা শোক করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, সমাধি বেলা দশটার পরিবর্ত্তে চারিটার সময় হইয়াছিল। তাঁহার মাতার বেশ স্মরণ ছিল যে, হঠাৎ একটা ঝড় আসিয়া মৃতদেহের গাত্রবস্ত্র একটু সরাইয়া দিয়াছিল। পিতামহী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার সমাধির স্থান স্বয়ং নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই কৌলিক গোরস্থানে তাঁহার গোর হয় নাই। যে ব্যক্তি কবর খনন করিয়াছিল, তাহার নোট বুক হইতে জানা গেল যে, কবরে বাস্তবিকই জল দাঁড়াইয়াছিল। এবং দুইটা মৃত ইন্দুর সে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

৫। বিকৃত বা অসংলগ্ন ও অসংবদ্ধ স্বপ্ন।

এরূপ স্বপ্নের উদাহরণদান নিষ্প্রয়োজন ; কারণ, ইহা নিত্যব্যাপার। উহা নানা কারণে হয় এবং সে সমস্ত আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে সেইগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম মাত্র।

(ক) নিদ্রাকালে ইহা হয় ত স্থূল-মস্তিষ্কের ভাবনাময়

সংস্কারের অসংলগ্ন অনুবোধ ও আবৃত্তি, অথবা স্থূল-মস্তিষ্কের স্বতঃ-উদ্বেলিত স্পন্দনের অসংবদ্ধ চিত্ররচনা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, স্থূল-মস্তিষ্ক নিদ্রাকালে জড়-যন্ত্রের মত কার্য্য করে; জাগ্রদবস্থায় চৈতন্যের যেরূপ নির্ব্বাচন ও বিচার করিবার শক্তি থাকে,—চৈতন্যের আধার ও কেন্দ্রস্থানীয় মানবজীবাত্মা সূক্ষ্ম-দেহের সহিত স্থূল-দেহ হইতে উদ্‌গত হইলে, স্থূল-দেহে চৈতন্যাভাস থাকিলেও, স্থূল-মস্তিষ্কের কোনও নির্ব্বাচন ও বিচার করিবার শক্তি থাকে না। তাই ইহার কার্য্যে অনেকটা বিপর্য্যয়, অনেকটা অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়।

(খ) নিদ্রিতের পিণ্ড-দৈহিক মস্তিষ্কে আগত অপরের চিন্তাস্রোত। আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—যেরূপ সমীরণ-সঞ্চালিত অসংখ্য জলদখণ্ড গগনগাত্রে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ অপরের অনন্ত চিন্তা-স্রোত নিদ্রিত ব্যক্তির পিণ্ড-দৈহিক মস্তিষ্ককে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করে এবং উহাতে স্পন্দন উৎপাদন করে। কিন্তু যিনি প্রকৃত দেহী, তিনি সেই সময়ে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া, স্থূল-দেহ-সংস্রব ত্যাগ করিয়া, অবস্থিত থাকেন। তাই পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্ক সেই চিন্তারাজিকে বা বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গকর্ত্তৃক উৎপাদিত মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্পন্দনকে নির্ব্বাচিত ও সুসংবদ্ধ করিতে পারে না। অতএব এই

অসংবদ্ধ চিন্তাস্রোত নিজের বলিয়া মনে হইলেও, তাহা প্রকৃতপক্ষে নানা লোকের অসংলগ্ন, সম্বন্ধহীন চিন্তারাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(গ) এ কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মস্তিষ্কে সকল সময়ে যে সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত করে, তাহার অধিকাংশের আমরা কোনই সংবাদ রাখি না; আমরা যে প্রকৃতির লোক, যদি তৎপ্রকৃতির অনুযায়ী কোন চিন্তাতরঙ্গ আমাদিগের মস্তিষ্কে আঘাত করে, তবেই আমাদিগের মস্তিষ্ক সাগ্রহে তাহা ধারণ করে, এবং নিজস্ব করিয়া লয়, নচেৎ নহে। আমরা যে প্রকৃতির লোক, আমরা যেরূপ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, নিদ্রাকালে আমাদিগের সূক্ষ্ম-দৈহিক মস্তিষ্ক তদনুযায়ী স্পন্দনই লইতে পারে—অর্থাৎ তজ্জাতীয় চিন্তা-তরঙ্গে অনুস্পন্দিত হইতে পারে। অত-এব যদ্যপি কোন কাম-চিন্তারাজি বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বাসনাপূর্ণ ভাবনারাশি আমাদিগের মস্তিষ্কে স্থান পায়, তাহা হইলে জাগ্রদবস্থায় আমাদিগের মনে ঐ ভাব প্রবল ছিল, বা আমাদিগের স্বভাব কাম-প্রবণ বা ঐহিক চিন্তাপরায়ণ ইহাই বুঝিতে হইবে। অনেক সময় সূক্ষ্ম জগতে কামোদ্দীপক কোনও একটি চিত্র দেখিয়া, অথবা ঐ অপবিত্র ভাবপূর্ণ সূক্ষ্মলোকের কোনও অধি-বাসীর প্রভাবে আমাদিগের ভিতরে সুপ্ত অভাবরাজি

জাগিয়া উঠে এবং তাহা আবার তজ্জাতীয় অপর চিন্তা-রাজিকে আকর্ষণ করে। এইরূপ অলীক, অসংলগ্ন চিন্তা-সমূহ আমাদিগকে সদাই ঘিরিয়া থাকে, এবং আমাদিগের সূক্ষ্ম দৈহিক মস্তিষ্কে অসংবদ্ধ স্পন্দন জন্মাইয়া দেয়।

অবশ্য যিনি উন্নত, যিনি সংযত ও পবিত্র, তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনার স্পন্দনে উত্তেজিত হয় না; কারণ, তাঁহার মস্তিষ্কে নিকৃষ্ট, রুক্ষ, কাম-উত্তেজনার প্রতিসংবাদী স্থূলতর অণু থাকে না। তাই তিনি নিকৃষ্ট কামোত্তেজনা-সম্পাদক চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও কামভাবে পরিপূর্ণ হ'ন না বা তাদৃশ স্বপ্ন দেখেন না।

(ঘ) আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, কল্পনা-শক্তি মনের একটি প্রধান শক্তি। বিরাট মনের কল্পনা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। অগ্নিরূপী ভগবানের একটি স্ফুলিঙ্গ মানব-জীবাত্মা। তাই কল্পনা মানব-মনের একটি প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু যে এখন অনভিব্যক্ত, যে এখনও মানব-শিশু, তাহার কল্পনা শিশুর কল্পনামত অলীক, অমূলক ক্রীড়ামাত্র। মানব-শিশু অলীক কল্পনাবশে এই তাসের গৃহ রচনা করিতেছে, ক্রীড়ায় সংসারী সাজিয়া জীবন-নাটকের অভিনয় করিতেছে; এই হাসিতেছে, আনন্দে বিভোর হইতেছে; পরক্ষণেই আকুল ক্রন্দনে আত্মহারা হইতেছে। তাহার কল্পনা আছে, কিন্তু সে কল্পনায়

উদ্দেশ্য নাই, তাহাতে অনুক্রম বা পারম্পর্য্য নাই। সকলগুলিই বিশ্লিষ্ট, সকলগুলিই পৃথক্, স্বতন্ত্র, অসঙ্গত। কিন্তু, যে মানব উন্নত, যে সত্য-সংশ্রিত, তাঁহার কল্পনাও সুসঙ্গত, তাহা ভগবৎকল্পনার অনুসরণ করে। বিশ্ব সৃষ্টির মহান্ চিত্র তাঁহার মনে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি একটি মহান্ উদ্দেশ্য দেখিতে পান, বিরাট মনের স্পন্দনে তাঁহার মন অনুস্পন্দিত হয়। যাঁহার সম্যক্‌রূপে এইরূপ হয়, শাস্ত্র তাঁহাকে "ঋষি"-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"ঋষতি (পশ্যতি)।" অতএব আমরা বুঝিলাম—অনভিব্যক্ত মানবের অপরিপক্ক কল্পনা হইতেও কিরূপে অসংবদ্ধ, অসংলগ্ন, বিকৃত স্বপ্ন হইতে পারে।

(ঙ) এইরূপ এক একটি কারণে, অথবা অনেক সময় পূর্ব্বোল্লিখিত সকল কারণগুলির সংমিশ্রণে অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন হইতে পারে। আমরা পর পরিচ্ছেদে দেখাইব, কিরূপে এইরূপ অদ্ভুত সংমিশ্রণ সম্পাদিত হইতে পারে। থিওসফিকেল সোসাইটির লণ্ডন-শাখার কতিপয় সভ্য "স্বপ্ন-চৈতন্য"-সম্বন্ধে যেরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা ঐ পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিব। তাঁহারা বাহ্য উপায়ে নিদ্রিতের স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়।

—— ঃ++ঃ——

স্বপ্ন-চৈতন্যের পরীক্ষা।

ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির লণ্ডন শাখার কতিপয় দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন সভ্য স্বপ্নাবস্থা সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি বিবরণ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি। কোন নিদ্রিত মানবের জীবাত্মাকে কোনরূপ জ্ঞান, উচ্চ ভাব, বা সংবাদ প্রদান করিলে, উক্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া উহা স্মরণ করিতে পারে কিনা, এবং না পারিলে স্মরণের পথে অন্তরায় বা বিঘ্ন কি কি—ইহা নিরূপণ করাই ঐ সকল পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল।

এই বার আমরা পরীক্ষাগুলি বর্ণনা করিব। তাহাদিগের বহু পরীক্ষার মধ্য হইতে দুইটি উদাহরণ দিব।

অমার্জ্জিত মানবের উপর পরীক্ষা।

প্রথমে একটি অনুন্নত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত মানবের উপর পরীক্ষা করা হয়। লোকটা কতকটা অষ্ট্রেলিয়াবাসী মেষপালক দিগের ধরণের। দেখা গেল, নিদ্রাবস্থায় তাহার সূক্ষ্ম-দেহটি জড়-দেহের উপরে ভাসিতেছে। সূক্ষ্ম দেহের কোন একটি

নির্দ্দিষ্ট আকার বা গঠন হয় নাই। উহা যেন একটা অগঠিত কুজ্ঝটিকা-স্তূপের ন্যায়। জড়-দেহে (ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহ), যাহা শয্যায় শায়িত ছিল, তাহার মধ্যে চৈতন্যের ক্রিয়া অতিশয় মৃদু ও মন্দ ভাবে চলিতেছে। ভাণ্ডদেহটি বাহ্য আঘাতে কিয়ৎ-পরিমাণে সাড়া দিতে সমর্থ ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে, দু'এক ফোঁটা জল উহার কপালে দিবার পর, সেই সুপ্তব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল (যদিও একটু বিলম্বে)—যেন ভারী, এক পশলা বৃষ্টি হইতেছে। পিণ্ডদেহের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া ক্রমাগত অসম্বদ্ধ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এই সকল চিন্তা-স্পন্দনে উহা প্রায়ই কোন সাড়া দিতেছিল না। দু'একবার সাড়া দিলেও, উহা খুব মৃদু মন্দ ভাবে। অধিকাংশ চিন্তা-স্রোত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার অজ্ঞাতসারে প্রবাহিত হইতেছিল। তারপর দেখা গেল—জীবাত্মাটি (যাহা উপরে ভাসিতেছিল) বিকাশপ্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ সচেতন নহে। উহা অনুন্নত ও অর্দ্ধ-অচেতনাবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু কাম-দেহটি সুগঠিত ও নির্দ্দিষ্ট-আকার-যুক্ত না হইলেও খুব সক্রিয় ছিল।

দেখা গেল—ঐ ভাসমান সূক্ষ্ম দেহটির উপর জ্ঞানপূর্ব্বক কোন চিন্তা নিক্ষেপ করিলে,উহা সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং প্রথমে ঐ সূক্ষ্ম-দেহকে শয্যাস্থিত স্থূলদেহ

হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা হইল কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল ; কারণ, সূক্ষ্ম-দেহকে কয়েক হস্ত দূরে আনিবামাত্র, উভয় দেহই (স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ) এরূপ অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল যে, আরও একটু দূরে আনিলেই লোকটা নিশ্চয়ই ভয়ার্ত্ত হইয়া জাগরিত হইত ; অতএব এ চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল।

অতঃপর পরীক্ষক একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কল্পনা করিলেন। ইহা একটি পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী-বৃক্ষরাজিপূর্ণ, তড়িৎ-তড়াগাদিসিক্ত, বিহঙ্গম-মুখরিত, শস্যশ্যামল, সুবিস্তৃত প্রান্তরের দৃশ্য। তিনি এই দৃশ্যটি উজ্জ্বল ভাবে স্বীয় মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির অর্দ্ধ-চেতন জীবাত্মার উপর অভিনিবিষ্ট করিলেন। জীবাত্মা ইহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার তাদৃশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল না ; তিনি যেন কতকটা ঔদাস্য, অবহেলা ও অনাদরের সহিত দৃশ্যটি দেখিলেন। দৃশ্যটি কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট রাখিবার পর, লোকটিকে জাগরিত করা হইল। জাগ্রদবস্থায় ইহা স্মরণ করিতে পারে কিনা— ইহা পরীক্ষার জন্যই তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। কিন্তু দেখা গেল—ইহার বিন্দুমাত্র স্মৃতি তাঁহার নাই, কেবল কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট, পাশব বাসনায় তাহার চিত্ত কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইতেছে।

তখন কেহ কেহ বলিলেন—"বহির্জগতের বহুবিধ চিন্তা-স্পন্দন অবিরত ধারায় তাহার জড়মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার মস্তিষ্ক এরূপ বিক্ষিপ্ত হইতেছে যে, অন্তরাত্মার প্রেরিত সন্দেশ উহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।" সুতরাং ঐ ব্যক্তি পুনরায় নিদ্রিত হইলে, বহির্জগতের স্পন্দন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহার দেহের চতুর্দ্দিকে একটি সূক্ষ্ম, তাড়িত-আবরণ, বা বৈদ্যুতিক "গণ্ডী"—(magnetic shell) নির্ম্মাণ করা হইল। এই আবরণ তাহার দেহকে বহিঃস্পন্দন হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। তখন পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাটি পুনরায় করা হইল।

বহিঃস্পন্দন রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কটি একবারে স্থির হইল না। তাহা তাহার অতীত জীবনের দু'একটি ঘটনা ধীরে ধীরে নিজের ভিতর হইতে বাহির করিতে লাগিল এবং তাহার স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এবার তাহাকে পুনরায় জাগরিত করিলে দেখা গেল যে, পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত সুন্দর দৃশ্যের কোনরূপ স্মৃতি তাহার নাই। কেবল অতীত জীবনের কোন একটা ঘটনা সে স্বপ্নে দেখিয়াছে—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ভাব তাহার মনে উদিত হইতেছিল। তখন পরীক্ষকগণ হতাশ হইয়া এই ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন—ইহার জীবাত্মা এরূপ অনুন্নত

এবং কাম-দেহ এরূপ প্রবল যে, ইহা দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।

কিছুদিন পরে পুনরায় এই ব্যক্তিকে লইয়া একটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এবার, কিন্তু, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দৃশ্যটি লইয়া নহে। সে যে প্রকৃতির লোক তাহার পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহাদির দৃশ্য অধিকতর উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হওয়া সম্ভব, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের একটা খুব উত্তেজক ঘটনার চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। জীবাত্মা এবার অবশ্য, সমধিক আগ্রহের সহিত দৃশ্যটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু লোকটা জাগরিত হইলে দেখা গেল যে, প্রায় সমস্ত স্মৃতিই বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল সে যেন কোন স্থানে একটা যুদ্ধ করিতেছিল—এইরূপ একটি ক্ষীণ স্মৃতি রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ কোথায় ও কেন হইতেছিল—তাহার কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

উন্নত মানবের উপর পরীক্ষা।

অতঃপর একটি উন্নত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হইল। ইনি চরিত্রবান্, শিক্ষিত, চিন্তাশীল, উদারহৃদয় এবং মানবহিতৈষণাপূর্ণ। প্রথমে ইহার কপালে দু'এক ফোঁটা জল দিয়া পরীক্ষা করা হইল। জল পড়িবামাত্র ইনি স্বপ্ন দেখিলেন—যেন ভীষণ ঝটিকা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইতেছে। ইহা জড়-মস্তিষ্কের স্পন্দন। এই স্পন্দন ক্রমে পিণ্ড-

মস্তিষ্ককে কম্পিত করিল এবং উহাতে ঝটিকালোড়ন-সম্বন্ধীয় নানাবিধ উজ্জ্বল স্বপ্নের ধারা উত্থিত হইতে লাগিল। এই স্পন্দনটি প্রশমিত হইলে দেখা গেল—পিণ্ড-মস্তিষ্কে উহার স্বাভাবিক চিন্তাস্রোত (বহির্জগতের অসংলগ্ন চিন্তা-ধারা) প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, এক একটি বহিঃস্পন্দন আসিবামাত্র পিণ্ডমস্তিষ্ক উহাতে সাড়া দিতেছে এবং নিজের ভিতর হইতে তৎসংলগ্ন চিন্তা-স্রোত বাহির করিয়া তাহাতেই কিছুক্ষণ মগ্ন হইতেছে; সুতরাং নূতন বহিঃস্পন্দন অনেকক্ষণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

ইহার ডিম্বাকার সূক্ষ্মদেহটি বেশ সুগঠিত ও সুস্পষ্ট এবং ডিম্বের মধ্যবর্ত্তী অবয়বগুলিও স্থূলদেহের প্রায় অবিকল অনুরূপ ছিল। পূর্ব্বপরীক্ষিত ব্যক্তির সহিত তুলনা করিলে, ইহার জীবাত্মাটি অনেক উন্নত ও সচেতন এবং বাসনাগুলি খর্ব্ব ও সংযত। ইহার সূক্ষ্ম-দেহকে স্থূলদেহ হইতে বহু ক্রোশ দূরে সরাইয়া আনিলেও উহাদের কোন অশান্তি বা অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় না।

প্রথম উদাহরণের ন্যায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যটি যখন জীবাত্মার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল, তিনি অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাহা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ আনন্দ উপভোগ

করিলে, তাঁহাকে জাগরিত করা হইল। কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল না। তাঁহার কেবল বোধ হইল—তিনি একটি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু স্বপ্নটি কি—তাহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। একটু আধটু যাহা স্মরণ ছিল, তাহা জড়মস্তিষ্কের স্পন্দনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পুনরায় নিদ্রিত হইলে, পূর্ব্বপরীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় ইহার চতুর্দ্দিকে একটি তাড়িত আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষাটি পুনর্ব্বার করা হইল। এবার, জীবাত্মা (পূর্ব্বাপেক্ষা) অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহের সহিত দৃশ্যটি গ্রহণ করিলেন, দৃশ্যটি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন—ইহা বুঝিতে পারিলেন বং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক অংশের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আনন্দে একবারে অভিভূত হইয়া পাড়লেন।

যৎকালে তিনি আনন্দে এইরূপ বিভোর ছিলেন, তাঁহার পিণ্ড-মস্তিষ্ক এদিকে বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা লইয়া, কুতুহল বিশিষ্ট হইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিল। ইহার মধ্যে প্রধান স্বপ্নটি এই;—একটি প্রবল শীতের দিনে যখন পথ, মাঠ, প্রান্তর প্রভৃতি সমস্তই বরফে আবৃত, তিনি, কতকগুলি সমপাঠীর সহিত স্কুলের মাঠে বরফের বল নিক্ষেপ করিয়া খেলা করিতেছেন।

তাঁহাকে জাগরিত করিয়া যাহা দেখা গেল তাহা বড়ই কৌতুকাবহ। তিনি একটি পর্ব্বতের শিখরভাগে

দণ্ডায়মান হইয়া একটি অতি সুন্দর দৃশ্য দর্শনপূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন—ইহা তাঁহার সুস্পষ্ট স্মরণ ছিল। এমন কি সেই দৃশ্যটির প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিও তাঁহার সম্পূর্ণরূপে মনে ছিল। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধানদেশীয় শস্যশ্যামল প্রান্তরের পরিবর্ত্তে তিনি সর্ব্বত্র বরফে আবৃত এক সুবিস্তৃত ভূমি দেখিয়াছিলেন। এবং যৎকালে তিনি এই সুন্দর দৃশ্যটি দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছিলেন, হঠাৎ যেন দৃশ্যটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন, যেন তিনি স্কুলের প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল-বিস্মৃত কয়েকটি বাল্য সহচরের সহিত বরফের বল লইয়া খেলা করিতেছেন। এ বিষয়টি তিনি ইতিপূর্ব্বে বহু বৎসর চিন্তা করেন নাই। স্বপ্নে এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কেন এরূপ ঘটে, পাঠক বোধ হয় এখন কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

দশম অধ্যায়।

—:০:—

উপসংহার।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলি হইতে আমরা সুন্দররূপে বুঝিতে পারি—আমাদের স্বপ্নের স্মৃতি সাধারণতঃ এরূপ বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন হয় কেন। অনুষঙ্গক্রমে, আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, কোন কোন ব্যক্তি (যাঁহাদের জীবাত্মা অনুন্নত এবং পার্থিব-বাসনা-প্রবণ) তাঁহারা কখনও স্বপ্ন দেখেন না কেন; এবং কেনই বা অন্যান্য ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে অনুকূল অবস্থার সাহায্য পাইয়া তাঁহাদের নৈশ বিহারের একটা অস্ফুট স্মৃতি আনয়ন করেন। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, আমাদের জীবাত্মা নিদ্রাকালে যে সকল জ্ঞান লাভ করেন, যদি আমরা জাগ্রদবস্থায় তাহার উপকারিতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে,—

(১) আমাদের চিন্তার উপর সংযম থাকা চাই,

(২) ইন্দ্রিয়-লালসাগুলিকে দমন করা চাই,

(৩) এবং উচ্চ ভাবের সহিত আমাদের চিত্তকে এক সুরে বাঁধা চাই।

যদি আমরা জাগ্রদবস্থায় মনোনিবেশ ও একাগ্রতা অভ্যাস করি, আমরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিব যে, ইহার উপকারিতা কেবল যে আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। যে ব্যক্তি তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন,—তাঁহার চিন্তার এবং নীচ বাসনা-গুলির উপর প্রকৃত প্রভুত্ব ও আধিপত্যলাভ করিয়াছেন,—যিনি ধীরভাবে বহুক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মনটিকে এরূপ সংযত করিয়াছেন যে, উহা তাঁহার হস্তে একটি লেখনী বা যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, উহাকে যাহা চিন্তা করিতে বলিবেন কেবল তাহাই করিবে, সংযম করিতে বলিলে সংযত হইবে, স্ফুরণ করিতে বলিলে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে,—যিনি এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার মন ও মস্তিষ্ক জীবাত্মার নির্দেশানুসারে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, জীবাত্মার আদেশ ব্যতীত সে একপদও চলিবে না, জীবাত্মা আদেশ না করিলে সে স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকিবে, বাহ্যজগতের শত শত চিন্তা-স্পন্দন তাহাকে কাঁপাইতে পারিবেনা। এরূপ চিত্তে, এরূপ মস্তিষ্কে জীবাত্মার অনুমতি ব্যতীত বাহ্য জগতের কোন চিন্তাই, কোন অতিথিই স্থান পাইতে পারেনা। চিত্ত এইরূপ স্থির ও প্রশান্ত হইলেই উহা অহর্নিশ জীবাত্মার বাণী শুনিতে পায়; যে বাণী পার্থিব যাবতীয় বাণী অপেক্ষা অভ্রান্ত ও অন্তর্দর্শী।

বহির্জ্জগতের চিন্তা-স্পন্দন আমাদের পিণ্ডমস্তিষ্কে অবিরাম তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে। জীবাত্মার বাণী শ্রবণ বা স্মরণের পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায়। অবশ্য, বহিস্তরঙ্গ রুদ্ধ হইলেই মস্তিষ্ক যে একবারে স্থির ও নিশ্চল হয়, তাহা নহে; উহা স্বকীয় স্পন্দনে আন্দোলিত হয়। কিন্তু এই স্বকীয় স্পন্দনের দ্বারা জীবাত্মার বাণী তাদৃশ ব্যাহত হয় না। সুতরাং যিনি ঐ বাণী স্মরণ করিতে চান, তাঁহার এই বহিস্তরঙ্গ রোধ করা প্রয়োজন। কিন্তু কি উপায়ে উহা সহজে রুদ্ধ হইতে পারে?

একটি অতি সামান্য কৌশল অবলম্বন করিলে এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। তাহা এই;—

স্থূলদেহকে পরিবেষ্টন করিয়া আপনার যে সূক্ষ্মদেহ (aura) রহিয়াছে নিদ্রার পূর্ব্বে তাহার চিন্তা করুন এবং খুব দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করুন—যেন উহার উপরিভাগটি এরূপ একটি আচ্ছাদন স্বরূপ হয় যে, বাহিরের কোনও স্পন্দন উহা ভেদ করিয়া আসিতে সক্ষম না হয়,—উহা যেন আপনাকে বহিঃস্পন্দন হইতে রক্ষা করে। ইচ্ছার ও একাগ্রতার তীব্রতা থাকিলে প্রকৃতই এরূপ একটি আচ্ছাদন নির্ম্মিত হইবে; এবং বাহ্যজগতের চিন্তা-স্পন্দন প্রকৃতই রুদ্ধ হইবে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে অন্যান্য বাহ্য পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের মনে যে

চিন্তাটি উদিত হয়, তাহা বিশেষ ফলোৎপাদন করে। অধিকাংশ মানবই এই তথ্যটি অবগত নহেন, অথবা কেহ কেহ অবগত থাকিলেও তাহা দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যে পরিণত করেন না, অথচ এই শেষ চিন্তা তাঁহাদের দেহ, মন ও নীতির উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে।

নিদ্রাকালে মানব কিরূপ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং কত সহজে বাহ্য শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতে পারে—আমরা দেখিয়াছি। উচ্চ ও পবিত্র বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে, যদি আমরা নিদ্রিত হই, তাহা হইলে নিদ্রাকালে অপরের অনুরূপ (উচ্চ ও পবিত্র) চিন্তামূর্ত্তিগুলি আমাদের নিকট আকৃষ্ট হয়; বিশ্রামটি শান্তিময় হয়; এবং আমাদের চিত্ত উচ্চস্পন্দন গ্রহণে উন্মুক্ত ও নিম্নস্পন্দনগ্রহণে রুদ্ধ থাকে। ইহার কারণ এই যে—নিদ্রার ঠিক পূর্ব্বেই আমাদের চিত্তকে উচ্চভাবে সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে, যদি আমরা অপবিত্র ও পার্থিব চিন্তা লইয়া নিদ্রিত হই, তাহা হইলে অপবিত্র ও কুৎসিত চিন্তামূর্ত্তিগুলি আমাদের নিকট আকৃষ্ট হয়, এবং বলবতী বাসনার ভীষণ তাড়নায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং উচ্চ রাজ্যের মনোহর দৃশ্য ও সুমধুর শব্দ আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাইনা।

অতএব, নিদ্রার পূর্ব্বে চিত্তকে যতদূর উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলিত করা সম্ভব, প্রত্যেক মানবের তাহা করা একান্ত

আবশ্যক। কারণ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহাকে আমরা "স্বপ্ন"—এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, সেই দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে এরূপ এক উচ্চরাজ্যে উপনীত হওয়া যায়, কেবল যেখানেই সত্যদর্শন সম্ভব।

যদি কোন ব্যক্তি অবিশ্রান্ত তাঁহার চিত্তকে উচ্চ ভূমিতে তুলিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আত্মার আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হয় এবং পরিশেষে তাঁহার চৈতন্য তৈল-ধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্র প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন আর তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিতে হয় না। তখন জাগরণ ও নিদ্রা তাঁহার পক্ষে তুল্য হইয়া যায়, নিদ্রিত হইলে তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইতে হয় না। জাগ্রদবস্থায় তাঁহার যে চৈতন্য থাকে, নিদ্রাকালেও তাহা অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত থাকে। তাই যেমন তিনি নিদ্রিত হন, অমনি স্থূল-শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উজ্জ্বলতর দেহে সমধিক উৎসাহ, আনন্দ ও বলের সহিত সূক্ষ্মরাজ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এ রাজ্যে অবিরাম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও ক্লান্তি নাই, অবসন্নতা নাই, দুর্ব্বলতা বোধ হয় না; এখানে নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ হয়। এখানে যে কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হয়, তাহা পরম রমণীয়, পরম পবিত্র। ইহা আর কিছুই নহে,—পরমজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত

মহাপুরুষগণের সেবাকার্য্য। করুণাময় মহাত্মগণ অযাচিত ও অদৃশ্যভাবে দুর্ব্বল মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য যুগ যুগান্তর ধরিয়া অকাতরে যে সেবা করিয়া আসিতেছেন, তিনি সেই সেবা কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হন।
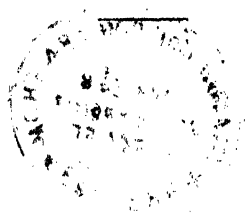
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

থিয়সফিকেল্ পাব্লিসিং হাউস্,

৪।৩এ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র।

কাপড়ে বাঁধা, সুন্দর কাগজে ছাপা—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিতেছেন,—

"বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের সহিত সনাতন হিন্দু-সম্প্রদায়ের দার্শনিক এবং উপাসনা এই দুইটি বিষয়ে মতভেদ নিতান্ত অল্প; এমন কি, বহুস্থলে এই উভয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন; এই অত্যাবশ্যক তত্ত্বটি যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সুবিস্তৃতভাবে সংস্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাবু আমাদের শিক্ষিতবৃন্দের একটি চিন্তার স্রোতঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; ইহাই হইল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাবুর প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যার বিশেষত্ব। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ, আশাকরি, নবীন গ্রন্থকারের এই প্রকার অসাধারণ প্রতিভা ও কল্পনা-কুশলতার আস্বাদন করিয়া, আমারই ন্যায় তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ প্রদানে তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

২। উদ্বোধন পত্রিকা ভূমিকায় লিখিত পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের পূর্ব্বলিখিত মতটি উদ্ধৃত করিয়া, তাহার কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, —"লেখক অতি সরল ভাষায়, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই ব্যাখ্যাটি

লিখিয়াছেন। বহু তথ্যের সমাবেশ থাকিলেও উহা এমন সুপাঠ্য হইয়াছে যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। উপসংহারে আমরা বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণকে কিশোরীবাবুর গ্রন্থখানি পাট করিয়া পবিত্র, বিমলানন্দ উপভোগ করিতে অনুরোধ করি। আর কিশোরী বাবুকেও বলি, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ অমিয় লেখনী ইহার ন্যায় আরও গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করুক।"—উদ্বোধন ১৫।৩।

৩। আসাম শান্তি আশ্রমস্থ ভক্ত, "সনাতন সন্ন্যাসী"-সম্প্রদায়-পরিচালিত আর্য্যদর্পণ পত্রিকা লিখিতেছেন ;—

"গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি গভীর দার্শনিক যুক্তি ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য পূর্ণ; তত্ত্বদর্শী ভিন্ন তাহার গূঢ় রহস্য অন্যের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। গ্রন্থকার তাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পথ সুগম করিয়াছেন। তিনি গভীর, গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ (মহাযান) সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের দার্শনিক মত ও উপাসনায় যে মতভেদ অল্প, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুমতের সমন্বয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্যখ্যাই তাঁহার উদার মতের বিশেষত্ব। এই ধর্ম্ম বিপ্লবকালে এইরূপ গ্রন্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয় বটে। আমরা গ্রন্থকারের অসাধারণ প্রতিভা ও অনুসন্ধান কুশলতার জন্য বারবার ধন্যবাদ দিতেছি। উপসংহার কালে বলিতেছি যে, এরূপ উদার ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা আমরা

বাঙ্গালা পুস্তকে অতি অল্পই দেখিয়াছি।” ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

The Amrita Bazar Patrika Says—

"So that this book will also help the real seekers of the Narrow Path not only in their personal attempts at spiritual growth, but far more by giving them a handy manual which can with confidence be passed on to others, who are of religious temperament. but who have not yet grasped the true ideals of Spiritual life. We give a warm welcome to it and draw the attention of all genuine lovers of the Mystic way." 19th Deecmber, 1913.

২। বিশ্বব্রতা [জগদ্‌গুরু-রূপে] মূল্য—৵০।

১৯১৪ সালের মে মাসের "Brothers of the Star" এর সম্পাদক লিখিতেছেন, "The 3-anna Star pamphlet referred to in last month's issue has been used for propaganda purposes by the Secretary of the Calcutta Group who took 100 copies for free distribution. It is hoped that other groups in Bengal will do the same, and for this purpose 100 copies are obtainable for Rs. 12-8 from Mr. Chatterjee, 4-3A College square, Calcutta. The description of the contents of the little book makes us wish that some one would send to the Editor of this paper a good English translation, as we should probably be glad to publish it for the benefit not only of English-speaking workers, but it might prove useful for translation into various vernaculars."

(চ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন-প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকাবলী ;

১। গীতায় ঈশ্বরবাদ ১।০

২। উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব ১।০

৩। শিক্ষা না সেবা (Education as Service.) ।৵০

৪। জগদ্গুরুর আবির্ভাব ॥০

(ছ) শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী—

১। প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (টীকা ও অনুবাদ সহিত) ।০

২। [illegible] পরিভাষা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম এ, বি-এল, সরস্বতী-কাব্য-তীর্থ-বিদ্যাভূষণ-ভারতী-কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত ২৲

৩। সাংখ্যকারিকা—ভগবান্ ঈশ্বর কৃষ্ণকৃত। Translated from the sanskrit by' H. T. Colebrooke। মূল, গৌড়পাদ ভাষ্য। Translated and illustrated by an original Comment by H. H. Wilson M. A. F. R. S. ২৲

৪। সাংখ্যকারিকা—
ভগবান্ ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত ও বাচস্পতি মিশ্রের টীকা সহিত ও গৌড়পাদ-ভাষ্য অবলম্বনে বাঙ্গালা অনুবাদ। ॥৵০